وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم (المستدرك للحاكم [illegible])

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক

আল-ই‘তিছাম

الاعتصام

রবী: আখের - জুমাদাল উলা ১৪৪৮ | অক্টোবর ২০২৬

Web : www.al-itisam.com

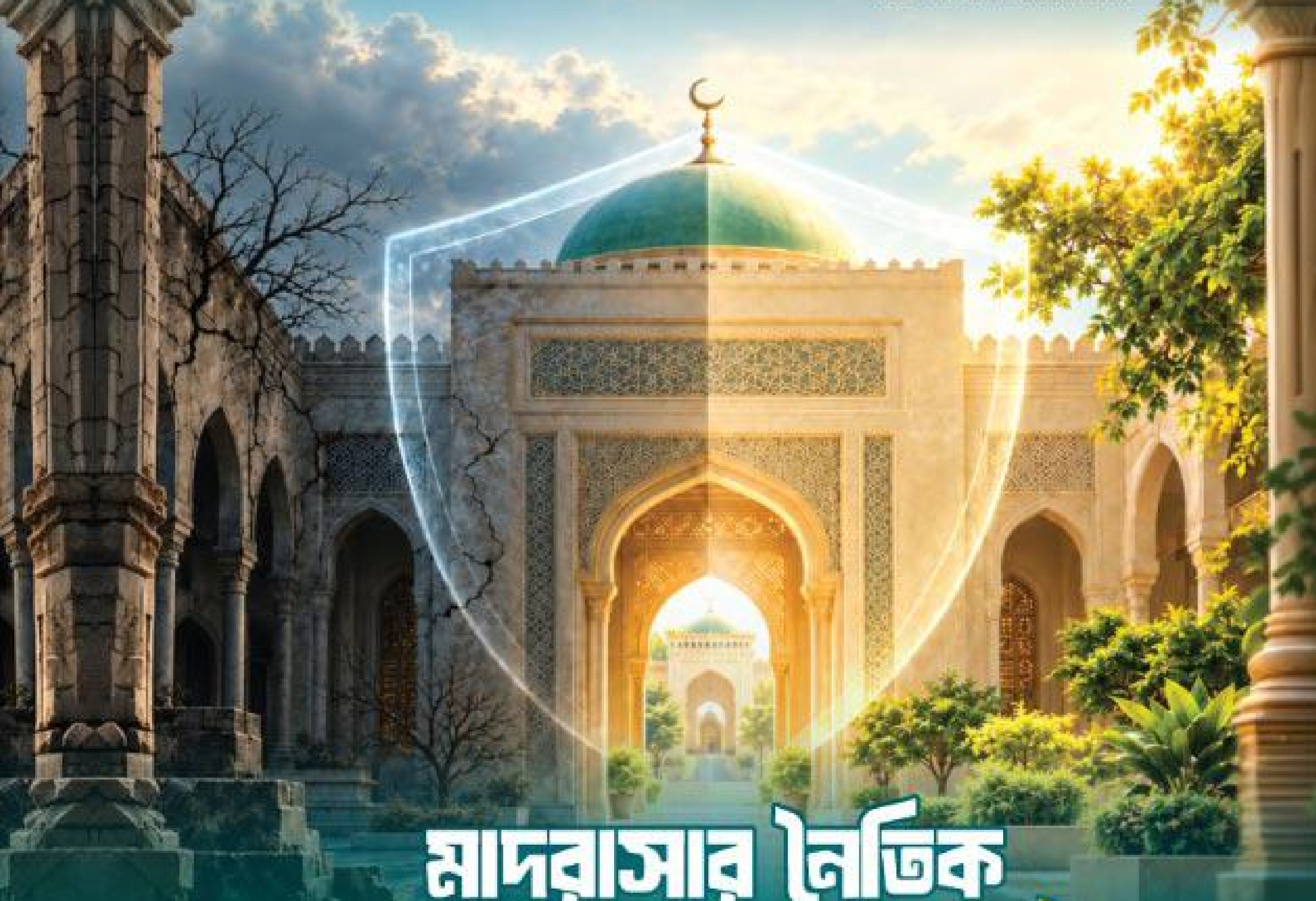

মাদরাসার নৈতিক আস্থা রক্ষায় যা করা জরুরী

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، ربيع الثاني و جمادى الأولى ١٤٤٨هـ/ أكتوبر ٢٠٢٦م العدد:١٢، الجزء: ١٢٠
تصدر عن الجامعة السلفية ببنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতীম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৯৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য
মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৮ | ঈসায়ী ২০২৬ | বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
অক্টোবর ০১	রবী:আখের ১৯	বৃহস্পতিবার	৪.৩৬	৫.৫০	১১.৫০	৩.১৩	৫.৪৭	৭.০১
অক্টোবর ০৫	রবী:আখের ২৩	সোমবার	৪.৩৭	৫.৫১	১১.৪৮	৩.১০	৫.৪৩	৬.৫৭
অক্টোবর ১০	রবী:আখের ২৮	শনিবার	৪.৩৯	৫.৫৩	১১.৪৭	৩.০৭	৫.৩৯	৬.৫৩
অক্টোবর ১৫	জুমাদাল উলা ০৩	বৃহস্পতিবার	৪.৪১	৫.৫৫	১১.৪৬	৩.০৪	৫.৩৪	৬.৪৮
অক্টোবর ২০	জুমাদাল উলা ০৮	মঙ্গলবার	৪.৪৩	৫.৫৭	১১.৪৫	৩.০২	৫.৩০	৬.৪৪
অক্টোবর ২৫	জুমাদাল উলা ১৩	রবিবার	৪.৪৫	৬.০০	১১.৪৪	২.৫৯	৫.২৬	৬.৪০
অক্টোবর ৩০	জুমাদাল উলা ১৮	শুক্রবার	৪.৪৭	৬.০২	১১.৪৪	২.৫৭	৫.২২	৬.৩৮

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	০	+১
নারায়ণগঞ্জ			
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+৩
শরীয়তপুর	০	০	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	০	০
শেরপুর	+১	+১	+১
জামালপুর	+২	+২	+৩
নেত্রকোনা	-২	-২	-২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৪
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৮	-৯	-৭
রাঙ্গামাটি	-৭	-৮	-৯
বান্দরবান	-৭	-৯	-৭
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-৩	-৩	-২
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১
চাঁদপুর	-১	-২	-১
ফেনী	-৪	-৫	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৪	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৬	-৬	-৬
সুনামগঞ্জ	-৫	-৪	-৪
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+২
নাটোর	+৫	+৫	+৬
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩
বগুড়া	+৪	+৪	+৪
নওগাঁ	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৪	+৫	+৪
দিনাজপুর	+৫	+৬	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+৪	+৪
কুড়িগ্রাম	+২	+৩	+৩
লালমনিরহাট	+৩	+৪	+৪
নীলফামারী	+৫	+৬	+৬
পঞ্চগড়	+৬	+৮	+৭
ঠাকুরগাঁও	+৭	+৮	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৪	+৩	+৪
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩
সাতক্ষীরা	+৫	+৪	+৬
যশোর	+৫	+৪	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৩	+৪
নড়াইল	+৩	+২	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	০	-১	+১
পটুয়াখালী	+১	-১	+১
পিরোজপুর	+২	+১	+২
ঝালকাঠি	+১	০	+১
ভোলা	-১	-২	-১
বরগুনা	+২	০	+২

• তথ্য সূত্র: ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org)
• সময় সূচী: University of Islamic Sciences, Karachi

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৬ খ্রি.,
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবীউল আখের-জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরী

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **কুরআনের গভীরে**

সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের দর্শন ৪
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

» **প্রবন্ধ**

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম (পর্ব-৬) ৭
মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা'দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সালাফদের গোপন ইবাদত ও বর্তমান আলেমসমাজের অবস্থা ১০
-মো. মাযহারুল ইসলাম

প্রশ্ন থেকে প্রজ্ঞা: কুরআনের জীবনদর্শন ১৩
-ড. এস এম আব্দুর রউফ

হারামমুক্ত বিয়ে: বরকতময় সংসার গঠনের অপরিহার্য শর্ত.................... ১৬
-এম. এ. আলীম

যেনার দণ্ডবিধি (শাস্তি)(পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৮
মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

বই থেকে স্ক্রিন: একটি জাতির নীরব পতন ২১
-আব্দুল গাফফার মাদানী

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা এবং নৈতিকতার দুর্গ ২৪
অনুবাদ: ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

» **কুরআনের মর্মবাণী**

রবের বাণী (পর্ব-১০) ২৭
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **উসওয়াতুন হাসানাহ**

ভুল সংশোধন.. ২৮
-হাসান আল-বান্না মাদানী

» **ফাযায়েলে আমল**

তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠের ফযীলত ৩০
-মাহবুবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**

আমার ভালো বুঝেন যিনি.. ৩১
-মুগনিউর রহমান তাবরীজ

» **কবিতা ॥ ৩৩**
» **সংবাদ ॥ ৩৪**
» **জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ॥ ৩৬**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৩৭**
» **বর্ষসূচি ॥ ৫১**

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

মাদরাসার নৈতিক আস্থা রক্ষায় যা করা জরুরী

একটি সমাজে সাধারণ মানুষ যখন চারদিকে নৈতিকতার সংকট দেখে, তখন বুকভরা আশা নিয়ে তাকায় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসাগুলোর দিকে। মাদরাসাকে মানুষ মনে করে নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, আমানতদারিতা এবং আল্লাহভীতি অর্জনের পবিত্র আঙিনা। কিন্তু যখন সেই পরম আস্থার জায়গা থেকেই শিশু নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, বলাৎকার কিংবা গুরুতর নৈতিক স্খলনের খবর আসে, তখন মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই গভীর আঘাত লাগে। আস্থার সর্বশেষ জায়গাতেও যদি পচন ধরে, সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়?

দুঃখজনক হলেও সত্য, জুলাই পরবর্তী সময়ে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এবং আলেম-উলামার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যৌন ও চারিত্রিক অপরাধের বেশ কিছু গুরুতর অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এগুলোর সবকটিকে মিথ্যা বা ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। কিছু ঘটনায় মামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে এবং কোনো কোনো ঘটনায় তদন্তে গুরুতর তথ্যও উঠে এসেছে। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে, জুলাই অভ্যুত্থানে মাদরাসাগুলোর ব্যাপক ভূমিকার পর থেকে মাদরাসাগুলো বিদেশী শক্তির চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। যেহেতু এতদিন জঙ্গী কার্ড খেলে মসজিদ-মাদরাসার উপর থেকে মানুষের বিশ্বাস সরানো যায়নি; বরং মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসা আরও বেড়েছে, তাই এবার জঙ্গী কার্ড নয়; এবার এমন এক কার্ড খেলা হয়েছে, যা মাদরাসাগুলোর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ধ্বংস করে দিবে। যখন সবাই দাড়ি-টুপির মানুষগুলোকে চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ভাবতে শুরু করবে, তখন তাদের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা আছে, সেটি শেষ হয়ে যাবে। পাশাপাশি তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর থেকেও আস্থা উঠে যাবে। মাদরাসাগুলোতে অপরাধ হতো না, এমন নয়। যেহেতু মাদরাসায় ফেরেশতা থাকে না, মানুষই বসবাস করে, সেহেতু সেখানেও অপরাধ হতো। কিন্তু এখন যেভাবে মাদরাসা-কেন্দ্রিক অপরাধগুলোকে মিডিয়াতে এনে হাইলাইট করা হচ্ছে, এটা অবশ্যই পূর্বপরিকল্পিত কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আওড়িয়ে মাদরাসাগুলো নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং তাদেরকে বাস্তবতা মেনে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

যেহেতু শিক্ষকের আসন একটি পবিত্র আমানত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا 'নিশ্চয় আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে' *(ইবনে মাজাহ, হা/২২৯)*। অতএব, শিক্ষকের পোশাক পরে যে ব্যক্তি তার কাছে আমানত হিসেবে দেওয়া অসহায় শিশুর ওপর নিজের বিকৃত লালসা মিটায়, সে শুধু প্রচলিত আইনে অপরাধী নয়; সে শিক্ষকতার মর্যাদা, অভিভাবকের বিশ্বাস এবং দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের আমানতের সঙ্গেও ভয়াবহ খিয়ানত করে। তাই জরুরী ভিত্তিতে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত।

১. একটি জাতীয় মাদরাসা শিক্ষার্থী সুরক্ষা নীতিমালা (Madrasah Child Safeguarding Policy) প্রণয়ন করা: ক্বওমী, আলিয়া, হিফযখানা, নূরানী ও আবাসিক মাদরাসা—সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ন্যূনতম শিক্ষার্থী নীতিমালা থাকা উচিত। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে লিখিতভাবে নির্ধারিত থাকবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণবিধি, শাসন ও আনুগত্যের সীমা, আবাসিক তদারকি, অভিযোগের পদ্ধতি, অভিযোগ পাওয়ার পর করণীয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কখন জানাতে হবে ইত্যাদি।

২. কঠোর নজরদারি ও নিরাপদ CCTV ব্যবস্থা: প্রবেশপথ, করিডর, ক্লাসরুম, অফিস, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাক্ষাতের উপযুক্ত common area এবং আবাসিক রুমগুলোকে CCTV-এর আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ফুটেজ কতদিন সংরক্ষিত থাকবে, কারা দেখতে পারবেন এবং কোনো অভিযোগ এলে footage যেন নষ্ট বা মুছে ফেলা না যায়, তারও নীতিমালা থাকতে হবে।

৩. শিক্ষক নিয়োগে শুধু সনদ নয়; চরিত্র ও পূর্ব ইতিহাস যাচাই: কেবল কিরাআত সুন্দর, হিফয ভালো বা প্রাতিষ্ঠানিক সনদ আছে, এগুলো শিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। নিয়োগের আগে জরুরীভিত্তিতে পরিচয় যাচাই, পূর্বের কর্মস্থলের reference, চাকরি ছাড়ার কারণ, গুরুতর অভিযোগের ইতিহাস এবং শিশুদের সঙ্গে কাজ করার উপযুক্ততা যাচাই করতে হবে। শীর্ষস্থানীয় মাদরাসা বোর্ডগুলো চাইলে একটি কেন্দ্রীয় Teacher Verification Database তৈরি করতে পারে। আইনগত কাঠামোর মধ্যে গুরুতর অসদাচরণের প্রমাণিত রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে এক প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তি পরিচয় গোপন করে অন্য প্রতিষ্ঠানে সহজে ঢুকতে পারবে না।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে: অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অসাধারণ জ্ঞানী বা হাফেয হলেও শিশুদের মন-মনাসিকতা নিয়ে আধুনিক child psychology, safeguarding, classroom management এবং child protection সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পাননি। ফলে কোথাও কোথাও ধমক, অপমান বা শারীরিক শাস্তিকেই শিক্ষাদানের স্বাভাবিক পদ্ধতি মনে করা হয়। অথচ একটি ছোট শিশুরও আত্মমর্যাদা আছে। প্রত্যেক শিক্ষককে নিয়োগের শুরুতে এবং নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৫. স্বাধীন অভিযোগ সেল ও Safeguarding Officer: শিশু যেন সেই ব্যক্তির কাছেই অভিযোগ করতে বাধ্য না হয়, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে। প্রতিষ্ঠানে একাধিক reporting channel থাকতে হবে। যেমন অভিযোগ বক্স, complaint box বা নিরাপদ ডিজিটাল অভিযোগ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা digital reporting system থাকতে হবে।

৬. অভিভাবকদের দায়িত্ব বাড়াতে হবে: বিশেষ করে আবাসিক প্রতিষ্ঠানে সন্তান দিয়ে মাসের পর মাস খোঁজ না নেওয়া উচিত নয়। সন্তান হঠাৎ চুপ হয়ে যাচ্ছে কি না, মাদরাসায় ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছে কি না, নির্দিষ্ট শিক্ষক বা ছাত্রের নাম শুনে আতঙ্কিত হচ্ছে কি না, ঘুম-খাবার বা আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে কি না, অভিভাবকদের এসব বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

৭. অভিযোগ মানেই দোষী নয় কিন্তু অভিযোগ মানে অবশ্যই তদন্ত: এখানে ভারসাম্য অত্যন্ত জরুরী। অভিযোগ উঠলেই কাউকে অপরাধী ঘোষণা করা যাবে না। আবার প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার নামে অভিযোগ চাপাও দেওয়া যাবে না। বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ এলে নিরপেক্ষ তদন্ত, শিশুর নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও মানসিক সহায়তা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। এতে শিশুও সুরক্ষিত হবে, আবার মিথ্যা অভিযোগে কোনো নির্দোষ শিক্ষকও যেন ধ্বংস না হন, সেটিও নিশ্চিত হবে।

৮. অপরাধ প্রমাণিত হলে শুধু বহিষ্কার নয়; আইনের মুখোমুখি করা।

উপরিউক্ত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করার পরও যদি কোনো অঘটন সংঘটিত হয়, তাহলে সেটিকে প্রতিষ্ঠানের সুনামের দোহাই দিয়ে কিংবা সামাজিক লজ্জার ভয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। অপরাধীকে বহিষ্কার করেই দায়িত্ব শেষ মনে করা যাবে না। কেননা অপরাধী বহিষ্কৃত হয়ে অন্য মাদরাসায় গিয়ে চাকরি গ্রহণ করবে অথবা নিজেই একটা মাদরাসা খুলে বসতে পারে। অপরাধীকে আড়াল করার এই সংস্কৃতি অপরাধের চেয়েও বড় অপরাধ। এটি অন্য অপরাধীদের আরও সাহসী করে তোলে। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই ধরনের অপরাধের সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, সেহেতু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও উলামায়ে কেরামের উচিত হবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতোই কঠোর হওয়া। যেখানে মহান আল্লাহ লূত আলাইহিস সালাম ও তাঁর ক্বওমকে এই অপরাধে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তাদের শহরকে উল্টিয়ে দেওয়া ও আকাশ থেকে আগুনের পাথর বৃষ্টি নিক্ষেপ করার মতো ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা যাকে লূত আলাইহিস সালাম-এর জাতির মতো সমকামিতার অপরাধে লিপ্ত হতে দেখবে, তখন এই অপরাধে লিপ্ত উভয়কে হত্যা করো' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৪৬২; তিরমিযী, হা/১৪৫৬; ইবনে মাজাহ, হা/২৫৬১)।* অতএব, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আলেম-উলামার উচিত এই ধরনের অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করত বাংলাদেশের পেনাল কোড ৩৭৭ অনুযায়ী তার বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের পেনাল কোড ৩৭৭ ধারায় বলা আছে, Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. অর্থাৎ প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনসংগমের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

বাকি অংশ ৯নং পেজে

কুরআনের গভীরে

সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের দর্শন

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন চারপাশের পৃথিবী ঠিক আগের মতো থাকলেও ভেতরের পৃথিবীটি হঠাৎ সংকীর্ণ হয়ে যায়। পরিচিত পথগুলো বন্ধ মনে হয়, সামান্য দায়িত্বও অসহনীয় বোঝায় পরিণত হয়, ভবিষ্যৎকে মনে হয় কুয়াশায় ঢাকা। তখন মানুষ শুধু সমস্যার সমাধান চায় না; সে এমন একটি আশ্বাস চায়, যা তার ভেঙে পড়া অন্তরকে আবার দাঁড়াতে শেখাবে। এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি চায়, যা কষ্টকে অস্বীকার না করেও তাকে কষ্টের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। সূরা আল-ইনশিরাহ সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই এক অপূর্ব কুরআনিক রূপরেখা।

মাত্র আট আয়াতের এই সূরাটি আকারে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থে অত্যন্ত বিস্তৃত। এখানে আছে হৃদয়ের প্রশস্ততা, ভারমুক্তি, মর্যাদার প্রকৃত উৎস, কষ্ট ও স্বস্তির গভীর সম্পর্ক, এক কাজের পর আরেক কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা এবং সবশেষে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ করার শিক্ষা। সূরাটি কেবল বিপন্ন মানুষকে সান্ত্বনা দেয় না; বরং তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলে। এটি শুধু কষ্ট শেষ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ দেয় না; বরং শেখায়, কষ্টের মধ্যেই কীভাবে প্রশস্ত হৃদয়, দৃঢ় চরিত্র ও আল্লাহমুখী জীবন নির্মাণ করতে হয়।

এই কারণেই সূরা আল-ইনশিরাহকে শুধু দুঃখের সময় পাঠ করার একটি সূরা হিসেবে দেখলে এর শিক্ষা আংশিকভাবে উপলব্ধি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন, যেখানে আল্লাহ প্রথমে অন্তরকে প্রস্তুত করেন, তারপর বোঝা হালকা করেন, এরপর কষ্টের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেন এবং অবশেষে মানুষকে কর্ম ও ইবাদতের পথে এগিয়ে দেন।

হৃদয়ের বিস্তার: পরিবর্তনের সূচনা ভেতর থেকে

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি?' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/১)*।

এটি প্রশ্নের আকারে উচ্চারিত হলেও মূলত আল্লাহর একটি অনুগ্রহের দৃঢ় স্মরণ। যেন বলা হচ্ছে, আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার উপযোগী করে আমি কি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করিনি? আপনাকে কি ঈমান, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সত্য বহনের শক্তি দেইনি?

আরবী 'শারহুছ ছদর' বা বক্ষ প্রশস্ত করার অর্থ শুধু সাময়িক মানসিক স্বস্তি নয়। এর মধ্যে সত্য গ্রহণের সক্ষমতা, কঠিন দায়িত্ব বহনের শক্তি, বিরোধিতার মুখে স্থিরতা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার প্রশান্তি অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক পৃথিবী প্রতিকূল হলেও অন্তর যখন আল্লাহর নূরে প্রশস্ত হয়, তখন মানুষ প্রতিকূলতায় বন্দি থাকে না।

জীবনের অনেক সমস্যা পরিস্থিতির আকারের কারণে অসহনীয় হয়ে ওঠে না; বরং আমাদের অন্তরের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলো অসহনীয় মনে হয়। একই সমস্যায় একজন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে; অন্যজন ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যায়। পার্থক্যটি সবসময় সমস্যার মধ্যে নয়, অনেক সময় পার্থক্যটি হৃদয়ের ধারণক্ষমতার মধ্যে। আমরা প্রায় সবসময় প্রার্থনা করি, সমস্যাটা যেন ছোট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পদ্ধতি প্রায়ই ভিন্ন, তিনি সমস্যা ছোট করার আগে মানুষকেই বড় করে দেন। দুশ্চিন্তা একই থাকে, দায়িত্বের ভার একই থাকে; কিন্তু যে বুক আগে সেই ভারে ভেঙে পড়ত, আল্লাহর অনুগ্রহে তা এখন সেই বোঝা বহনের সামর্থ্য অর্জন করে। পাহাড় সবসময় ছোট হয় না, কখনও আরোহীকে তার বুকই প্রশস্ত করতে হয়।

১.* ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

সংকীর্ণ হৃদয় সামান্য সমালোচনাকেও অপমান হিসেবে দেখে, ছোট ব্যর্থতাকে জীবনের চূড়ান্ত পরাজয় মনে করে এবং অন্যের সাফল্যকে নিজের জন্য হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে। সেখানে প্রশস্ত হৃদয় সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, ব্যর্থতার পর আবার শুরু করতে পারে এবং অন্যের কল্যাণে আনন্দিত হতে পারে। প্রশস্ত হৃদয় মানে ব্যথাহীন হৃদয় নয়; বরং ব্যথার মধ্যেও সত্য, ন্যায় ও সৌন্দর্য ধারণ করতে সক্ষম হৃদয়।

আমরা সাধারণত চাই, আগে পরিস্থিতি বদলাক, তারপর আমাদের মন ভালো হবে। সূরা আল-ইনশিরাহর সূচনা যেন এই ক্রমটিকে উল্টে দেয়। আল্লাহ প্রথমে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার কথা বলেননি, প্রথমে বলেছেন বক্ষ প্রশস্ত করার কথা। কারণ অন্তর প্রস্তুত না হলে সুযোগও মানুষকে স্থিরতা দিতে পারে না। কিন্তু অন্তর প্রশস্ত হলে সীমিত সুযোগের মধ্যেও মানুষ কল্যাণের পথ আবিষ্কার করতে পারে।

নেতৃত্বের জন্যও এই প্রশস্ততা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি মানুষের ভুল সহ্য করতে পারে না, ভিন্নমত শুনতে পারে না, সামান্য বিরোধিতায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে—সে পদে অধিষ্ঠিত হলেও প্রকৃত নেতা হতে পারে না। নেতৃত্ব শুধু সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা নয়; মানুষের দুর্বলতা ধারণ করা, ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া এবং ব্যক্তিগত কষ্টের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর কল্যাণ দেখতে পারার নামও নেতৃত্ব।

একইভাবে পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, সামাজিক কাজ ও দ্বীনী দাওয়াত—সব ক্ষেত্রেই প্রশস্ত হৃদয় প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে তথ্য দেয়, কিন্তু প্রশস্ত হৃদয় সেই জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় পরিণত করে। ঈমান মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়, আর প্রশস্ত হৃদয় তাকে সত্যের পথে ধৈর্যশীল রাখে।

অতএব, জীবনের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম প্রশ্নটি সব সময় 'আমার পরিস্থিতি কখন বদলাবে?' হওয়া উচিত নয়। কখনো প্রশ্নটি হওয়া দরকার, 'এই পরিস্থিতি বহন করার জন্য আমার অন্তর কীভাবে আরও প্রশস্ত হতে পারে?' আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক, কুরআনের সাহচর্য, অর্থপূর্ণ দু'আ, সৎ মানুষের সান্নিধ্য, আত্মসমালোচনা এবং ক্ষমাশীলতা—এসবই হৃদয়ের পরিসর বাড়ায়।

বোঝার ভারে পিঠ যদি ভেঙে পড়ে

পরবর্তী দুই আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর আমি আপনার থেকে নামিয়ে দিয়েছি আপনার বোঝা, যা আপনার পিঠকে ভারাক্রান্ত করেছিল' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/২-৩)*।

মানুষের সব বোঝা চোখে দেখা যায় না। কেউ ভারী কোনো বস্তু বহন করলে আমরা তার কষ্ট বুঝতে পারি; কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধবোধ, ব্যর্থতার স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভয়, সামাজিক প্রত্যাশা কিংবা দায়িত্বের চাপ বহন করছে, তার ভার অনেক সময় অদৃশ্য থেকে যায়।

কেউ হয়তো বাইরে থেকে সফল, কিন্তু ভেতরে ক্রমাগত নিজেকে ব্যর্থ মনে করছে। কেউ সবার সামনে হাসছে, অথচ অতীতের একটি ঘটনা প্রতিদিন তাকে ভেতর থেকে ক্ষতবিক্ষত করছে। কেউ পরিবারের প্রত্যাশা, কর্মক্ষেত্রের চাপ এবং নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন—সব একসঙ্গে বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আবার কেউ নিজের ভুলের জন্য এমনভাবে অনুতপ্ত যে, আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে যাওয়ার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ এসব অদৃশ্য ভারকে অস্বীকার করে না; বরং বোঝা যে পিঠকে ভারাক্রান্ত করতে পারে, কুরআন সেই বাস্তবতাকেই ভাষা দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হলো বোঝা অনুভব করা ঈমানহীনতার প্রমাণ নয়। ক্লান্ত হওয়া, দুশ্চিন্তা অনুভব করা বা কোনো দায়িত্বের চাপে ভারাক্রান্ত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার অংশ। নবী-রাসূলগণের জীবনেও দায়িত্ব, তীব্র বিরোধিতা ও মানুষের হেদায়াতের চিন্তার এক গভীর ভার ছিল।

তবে সূরাটি মানুষকে বোঝার পরিচয়েই আটকে রাখে না। আল্লাহ বলেন, তিনি বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারমুক্তির চূড়ান্ত উৎস আল্লাহ। তিনি কখনও পরিস্থিতি সহজ করে দেন, কখনও অন্তরে নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করেন, কখনও তওবার দরজা খুলে দেন, আবার কখনও বোঝাটি বহনের এমন শক্তি দেন যে, আগের অসম্ভব কাজটিই সম্ভব হয়ে ওঠে।

আমাদের বড় একটি ভুল হলো সব বোঝা একা বহন করার চেষ্টা করা। আমরা মনে করি, সাহায্য চাইলে দুর্বল প্রমাণিত হব। আমরা ভাবি, কাঁদলে, দু'আ করলে, বিশ্বস্ত কারও কাছে নিজের কষ্ট খুলে বললে কিংবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ নিলে আমাদের মর্যাদা কমে যাবে। অথচ প্রকৃত শক্তি নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার মধ্যেও প্রকাশ পায়।

আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করার অর্থ মানবিক উপায় পরিত্যাগ করা নয়। বরং বৈধ উপায় গ্রহণ করেও অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আরোগ্য, মুক্তি ও প্রশান্তি শেষ পর্যন্ত কেবলই আল্লাহর দান। শারীরিক অসুস্থতায় চিকিৎসা গ্রহণ

যেমন তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়, তেমনি গভীর মানসিক সংকটে বিশ্বস্ত আলেম, অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা বা যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য-পেশাজীবীর সাহায্য নেওয়াও ঈমানের দুর্বলতা নয়।

অতীতের অপরাধবোধও মানুষের একটি বড় বোঝা। অনুশোচনা মানুষকে তওবার দিকে নিয়ে গেলে তা কল্যাণকর; কিন্তু তা যদি মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়, তাহলে সেটি সংশোধনের শক্তি কেড়ে নেয়। ইসলামের শিক্ষা হলো ভুল স্বীকার করো, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তারপর সংশোধিত জীবন নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। তওবা অতীতকে অস্বীকার করে না, বরং অতীতের বন্দিত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করে।

তাই সূরা আল-ইনশিরাহ শেখায়, বোঝার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, কিন্তু বোঝাকেই নিজের পরিচয় বানানো যাবে না। মানুষ তার ক্ষত নয়, তার ব্যর্থতা নয়, তার অপরাধবোধও নয়। আল্লাহ চাইলে যে বোঝা আজ পিঠ ভেঙে দিচ্ছে, সেটিই আগামী দিনে প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা ও নতুন জীবনের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

মর্যাদার নতুন সংজ্ঞা: মানুষের স্বীকৃতি নয়, আল্লাহর স্মরণ

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি আপনার জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৪)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ছিল বিরোধিতা, অপবাদ ও প্রত্যাখ্যানের পরীক্ষায় ভরপুর। মক্কার প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াতকে প্রতিহত করেছে, তাঁর অনুসারীদের নির্যাতন করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়েছে। কিন্তু মানুষের বিরোধিতা তাঁর মর্যাদাকে কমাতে পারেনি। আল্লাহ তাঁর স্মরণকে এমনভাবে সমুন্নত করেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র আযান, ইকামত, শাহাদত, ছালাত ও দরূদে আল্লাহর নামের সঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

এই আয়াত হলো আধুনিক মানুষের জন্য মর্যাদার সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনার আহ্বান।

বর্তমান যুগে মানুষের মূল্য যেন ক্রমে দৃশ্যমান সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে—কতজন অনুসরণ করে, কত মানুষ প্রশংসা করে, কতবার লেখা বা ছবি দেখা হয়েছে, সমাজে কতটা পরিচিতি আছে। মানুষ শুধু ভালো হতে চায় না, ভালো হিসেবে নিজেকে দেখাতেও চায়। কাজের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা তার প্রচার কখনও কখনও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নয়। মানুষ চায় তার শ্রম মূল্যায়িত হোক, তার ভালোবাসার প্রতিদান আসুক এবং তার অবদান স্বীকৃত হোক। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যখন আত্মমূল্যের একমাত্র ভিত্তিতে পরিণত হয়, তখন মানুষ অন্যের প্রতিক্রিয়ায় বন্দি হয়ে পড়ে। প্রশংসা তাকে অতিরিক্ত উঁচুতে তোলে, আর সমালোচনা তাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়। অন্যের সাফল্য তার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি করে, আর নিজের অদৃশ্য কাজ তার কাছে মূল্যহীন মনে হয়।

সূরা আল-ইনশিরাহ জানায়, প্রকৃত মর্যাদার উৎস আল্লাহ। মানুষ কাউকে অগ্রাহ্য করলেও আল্লাহ তার সম্মান জানেন। পৃথিবীর কোনো সংবাদপত্রে যার নাম প্রকাশিত হয় না, আল্লাহর কাছে তার গোপন সৎকর্ম অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। আবার মানুষের প্রশংসায় যে ব্যক্তি আলোচিত, আল্লাহর কাছে তার কাজ মূল্যহীনও হতে পারে; যদি তা অহংকার, প্রতারণা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।

এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিক সুনাম অপ্রয়োজনীয় অথবা ভালো কাজ প্রচার করা সব সময় ভুল। বরং প্রশ্ন হলো, আমাদের হৃদয়ের নির্ভরতার কেন্দ্র কোথায়? আমরা কি মানুষের প্রশংসাকে কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলছি, নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে মানুষের স্বীকৃতিকে একটি পার্শ্বফল হিসেবে দেখছি?

আল্লাহ যাকে সমুন্নত করেন, মানুষের বিরোধিতা তার প্রকৃত মূল্য কমাতে পারে না। এই শিক্ষা অন্যায় অপবাদ ও অবমূল্যায়নের মুখে মানুষকে স্থিরতা দেয়। প্রত্যেক অপবাদের উত্তর দেওয়া জরুরী নয়, প্রত্যেক সমালোচককে সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয়। চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা ও ধারাবাহিক কল্যাণকর কাজ অনেক সময় তাৎক্ষণিক আত্মপক্ষ সমর্থনের চেয়ে শক্তিশালী উত্তর হয়ে ওঠে।

সুতরাং মর্যাদা খোঁজার আগে মানুষের উচিত মর্যাদার যোগ্যতা অর্জন করা সততা, আমানতদারিতা, জ্ঞান, সেবা ও ইখলাছের মাধ্যমে। নাম উঁচু হবে কি-না, সেটি আল্লাহর সিদ্ধান্ত; কিন্তু কাজকে বিশুদ্ধ রাখা মানুষের দায়িত্ব।

(ইনশা-আল্লাহ! আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা‘আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৬)

উল্লিখিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এবং শরী‘আতের সামগ্রিক অনুসন্ধানের নির্দেশনা অনুযায়ী, শরী‘আতের অকাট্য ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত ও সুবিন্যস্ত আক্বীদাগত মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে একজন মুসলিমের জন্য যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, তা নিচে তুলে ধরা হলো। শাখা-প্রশাখাগত বিষয়গুলোকে মৌলিক ও সামগ্রিক নীতিমালার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার যে সর্বব্যাপী নিয়ম রয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় এখানে প্রাসঙ্গিক শারঈ সীমারেখা, আক্বীদাগত বিধিবিধান এবং এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার পর্যায়গুলো উল্লেখপূর্বক উক্ত সামগ্রিক বিষয়াবলির বিবরণ পেশ করা হলো:

প্রথমত: সুন্নাহ ও জামা‘আতের সাথে থাকা (লুযূমুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত)

কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং পাপে লিপ্ত না হয়ে শ্রবণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে মুসলিমদের জামা‘আত ও তাঁদের ইমামের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকাই হচ্ছে মূলকথা। আর এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি কোনো নাম, প্রতীক, রূপরেখা কিংবা চিন্তাচেতনার মাধ্যমে নবুঅতের মানহাজের বিরোধিতা না করে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ ‘যে ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান কামনা করে, সে যেন জামা‘আতের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকে’।[৩]

অতএব, একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো— সে যেন মুসলিমদের জামা‘আতের সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকে এবং কিতাব ও সুন্নাহর মানহাজের ওপর তাঁদের সাথে পথ চলে, এর দিকেই আহ্বান জানায় এবং এই পথে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। আর মুসলিম জামা‘আতের তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত ঈমান ও ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য হলো তাঁদের এই বন্ধন বা ঐক্যকে এই ভিত্তির ওপর সুসংহত রাখা, যা মূলত উলামাদের বন্ধন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম’ (*আলে ইমরান, ৩/১০৪*)।

এখানে উম্মাহ বলতে আলেম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সাধারণ জনগণকে সংশোধন করেন। আর তাঁরাই হলেন উম্মাতের মধ্যে ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’ (শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)। তাঁরা সে সমস্ত মানুষ, যাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের অন্তর আশ্বস্ত হয়, যাঁরা অহীর অবতীর্ণ বাণীর মর্মার্থ গভীরভাবে অনুধাবনে সক্ষম এবং দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান।

এই শারঈ বন্ধনই হবে বিভিন্ন দল-উপদল, ফেরক্বা ও জামা‘আতের আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায়— যেসব ফেরক্বা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সরল রেখার দুই পাশে গড়ে ওঠে; মূল সরল পথের ওপর নয়। এটি একদিকে ঘটে উম্মাহর আলেমগণের অসতর্কতার সুযোগে; অন্যদিকে ঘটে আক্বীদা, আচরণ ও চিন্তাগত বিকৃতির মাধ্যমে উম্মাহর যুবসমাজের অন্তরে যারা ফাটল ধরাতে চায়, তাদের প্রচেষ্টায়। আর এসবই ঘটে আহলুস সুন্নাহর চোখের সামনেই।

নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ‘প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাই এই ইলম বা দ্বীনি জ্ঞান বহন করবেন। তাঁরা এর থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের মিথ্যা আরোপ এবং জ্ঞানহীনদের অপব্যাখ্যা দূর করবেন’।[৪]

২.* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৩. ইমাম তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

৪. এটি ইমাম বায়হাক্বী এবং অন্যরা হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আব্দিল বার একে ছহীহ বলেছেন; ইমাম আলবানী একে হাসান বলেছেন এবং ইমাম উকাইলী এর মুসনাদ অংশকে মুরসাল বর্ণনাগুলোর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ছহীহ গ্রন্থের ‘কিতাবুল ই‘তিছাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ’ (কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়)-এ পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে:

পরিচ্ছেদ: নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণী: ‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর বিজয়ী থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে’। আর তাঁরা হলেন ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন, “তাঁর উক্তি: ‘আর তাঁরা হলেন ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ’—এটি গ্রন্থকারের [ইমাম বুখারীর] নিজস্ব বক্তব্য। তিরমিযী এই হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল—অর্থাৎ ইমাম বুখারী—কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘তাঁরা হলেন আছহাবুল হাদীছ বা হাদীছের অনুসারী দল’।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘খলকু আফ‘আলিল ইবাদ’ গ্রন্থে আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর হাদীছের পরপরই আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অধীনে উল্লেখ করেছেন: ‘আর এভাবেই আমরা তোমাদের একটি মধ্যপন্থি জাতি হিসেবে তৈরি করেছি’[৫]; তাঁরা হলেন ওই দল, যাঁদের কথা এই হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে: ‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে’।[৬]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কল্যাণ ও ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণ ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এই ভয়ে যে, তা যেন আমাকে পেয়ে না বসে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এক জাহেলিয়াত ও মন্দের মাঝে ছিলাম, তারপর আল্লাহ আমাদের এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন; তো এই কল্যাণের পরেও কি কোনো অকল্যাণ বা মন্দ আছে?

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’।

আমি বললাম, সেই মন্দের পর কি আবার কোনো কল্যাণ আছে?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ, তবে তাতে কিছু ধোঁয়াশা বা কলুষতা থাকবে’।

আমি বললাম, তার ধোঁয়াশা বা কলুষতা কী?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এমন সম্প্রদায় আসবে, যারা আমার হেদায়াত বা আদর্শ ছাড়া অন্য পথে মানুষকে পরিচালিত করবে; তাদের কিছু কাজ তোমার কাছে পরিচিত (ভালো) মনে হবে এবং কিছু কাজ অপরিচিত (মন্দ) মনে হবে’।

আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার কোনো অকল্যাণ বা মন্দ আসবে?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী কিছু দাঈ বা আহ্বানকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে; যে ব্যক্তি তাদের সেই আহ্বানে সাড়া দেবে, তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে’।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ের লোক (আমাদের চামড়ারই মানুষ) এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে’।

আমি বললাম, যদি আমি সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, তবে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি মুসলিমদের জামা‘আত এবং তাঁদের ইমাম (শাসক)-এর সাথে অবিচ্ছেদ্য থাকবে’।

আমি বললাম, যদি তাঁদের কোনো জামা‘আত এবং কোনো ইমাম (শাসক) না থাকে?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তবে তুমি সেই সমস্ত উপদলকে বর্জন করবে, যদিও তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় এবং সেই অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে যায়’।[৭]

ইমাম মুসলিমের একটি শব্দবিন্যাসে আবূ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মন্দের মাঝে ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ কল্যাণ নিয়ে এলেন, এখন আমরা এর মাঝে আছি; তো এই কল্যাণের পেছনেও কি কোনো অকল্যাণ আছে?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘মন্দ’।

আমি বললাম, তা কীভাবে?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমার পরে এমন কিছু নেতার আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে না এবং আমার সুন্নাত বা আদর্শ অনুসরণ করবে না। আর অচিরেই তাদের মাঝে এমন কিছু পুরুষের উত্থান ঘটবে, যাদের দেহ মানুষের হলেও অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের মতো’।

তিনি (হুযায়ফা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই পরিস্থিতি পাই, তবে আমি কী করব?

তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি আমীরের (শাসকের) কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে; যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়, তবুও তুমি শুনবে ও আনুগত্য করবে’।

৫. আল-বাক্বারাহ, ২/১৪৩।
৬. ফাতহুল বারী, ১৩/২৯৩।
৭. বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত: দাওয়াতের মানহাজ (পদ্ধতি)

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (দাঈ)-এর মানহাজ হলো—কেবল নবুঅতের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানহাজ; অন্য কিছু নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত হলো একটি স্বভাবজাত, সহজ, সাবলীল এবং কিতাব ও সুন্নায় উল্লিখিত সুস্পষ্ট রূপরেখাসম্পন্ন দাওয়াত। এটি সর্বকালে ও সর্বস্থানে এর নিজস্ব মানহাজ তথা নবুঅতের মানহাজের বাইরে রূপগত বা বস্তুগত অন্য কোনো বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয় না।

এই মানহাজের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং এর দাবিগুলোকে মানুষের অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল করার জন্য কাজ করা ইসলামের প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তির দায়িত্ব। কারণ এটি সংকীর্ণ দলীয়করণের ঊর্ধ্বে; কেননা এটি নবুঅতের মানহাজের ওপর পরিচালিত এমন একটি কাজ, যা এর সার্বিক ও সর্বব্যাপী অর্থকে ধারণ করে। আর এটি শরী‘আতের মূলনীতির আলোকেই প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব; এর জন্য কোনো প্রকার দলীয় সম্পৃক্ততার দরজা খোলার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই ওয়াজিব দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মূলত দ্বীনের এমন এক অকাট্য বিষয়, যা অপরিহার্যভাবে সর্বজনবিদিত।

নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি বলেছেন, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ‘ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল এবং অচিরেই তা আবার তার শুরুর মতোই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সুতরাং সেই অপরিচিতদের (গুরাবা) জন্য সুসংবাদ!’[৮]

আর এই অপরিচিত অবস্থা দূর করার কোনো উপায় নেই, কেবল সেই পদ্ধতির মাধ্যম ছাড়া, যার দ্বারা প্রথম যুগের অপরিচিত অবস্থা দূর করা হয়েছিল।

একারণেই ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا ‘উম্মাহর প্রথম অংশ যে জিনিসের মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল, তা ব্যতীত এই উম্মাহর শেষ অংশ কখনোই সংশোধিত হবে না’; অর্থাৎ নবুঅতের মানহাজ অনুসরণ করার মাধ্যমে। আর এই পথ ধরেই উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষরা অগ্রসর হয়েছিলেন।

ফলে যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তারাই হলেন মুসলিম জামা‘আত—যারা প্রবৃত্তি ও সংশয়ের ব্যাধি থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ আক্বীদার ধারক ও বাহক। এর অন্তর্ভুক্ত তারা নয়, যারা তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং কোনো নাম, প্রতীক বা অন্য যেকোনো পন্থায় এমন কোনো রূপ বা মানহাজের মাধ্যমে তাঁদের জামা‘আত ত্যাগ করেছে, যা সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে ‘নবুঅতের মানহাজ’-এর পরিপন্থি। কেননা কোনো নাম বা প্রতীকের মাধ্যমে দাওয়াতের পথে যেকোনো প্রকার বিচ্যুতি বা ত্রুটি সৃষ্টি করা হলে, তা ইসলাম ও মানুষের অন্তরের মাঝে একটি বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কারণ এটি একটি অসম্পূর্ণ পথ, আর অসম্পূর্ণ জিনিসের কাছে কখনো পূর্ণতা আশা করা যায় না।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৮. মুসলিমের বর্ণনা। এই হাদীছটি ইমাম বুখারীকে বাদ দিয়ে এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এটির বিভিন্ন সূত্র, উৎস অনুসন্ধান (তাখরীজ) এবং এর অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যার জন্য শায়খ সালীম আল-হিলালীর রচিত ‘তুবা লিল গুরাবা’ নামক পুস্তিকাটি দেখুন।

সম্পাদকীয় এর বাকি অংশ

বাংলাদেশে এই আইনের তেমন একটা প্রয়োগ নেই। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি তাদের শিক্ষকদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে এই আইনের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা করে তাহলে একসাথে দুটি কাজ হবে। প্রথমত, মাদরাসায় এই ধরনের অপরাধপ্রবণতা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, বিদেশী এনজিওগুলো বাংলাদেশে সমকামিতাকে আইনত বৈধতা দিতে চায় এবং তারা আইনের এই ধারা বাতিল চায়। তাদের এই দাবির বিরুদ্ধে আলেম-উলামার যে অবস্থা সেটিও আরও শক্ত ও পাকাপোক্ত হবে। তবে শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনায় সবসময় শুধু ৩৭৭ ধারাই নয়; ঘটনার ধরন অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, শিশু আইন, ২০১৩ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফৌজদারি বিধানও প্রযোজ্য হতে পারে। কোন ধারায় মামলা হবে, তা ঘটনার প্রকৃতি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আদালতের বিষয়।

মসজিদ-মাদরাসা বাংলাদেশের শত শত বছরের ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সামাজিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার মানুষ নিজের ঘরের ভালো খাবারটি সম্মানের সঙ্গে মসজিদের ইমামের কাছে পৌঁছে দেয়; সন্তানকে অন্তত কুরআন শেখানোর আকাঙ্ক্ষা রাখে; নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে মসজিদ-মাদরাসায় অকাতরে দান করে। এই আস্থা এক দিনে তৈরি হয়নি; প্রজন্মের পর প্রজন্মের আলেম, শিক্ষক ও দ্বীনদার মানুষের ত্যাগের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। তাই এই আস্থা রক্ষার দায়িত্বও আমাদেরই। অপরাধ অস্বীকার করে নয়; অপরাধের বিরুদ্ধে অন্য সবার চেয়ে কঠোর হয়ে, সমালোচককে শত্রু বানিয়ে নয়; নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে আরও স্বচ্ছ করে আর শুধু অতীতের গৌরবের কথা বলে নয়; বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের জন্য বাস্তবে সবচেয়ে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে এই আস্থা রক্ষা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বাংলাদেশের মসজিদ-মাদরাসাগুলোকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন। আলেম-উলামা ও দ্বীনি শিক্ষকদের আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করার তাওফীক্ব দিন। আমাদের ভুলত্রুটি সংশোধনের সাহস দিন, নির্যাতিত শিশুদের হেফাযত করুন, অপরাধীদের ন্যায়বিচারের মুখোমুখি করুন এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে সকল অন্যায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিন- আমীন! (প্র. স.)

সালাফদের গোপন ইবাদত ও বর্তমান আলেমসমাজের অবস্থা

-মো. মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা:

ইসলামের ইতিহাসে সালাফে ছালেহীন ছিলেন এমন অনন্য প্রজন্ম, যাদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গোপন ইবাদত ও একনিষ্ঠতা। তারা দুনিয়ার প্রদর্শনী ও লোকদৃষ্টির আড়ালে এমন সব আমল করতেন, যা কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই খালেছভাবে সম্পাদিত হতো। এই গোপন ইবাদতের মাধ্যমেই তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হতো এবং তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হতেন।

অন্যদিকে, বর্তমান যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তন ও দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবে ইবাদতের প্রকাশ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে অনেক সময় একনিষ্ঠতা ও খুলুছিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সালাফদের গোপন ইবাদত এবং বর্তমান সময়ের ইবাদতচর্চার বাস্তবতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

গোপন ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

সালাফগণ প্রকাশ্য ইবাদতের চেয়ে গোপন ইবাদতেই বেশি মশগূল থাকতেন। দুনিয়ার যাবতীয় মোহ, ভোগবিলাস, চাহিদা, প্রবঞ্চনা, লোভ-লালসা ইত্যাদি সবকিছু বর্জন করে একমাত্র রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশা জাগ্রত করতেন এবং জান্নাতের মেহমান হওয়ার আশায় গোপন ইবাদতকে সম্বল করার সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতেন।

মূলত, পূর্ববর্তী সালাফদের জীবনী পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণা জোগায়। গোপন ইবাদত আসলেই মুমিনের জীবনে এক মহা অস্ত্র, যার মাধ্যমে বান্দা সকল ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা লাভ করে। গোপন ইবাদত মানেই মহান রবের ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে হৃদয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করা। এই ইবাদতই হলো বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের এক মহাসেতুবন্ধন।

তাই পূর্ববর্তী বিদ্বানদের জীবনচরিত থেকে লক্ষ করা যায়, তারা পছন্দ করতেন এমন কিছু আমল, যা অন্য কেউ তো দূরের কথা, তাদের স্ত্রীরাও যেন না জানে।[১০] মুসলিম ইবনে ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর সাথে নিভৃতে প্রার্থনা করে যে তৃপ্তি অর্জিত হয় তা বিরল অর্জন।[১১] ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে ব্যক্তি লোকচক্ষুর সামনে যেভাবে ছালাত আদায় করে সেভাবে যদি লোকচক্ষুর আড়ালে আদায় না করে, তাহলে সে আল্লাহকে তুচ্ছজ্ঞান করল।[১২] অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসার ১০৮ নম্বর আয়াত পেশ করে দলীল পেশ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদিন তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীদের থেকে বেশি ছালাত আদায়কারী এবং অধিক জিহাদকারী, অথচ তারাই তোমাদের থেকে উত্তম। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, তা কীভাবে? তিনি উত্তরে বললেন, তারা অধিক দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতমুখী ছিলেন।[১৩] প্রখ্যাত বিদ্বান ইবনু রজব হাম্বালী রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত কিতাব 'জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম'-এ ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ -এর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যটি হলো, কল্যাণকর গোপন বিষয় দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যকে নিষ্কলুষ করো। যার বাস্তবতা প্রমাণিত হবে তোমার বাহ্যিক ও প্রকাশ্য ইবাদতের মাধ্যমে। একথা কখনও ভেবো না যে, প্রকাশ্য ইবাদত গোপন ইবাদত হতে উত্তম ও সুফলদায়ক। কেননা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতের তুলনা হচ্ছে গাছের পাতার সাথে গাছের মূলের মতো। প্রকাশ্য ইবাদত পাতার মতো আর গোপন ইবাদত মূলের মতো। যদি গাছের মূলে পচন ধরে; তাহলে গাছের ডালপালা, পত্র-পল্লব, কাণ্ড সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি মূল ঠিক থাকে, তাহলে গোটা গাছ ঠিক থাকবে। সুতরাং গাছের বাহ্যিক অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো

৯* শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক একাডেমি, দিনাজপুর।

১০. তাহযীবুল কামাল, ১৪/৪৬৪।
১১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৭২।
১২. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৫৩।
১৩. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৫৩।

www.al-itisam.com

থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মূল মাটির নিচে তথা গোপন ও অদৃশ্য থাকবে। গোপনাংশ দ্বারা আল্লাহ বান্দার বাহ্যিক অংশকে সত্যায়িত করবেন।[১৪]

সালাফদের গোপন ইবাদতের অনুপম দৃষ্টান্ত:

১. মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এমন পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে নিজেদের বালিশ ভিজিয়ে ফেলতেন; অথচ একই বালিশে শায়িতা স্ত্রীও স্বামীর এ অবস্থা টের পেতেন না। এমন অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা ছালাতের জন্য কাতারে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন দিতেন; অথচ তাঁর পাশের ব্যক্তিও তা অনুভব করতে পারত না।[১৫]

২. প্রখ্যাত বিদ্বান আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তা গোপন রাখতেন। যখন ফজরের সময় হতো, তখন তিনি এমন উঁচু আওয়াজ করতেন যেন মনে হতো তিনি এইমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন।[১৬]

৩. ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মদীনাবাসীরা জীবনোপকরণের বিভিন্ন সামগ্রী পেতেন; কিন্তু তারা বুঝতেই পারতেন না, কোথা থেকে এসব উপকরণ ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা ও আগমন ঘটত। অতঃপর যখন আলী ইবনুল হুসাইন ইন্তিকাল করলেন, তখন রাতের আঁধারে আসা সেই উপকরণও বন্ধ হয়ে গেল।[১৭]

৪. যায়েদা হতে বর্ণিত, মানছূর ইবনুল মু'তামির দীর্ঘ ৪০ বছর রাত জেগে ইবাদত এবং দিনের বেলা ছিয়াম রেখে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি অত্যধিক কান্নাকাটি করতেন। একারণে তার মা তাকে বলতেন, বাবা! তুমি কি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছ নাকি? (অধিক কান্নার কারণেই তার মা একথা জিজ্ঞেস করতেন)। তিনি উত্তরে বলতেন, মা, আমি আমার আত্মার অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত।

যখন সকাল হতো, তখন তিনি চোখে সুরমা লাগাতেন, মাথায় তেল দিতেন এবং ঠোঁট পরিপাটি করে মানুষের সামনে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন। এর কারণ ছিল, মানুষ যেন তার গোপন ইবাদত সম্পর্কে টের না পায়।[১৮]

৫. আবূ শাসা রাবিয়া ইবনে ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ৪০ বছর ধরে এমনভাবে মসজিদে অবস্থান করেছি যে, মুয়াজ্জিন ফজরের আযান দিয়েছেন আর আমি সেখানে উপস্থিত থেকেছি, শুধু সফর বা অসুস্থতা ব্যতীত এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।[১৯]

৬. বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুয়াজ্জিন ৩০ বছর ধরে আযান দিয়েছেন, আর আমি সে সময় মসজিদে উপস্থিত থেকেছি। ৫০ বছর যাবৎ আমার তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। আর আমি ছালাতে কখনো মুছল্লীদের ঘাড় দেখিনি অর্থাৎ সর্বদা প্রথম কাতারেই অবস্থান করেছি।[২০]

৭. হাসসান ইবনে আবী সিনান তার স্বামী সম্পর্কে বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সাথে বিছানায় ঘুমাতেন। অতঃপর যখন বুঝতেন যে, তার স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে, তখন তিনি তাকে ফাঁকি দিয়ে উঠতেন যেমন মা তার ছোট্ট শিশুকে ফাঁকি দেয়।[২১]

৮. ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন আমি আনন্দিত হই; কারণ রাতের অন্ধকারে আমি আমার রবের সান্নিধ্য লাভ করতে পারব। আর যখন সূর্য উদিত হয়, তখন আমি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।[২২]

বর্তমান আলেম সমাজ ও গোপন ইবাদত:

বর্তমান আলেম সমাজের অবস্থা বলুন কিংবা সাধারণ মানুষের ইবাদতের কথা বলুন, প্রায় সকলের মধ্যেই ইবাদতে শৈথিল্য, নিয়্যতের প্রকাশ্য দুর্বলতা এবং আমল-আখলাকের মারাত্মক দৈন্য বিদ্যমান। সকলের অন্তরে লৌকিকতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও নিফাকের মতো ব্যাধি জেঁকে বসেছে। ফলে আজকের সমাজ ও অধিকাংশ মুসলিম গোপন ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে।

গোপন ইবাদতকে ইবাদতের রূহ তথা আত্মা বলা হয়। যার ইবাদত যত বেশি গোপনীয় হবে, তার দ্বীনের সৌন্দর্য, আত্মিক

১৪. জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ. ৭৫।
১৫. তাহযীবুল কামাল, ২৮/৫৫৪।
১৬. তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৩১।
১৭. আল-মাহাজ্জাহ ফী সাইরিদ দুলজাহ, পৃ. ৫৬।
১৮. তাহযীবুল কামাল, ২৮/৫৫৪।
১৯. আহাদিছ ওয়া উযাত ফী ফাযলিত তাকবীরী ইলাছ ছালাত, পৃ. ৮।
২০. প্রাগুক্ত।
২১. ড. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম সুলায়মান আর-রূমী, ক্বিয়ামুল্লাইল, পৃ. ১০৩।
২২. প্রাগুক্ত।

উন্নতি ও দুনিয়াবিমুখতা তত বেশি অর্জিত হবে। কারণ গোপন ইবাদত প্রত্যেক বান্দার জন্য ঢালস্বরূপ। যখন কোনো বান্দা অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদে পতিত হয়, তখন সে এই ঢাল তথা হাতিয়ারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

যুগে যুগে আমাদের পূর্বসূরীরা এভাবেই নিজেদের জীবন সাজিয়েছেন। দুনিয়ার সব লোভ-লালসা, পদ-পদবি, তোষামোদ করে উপার্জন, মনোতুষ্টি অর্জন এবং শাসকের নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষাসহ সবকিছুর বন্ধন ছিন্ন করে তারা এক মহৎ জীবন গড়ে তুলেছিলেন। এজন্যই হাসান বাছরী বলেছেন, সে মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি এমন লোকদের সান্নিধ্যে থেকেছি, যারা দুনিয়াকে পায়ের তলার মাটির চেয়েও তুচ্ছ মনে করতেন।[২৩]

অথচ আমাদের দুনিয়ার প্রতি রয়েছে অগাধ লোভ ও লালসা। দুনিয়া অর্জনের জন্য কত ব্যস্ততা, দৌড়ঝাঁপ আর এদিক-ওদিক ছোটাছুটি! গোপন ইবাদতে মশগুল না হয়ে যতটুকু ইবাদত করা হয়, সেই ইবাদতের বরকতও নষ্ট করা হয় রিয়া তথা লৌকিকতার মাধ্যমে।

আগের যুগে মানুষকে ইবাদত দেখানোর বা শোনানোর সুযোগ ছিল স্থানগত সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তি-পরিসরে বার্তা ছড়ানোর মধ্যেই। কিন্তু আজকের এই প্রযুক্তির যুগে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ইবাদত প্রদর্শনের এক মহারোগ এমনভাবে আক্রমণ করেছে যে, তা সত্যিই ইবাদতের খুলুছিয়াতকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

আজকের যুগে ইবাদত প্রদর্শন বিভিন্ন মাধ্যমে হচ্ছে, যেমন- কেউ ছালাত আদায়ের ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করছে, কেউ ছিয়ামের প্রচার করছে, আবার কেউ হজ্জ আদায়ের পর কা'বার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থার ছবি বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার কুরবানীর চিত্রও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আশা করছে। এটাই বর্তমানের বাস্তবতা।

আবার যারা বিভিন্ন ওয়ায মাহফিল করেন, তাদের মধ্যেও অনেকেই সস্তা জনপ্রিয়তা, প্রসিদ্ধি লাভ এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও আবেগপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করেন, যা অনেক সময় নিয়্যতের অস্বচ্ছতার কারণে রিয়ার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

মিডিয়ার যুগে এসব এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে, যেন মানুষকে না দেখালে বা না শোনালে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায় না, সমাদর পাওয়া যায় না। ফলে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, দান-ছাদাক্বা ও দাওয়াতী কাজ সবকিছুই অনেক সময় লৌকিকতার মিশ্রণে ইবাদতের রূহ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) অন্তরে প্রবেশ করে ইবাদতের মাহাত্ম্য নষ্ট করে দেয়। হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ অর্থাৎ 'আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ওই কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি ওই অংশীদারকে ও অংশীদারীকে (শিরক) প্রত্যাখ্যান করি'।[২৪]

একটু লক্ষ করুন! মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল রহিমাহুল্লাহ বলেন, গত ৪০ বছর যাবৎ যত কদম আমি হেঁটেছি, তার সবই ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। গত ৪০ বছর যাবৎ আল্লাহর প্রতি লজ্জাবশত কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিনি। গত ৩০ বছর যাবৎ আমার দুই ফেরেশতাকে লেখার মতো কোনো পাপকর্ম আমি করিনি। আর যদি কখনো অল্প কিছু হয়েও থাকে, তবুও আমি তাদের দুজনকে লজ্জা পেয়েছি।[২৫]

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ কীভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করেছেন। তারা তাদের সকল কর্ম লৌকিকতা থেকে মুক্ত রেখে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদন করতেন। ফলশ্রুতিতে তারা ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করেছেন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। সেখানে দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ ছিল না, ছিল না মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ বা শোনানোর জন্য ঢাক-ঢোলের কোনো আয়োজন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে আমলে একনিষ্ঠতা দান করুন এবং দুনিয়াবিমুখ একটি মহৎ জীবন গড়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪২৭।

২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৬৬; মিশকাত, হা/৫৩১৫।
২৫. ছিফাতুস ছাফওয়াহ, ৪/১৬৫।

প্রশ্ন থেকে প্রজ্ঞা: কুরআনের জীবনদর্শন

-ড. এস এম আব্দুর রউফ*

ভূমিকা:

কুরআন মাজীদ মানুষকে শুধু ইবাদতের দিকনির্দেশনা দেয়নি, বরং এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ অর্থাৎ 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে'—এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এই আয়াতগুলোর তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, প্রশ্ন মানবিক; উত্তর রব্বানী। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি উত্তর শরীআতের মৌলিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয়ত, ইমাম ইবনু কাছীর ও ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুমাল্লাহ -এর মতো মহান মুফাসসিরগণ এসব আয়াত থেকে আক্বীদা, ফিক্বহ ও আখলাকের গভীর দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন। এ আয়াতগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ইসলাম সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

আসুন! ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ বাক্য সংবলিত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তাফসীর অধ্যয়ন করি।

১. চাঁদ ও সময় নির্ধারণ:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ 'তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। বলুন, এগুলো মানুষের সময় ও হজ্জের সময় নির্ধারক' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৯)*।

ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ أَيْ عَنْ حِكْمَتِهَا فِي تَغَيُّرِهَا অর্থাৎ 'তারা চাঁদের বৃদ্ধি-হ্রাসের হিকমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন'।[27] ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, جُعِلَتْ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ 'চাঁদকে ছিয়াম ও হজ্জের সময় নির্ধারণের মাধ্যম করা হয়েছে'।[28]

মর্মার্থ: চাঁদের হিসাব ইসলামী শরীআতের মৌলিক ভিত্তি। এর মাধ্যমে রামাযান, যাকাত, ইদ্দত, লেনদেন ইত্যাদির মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

২. ব্যয়ের খাত:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কী ব্যয় করবেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৫)*।

ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أُمِرُوا بِإِنْفَاقِ الْفَضْلِ مِنَ الْمَالِ অর্থাৎ 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'।[29] কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الْخَيْرُ هُوَ الْمَالُ الطَّيِّبُ অর্থাৎ 'খায়ের অর্থ পবিত্র ও হালাল সম্পদ'।[30]

মর্মার্থ: ব্যয়ের ক্রম হলো পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। সম্পদ অবশ্যই হালাল হতে হবে।

৩. হারাম মাসে যুদ্ধ:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ 'তারা আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৭)*।

ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَصَدُّ النَّاسِ أَعْظَمُ অর্থাৎ 'হারাম মাসে যুদ্ধ বড় অপরাধ, কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া আরও বড় অপরাধ'।[31] কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فِيهِ تَعْظِيمُ حُرْمَةِ الزَّمَانِ অর্থাৎ 'এতে সময়ের পবিত্রতার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে'।[32]

মর্মার্থ: যুলক্ব'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম, রজব এই চার মাসের সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে কুফর ও ফিতনা এর চেয়ে মারাত্মক।

৪. মদ ও জুয়া:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৯)*।

ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, تَمْهِيدٌ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ অর্থাৎ 'এটি মদ হারামের দিকে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞার সূচনা'।[33] কুরতুবী

২৬* সহকারী অধ্যাপক (আল-হাদীছ), শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

২৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/৫১৬।

২৮. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩৪৭।

২৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৮/৫৬৯।

৩০. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৯১।

৩১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৫৭৪।

৩২. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/৯৮।

৩৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৫৭।

রহিমাহুল্লাহ বলেন, فِيهِمَا مَفَاسِدُ دِينِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ অর্থাৎ 'এতে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী অনেক ক্ষতি রয়েছে'।[৩৪]

মর্মার্থ: মদ ও জুয়ার ক্ষতি অপরিসীম। কারণ এর পরে সূরা আল-মায়েদার ৯০ নম্বর আয়াতে মদ চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষিত হয়।

৫. প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কী ব্যয় করবেন। বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৯)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ অর্থাৎ 'নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ'।[৩৫] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, الْعَفْوُ هُوَ الزَّائِدُ عَنِ الْكِفَايَةِ অর্থাৎ 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে'।[৩৬]

মর্মার্থ: ইসলাম কৃপণতা ও অপচয়—উভয়কেই নিষিদ্ধ করেছে। বরং ইসলাম ব্যয়-ব্যবহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

৬. ইয়াতীমের হক্ব:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ 'তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২২০)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ وَرِعَايَتُهُمْ অর্থাৎ 'তাদের সম্পদ রক্ষা ও তাদের লালনপালন করা'।[৩৭] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وُجُوبُ رِعَايَةِ الْيَتِيمِ অর্থাৎ 'ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করা ওয়াজিব'।[৩৮]

মর্মার্থ: ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে, দায়িত্বশীল ব্যক্তি শরী'আত অনুমোদিত নিয়মে খেতে পারবে।

৭. ঋতুস্রাবের বিধান:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ 'তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَيْ شَيْءٌ يُؤْذِي فَاجْتَنِبُوا جِمَاعَهُنَّ অর্থাৎ 'এটি কষ্টদায়ক অবস্থা, তাই সহবাস থেকে বিরত থাকো'।[৩৯] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, فِيهِ بَيَانُ أَحْكَامِ الْعِشْرَةِ অর্থাৎ 'এতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে'।[৪০]

মর্মার্থ: ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস হারাম। তবে স্ত্রীর সাথে ওঠাবসা জায়েয।

৮. হালাল খাদ্য:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে' *(আল-মায়েদা, ৫/৪)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, الطَّيِّبَاتُ هِيَ الْحَلَالُ النَّقِيُّ অর্থাৎ 'পবিত্র ও হালাল জিনিস'।[৪১] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, كُلُّ مَا خَلَصَ مِنَ الْخَبَثِ অর্থাৎ 'যা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত'।[৪২]

মর্মার্থ: মূলনীতি হলো- পবিত্র বস্তু হালাল, অপবিত্র হারাম।

৯. গনীমতের মাল বণ্টন:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ 'তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-ফুরক্বান, ৮/১)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, تَدْبِيرُهَا لِلْإِمَامِ অর্থাৎ 'এর ব্যবস্থাপনা শাসকের দায়িত্ব'।[৪৩] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, نِظَامُ تَقْسِيمِ الْأَمْوَالِ অর্থাৎ 'সম্পদ বণ্টনের নিয়ম'।[৪৪]

মর্মার্থ: গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মাল ও রাষ্ট্রীয় খাতে যাবে। বাকি চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টিত হবে।

১০. ক্বিয়ামতের সময়:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ 'তারা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৮৭)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই আছে'।[৪৫] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

৩৪. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/১০৪।
৩৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৫৭৯।
৩৬. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/১০৬।
৩৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৫৮১।
৩৮. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/১০৯।
৩৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/৫৮৪।
৪০. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/১৭।
৪১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১।
৪২. তাফসীরে কুরতুবী, ৬/৩৯।
৪৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/২৮৪।
৪৪. তাফসীরে কুরতুবী, ৭/২।
৪৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/২৩৬।

إِخْفَاؤُهَا لِلِابْتِلَاءِ অর্থাৎ ‘এটি মানুষের পরীক্ষা হিসেবে গোপন রাখা হয়েছে’।[৪৬]

মর্মার্থ: ক্বিয়ামতের সময় গায়েব বিষয়ক জ্ঞান, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। বান্দার কাজ হলো প্রস্তুতি নেওয়া।

১১. রূহের স্বরূপ:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ‘তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৮৫)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, اسْتَأْثَرَ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ অর্থাৎ ‘এর জ্ঞান আল্লাহ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন’।[৪৭] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, مِنْ غَيْبِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ অর্থাৎ ‘এটি আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান, যা মানুষ জানতে পারে না’।[৪৮]

মর্মার্থ: রূহ আল্লাহর আদেশ। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক, রূহের হাক্বীকত জানতে পারবে না।

১২. যুলকারনাইন:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ ‘তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন’ *(আল-কাহফ, ১৮/৮৩)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, مَلِكٌ صَالِحٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُدْرَةَ অর্থাৎ ‘তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাবান শাসক’।[৪৯] কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, الْمُلْكُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الصَّلَاحِ অর্থাৎ ‘রাজত্ব বা ক্ষমতা কখনো কখনো সততার সাথেও থাকতে পারে’।[৫০]

মর্মার্থ: যুলকারনাইন ছিলেন একজন মুসলিম বাদশা। তিনি ইয়াজূজ-মাজূজের দেওয়াল নির্মাণ করেছিলেন।

১৩. পাহাড়ের পরিণতি:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ ‘তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন’ *(ত্ব-হা, ২০/১০৫)*।

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, كَالْهَبَاءِ الْمُنْبَثِّ অর্থাৎ ‘এটি ধূলিকণার মতো হয়ে যাবে’।[৫১] কুরতুবী বলেন, فَنَاءُ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ ‘ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে’।[৫২]

মর্মার্থ: ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা বুঝাতে পাহাড়ের ধ্বংসের দৃশ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. ক্বিয়ামতের সময়:

আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ ‘তারা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন’ *(আন-নাযিআত, ৭৯/৪২)*।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, إِخْفَاؤُهَا لِلتَّخْفِيزِ عَلَى الِاسْتِعْدَادِ অর্থাৎ ‘এটি প্রস্তুতির জন্য গোপন রাখা হয়েছে’।[৫৩]

মর্মার্থ: সময় না জানার হিকমত হলো মানুষ যেন সর্বদা তওবা ও আমলে লেগে থাকে।

উপসংহার:

﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ বাক্য সংবলিত আয়াতসমূহ কুরআনের এক অনন্য মু‘জিযা। ১৪০০ বছর আগের প্রশ্ন, অথচ তার উত্তরে নিহিত রয়েছে আজকের সমস্যারও সমাধান।

এই আয়াতগুলো থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, ইলমের প্রকৃত উৎস আল্লাহ। সকল জ্ঞানের মালিক তিনিই আর বান্দার জিজ্ঞাসার উত্তরও তিনিই প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, শরীআতের ব্যাপকতা। ইবাদত থেকে অর্থনীতি, যুদ্ধ থেকে পারিবারিক জীবন—মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। তৃতীয়ত, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। ক্বিয়ামত ও রূহের মতো বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সীমিত, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই মুমিনের কর্তব্য। চতুর্থত, আমলের আহ্বান। যা জানা হয়েছে, তার উপর আমল করা এবং যা অজানা, সে বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা—এ দুটিই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর তাআলার বাণী, ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ‘আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা’ *(আন-নাহল, ১৬/৮৯)*।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝে পড়া, তাফসীর অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪৬. তাফসীরে কুরতুবী, ৭/১৯৮।
৪৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/৪৯।
৪৮. তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২০৭।
৪৯. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/১০৭।
৫০. তাফসীরে কুরতুবী, ১০/৩১৩।
৫১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/১৭৯।
৫২. তাফসীরে কুরতুবী, ১/১২৭।
৫৩. তাফসীরে কুরতুবী, ১৯/১৯০।

হারামমুক্ত বিয়ে: বরকতময় সংসার গঠনের অপরিহার্য শর্ত

-এম. এ. আলীম*

বিয়ে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ এবং মানবজীবনের একটি পবিত্র বন্ধন। এর মাধ্যমে শুধু দুজন মানুষের নয়, বরং দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একটি নতুন পরিবার গড়ে ওঠে। ইসলাম বিয়েকে সহজ, শালীন ও বরকতময় করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকাল আমাদের সমাজে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, অনেক মুসলিম পরিবারের বিয়ে সুন্নাহর পথে নয়; বরং হারাম ও কুসংস্কারের পথ ধরেই শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়েকে আমরা লোকদেখানো, অপচয়, বেপর্দা, অশ্লীলতা এবং গুনাহর এক বিশাল আয়োজনে পরিণত করেছি। বর্তমান সময়ে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে এমন অনেক বিষয় যুক্ত হয়েছে, যা ইসলামী আদর্শ ও শালীনতার পরিপন্থি।

বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রচলিত হারাম ও অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড:

১. গান-বাজনা ও ডিজে/সাউন্ড সিস্টেম: বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় উচ্চৈঃস্বরে গান-বাজনার মাধ্যমে। ইসলামী পরিবেশের পরিবর্তে শয়তানী আমেজে পুরো অনুষ্ঠান ভরে যায়। অনেক সময় অশ্লীল গান, নাচানাচি ও হৈ-হুল্লোড়কেই আনন্দের অংশ মনে করা হয়।

২. গায়ে হলুদের নামে বেপর্দা ও বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা: গায়ে হলুদ এখন অনেক জায়গায় ইসলামী সংস্কৃতি নয়; বরং হিন্দুয়ানি বা অপসংস্কৃতির অনুকরণে পরিণত হয়েছে। বেগানা নারী-পুরুষ একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, ছবি তোলা, শরীরে রং মাখামাখি—এসবকে 'মজা' বলা হয়। অথচ এখান থেকেই ফিতনা, লজ্জাহীনতা ও যেনার সূচনা হয়।

৩. দেবর-ভাবি, ভাসুর-ভাবি, চাচাতো/ফুফাতো/মামাতো ভাইবোনের নামে সীমালঙ্ঘন: আমাদের সমাজে একটি ভয়ংকর ভুল ধারণা রয়েছে, 'আরে, ও তো আপন মানুষ'। কিন্তু শরীআতের দৃষ্টিতে অনেকেই বেগানা। দেবর-ভাবির অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা, স্পর্শ, রং মাখানো, ছবি তোলা—এসব ইসলাম কখনো বৈধ করেনি। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেবরকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ এ সম্পর্কের ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ।

৪. বেপর্দা ও অশালীন সাজসজ্জা: বিয়েতে মেয়েদের এমন সাজে উপস্থাপন করা হয় যেন পর্দা বলে কিছুই নেই। অনেক সময় আত্মীয়স্বজন, ভিডিওগ্রাফার ও ফটোগ্রাফারসহ সবার সামনে কনেকে বসিয়ে রাখা হয়। নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন যেন এখন অনুষ্ঠান সফলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. ফ্রি-মিক্সিং ও অশালীন ফটোসেশন: বিয়ের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে অবাধে চলাফেরা, হাসাহাসি, সেলফি, ভিডিও ও টিকটক করা এখন সাধারণ ব্যাপার। অনেক সময় এমন ছবি-ভিডিও ধারণ করা হয়, যা পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো শুধু গুনাহ নয়, বরং ভবিষ্যৎ ফিতনারও দরজা খুলে দেয়।

৬. নাচ-গান, অশ্লীলতা ও অভিনয়ধর্মী অনুষ্ঠান: অনেক বিয়েতে মেয়েদের নাচ, ছেলেদের নাচ, বর-কনেকে জোর করে নাচানো, নাটকীয় প্রবেশ, কেক কাটা এবং অশালীন উপস্থাপনাকে মডার্ন বলা হয়। অথচ এগুলো লজ্জাশীলতা, ইসলামী আদব এবং বৈবাহিক মর্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৭. অপচয় ও লোকদেখানো প্রতিযোগিতা: কে কত বড় স্টেজ করবে, কে কত দামি ডেকোরেশন করবে, কে কত পদের খাবার পরিবেশন করবে—এগুলো আসলে অহংকারের প্রতিযোগিতা! অনেক পরিবার ঋণ করে, জমি বিক্রি করে কিংবা ধার করে শুধু সমাজকে দেখানোর জন্য বিয়েতে এমন আয়োজন করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

৮. যৌতুক ও উপহারের নামে যুলম: অনেক জায়গায় সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা হয়। কখনো মোটরসাইকেল, কখনো টাকা, কখনো আসবাবপত্র, কখনো সোনাদানা চাওয়া হয়। বলা হয়, 'চাওয়া হয়নি, তবে আশা তো আছে'—এই ভাষাতেও যুলম চলে। এটি শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, বরং মারাত্মক অন্যায়।

৫৪* সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

৯. মোহরানা নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু আদায় করা হয় না: বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিষয়গুলোর একটি হলো মোহর। কিন্তু বাস্তবে কী হয়? মুখে এক লাখ, দুই লাখ বা পাঁচ লাখ টাকা মোহর ধার্য করা হয়; কিন্তু তা পরিশোধের কোনো বাস্তব ইচ্ছা থাকে না। এ যেন কাগজে-কলমে ধর্ম পালন আর বাস্তবে অবহেলা। অথচ মোহর স্ত্রীর হক্ব এবং তা আদায় করা স্বামীর দায়িত্ব।

১০. সুন্নাহ ছেড়ে কুসংস্কার ও সমাজের চাপ: 'শুভ দিন না হলে বিয়ে নয়', 'এই দিন ভালো, ওই দিন খারাপ', 'অমুক রীতি না মানলে বিয়ে হবে না'—এসব কুসংস্কার আমাদের সমাজে এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। কুরআন-সুন্নাহর চেয়ে সমাজের কথাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

১১. ইবাদতহীন বিয়ে: কত বিয়েতে ছালাতের পরিবেশ নেই, কুরআন তেলাওয়াত নেই, দু'আ নেই, সুন্নাহ অনুযায়ী খুৎবা নেই, আল্লাহর ভয় নেই; কিন্তু গান, ছবি ও হৈ-হুল্লোড় সবই আছে! তাহলে সেই বিয়েতে রহমত নাযিল হবে কীভাবে?

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

প্রশ্ন হলো, এত হারাম, বেপর্দা, গান-বাজনা, অশালীনতা, অপচয়, কুসংস্কার, যৌতুক, বেগানা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং মোহর আদায়ে গাফিলতির ভিড়ে আমাদের বিয়েগুলো কি সত্যিই হালাল পদ্ধতিতে হচ্ছে? নাকি আমরা হালাল বিয়ের নামে হারামকে সামাজিক সংস্কৃতিতে পরিণত করেছি?

সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তবতা হলো আজ আমাদের অনেক সংসারে বরকত নেই। বিয়ে হচ্ছে জাঁকজমকের সঙ্গে, কিন্তু সংসার টিকছে না। দুদিন যেতে না যেতেই অশান্তি, সন্দেহ, ঝগড়া, মান-অভিমান, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস দেখা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘটছে তালাক, বিচ্ছেদ ও পারিবারিক ভাঙন।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, যে সম্পর্কের শুরুতেই আল্লাহর নাফরমানী থাকে, সেখানে আল্লাহর রহমত ও বরকত টিকে থাকবে কীভাবে? যে বিয়ের শুরু হারাম দিয়ে, সে সংসারে শান্তি না থাকা কি অস্বাভাবিক?

আজ তালাকের সংখ্যা বাড়ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা কমছে, অল্পতেই সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে, পরিবারে রহমতের পরিবর্তে অশান্তি নেমে আসছে। এর পেছনে আমাদের বিয়ের হারাম সংস্কৃতি কি একটি বড় কারণ নয়?

আমাদের করণীয়:

বিয়ে সহজ করতে হবে। সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে করতে হবে। গান-বাজনা, নাচ, বেপর্দা ও ফ্রি-মিক্সিং বন্ধ করতে হবে। গায়ে হলুদের নামে অপসংস্কৃতি বর্জন করতে হবে। মোহরানা বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণ করে আদায় করতে হবে। যৌতুকের সব পথ বন্ধ করতে হবে। অপচয় কমাতে হবে। কুরআন তেলাওয়াত, দু'আ, খুৎবা এবং আল্লাহভীতির মাধ্যমে বিয়ের সূচনা করতে হবে। সমাজের ভয় নয়, বরং আল্লাহর ভয়কে বড় করে দেখতে হবে।

শেষ কথা:

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিয়ে ইবাদত, প্রদর্শনী নয়; বিয়ে সুন্নাহ, অপসংস্কৃতি নয় এবং বিয়ে বরকতের পথ, গুনাহের মঞ্চ নয়। আসুন, আমরা আমাদের বিয়ে, পরিবার ও সমাজকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তুলি। হারামমুক্ত বিয়ে হোক, বরকতময় সংসার হোক, তালাকমুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!

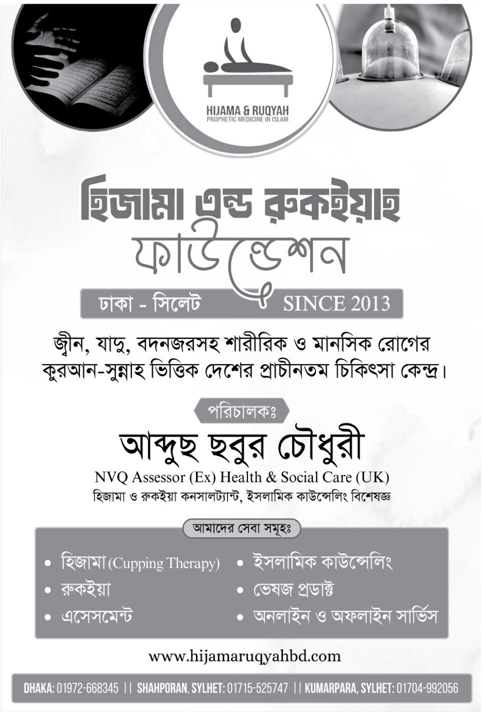

যেনার দণ্ডবিধি (শাস্তি)*

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কীসের মাধ্যমে হদ্দ (শাস্তি) প্রমাণিত হয়?

হদ্দ (শাস্তি) দুটির যেকোনো একটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়—(১) ইক্বরার (স্বীকারোক্তি) অথবা (২) সাক্ষ্য (শাহাদাত)।[৫৭]

ইক্বরারের (স্বীকারোক্তির) প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মায়েয রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও গামিদিয়্যাহ নারীকে তাদের নিজেদের অপরাধ স্বীকার করার কারণে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি) প্রদান করেছিলেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ যখন মায়েয ইবনু মালেক নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল, তখন তিনি তাকে বললেন, ‘সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (খারাপ দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ?’ সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ‘তাহলে কি তার সঙ্গে তুমি সঙ্গম করেছ?’ কথাটি তিনি তাকে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেননি, (বরং স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছেন)। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।[৫৮] সুলায়মান ইবনু বুরায়দা রাহিমাহুল্লাহ, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَ آنْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ فَرَجَمَهَا.

আযদ গোত্রের গামিদী পরিবারের এক মহিলা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তওবা করো। তখন মহিলা বলল, আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়েয ইবনু মালেককে? তখন তিনি বললেন, ‘তোমার কী হয়েছে?’ মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি এমন কাজ করেছ?’ সে প্রত্যুত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, ‘তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো’। বর্ণনাকারী বলেন, এক আনছারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, গামিদী মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, ‘এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে রজম করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই’। তখন এক আনছারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন।[৫৯]

অতঃপর যদি সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ নুআইম ইবনু হাযযাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছে এ বিষয়ে প্রমাণ এসেছে, তিনি বলেন,

كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ....... الْحَدِيثُ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ.

মায়েয ইবনু মালেক ইয়াতীম ছিলেন এবং সে আমার পিতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। অতঃপর তিনি এলাকার এক বাঁদির সাথে যেনা করেন। ...এরপর হাদীছটি বর্ণিত হতে থাকে, এক পর্যায়ে এসে বলা হয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার প্রতি রজমের আদেশ দিলে তাকে হাররাহ নামক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করা হলো, তখন পাথরের আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু উনায়স তাকে এরূপ অবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন

৫৫* শায়খ আব্দুল আযীম বাদাবী প্রণীত ‘আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয’ বই থেকে সংগৃহীত।

৫৬* প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাজীপুর।

৫৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩/৩৫২।

৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮২৪; আবূ দাউদ, হা/৪৪২৭।

৫৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৫; মিশকাত, হা/৩৫৬২।

আব্দুল্লাহ উটের একটি পায়ের হাড্ডির আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে পুরো বিষয় বর্ণনা করলেন। তখন তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না? সম্ভবত সে তওবা করত এবং আল্লাহ তাআলাও তার তওবা কবুল করে নিতেন’।[৬০] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا অতঃপর আমরা যখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমার নিকট নিয়ে এলে না কেন?’ যাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার অনুতাপ কবুল করতেন। কিন্তু তিনি হদ্দ পরিত্যাগ করার জন্য একথা বলেননি’।[৬১] এর অর্থ হলো নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এ কথাটি বলেছিলেন বিষয়টি নিশ্চিতভাবে যাচাই করা ও বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তিনি এমন কোনো সন্দেহ (শুবহা) পেতেন, যার কারণে হদ্দ রহিত হয়ে যায়; তবে সেই সন্দেহের কারণেই তিনি হদ্দ প্রয়োগ করতেন না। আর যদি তেমন কোনো সন্দেহ না পেতেন, তবে তিনি তার উপর হদ্দ কার্যকর করতেন। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, হদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি থেকে পালিয়ে যাওয়াকে হদ্দ বাতিল হওয়ার কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই তিনি বলেছেন, فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ ‘তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন এবং আমার নিকট নিয়ে এলে না কেন?’[৬২]

যে ব্যক্তি বলে, সে (فُلَانَة) অমুকের সঙ্গে যেনা করেছে, তার শাস্তির বিধান:

যদি সে নিজের বিরুদ্ধে স্বীকার করে বলে, সে অমুক নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে; তবে তার উপর হদ্দ (শাস্তি) কার্যকর করা হবে। আর যদি সে নারী নিজে নিজের বিরুদ্ধে স্বীকার করে, তবে তার উপরও হদ্দ কার্যকর করা হবে। আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইবনু খালিদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

দুজন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তাদের বিবাদ নিয়ে আসল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। অন্যজন (আর সে ছিল দুজনের মাঝে অধিক বিজ্ঞ) বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করে দিন আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, ‘বলো’। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (বর্ণনাকারী রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আসীফ’ অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর রজম বর্তাবে। আমি এর বিনিময়ে তাকে ১০০ ছাগল ও আমার এক দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলেমদের জিজ্ঞেস করি। তারা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর উপর-ই বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘জেনে রেখো! কসম ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে’। তারপর তার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আল-আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে আদেশ করলেন, যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যায় এবং যদি সে স্বীকার করে, তবে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।[৬৩]

সাক্ষীর মাধ্যমে এর প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ‘আর যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়। অথচ চারজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী হাযির করতে পারে না, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করো। আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। বস্তুত, এরাই হলো পাপাচারী’ *(আন-নূর, ২৪/৪)*।

---

৬০. আবূ দাউদ, হা/৪৪১৯; মিশকাত, হা/৩৫৮১। আলবানী রহিমাহুল্লাহ (لَعَلَّهُ أَنْ) ‘সম্ভবত সে’ এই অংশটি ব্যতীত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। (وَظِيفُ بَعِيرٍ)-এর অর্থ হলো এমন উট এবং একইভাবে ঘোড়া বা অনুরূপ প্রাণী, যার বাহু ও পা চিকন, সরু ও ক্ষীণাকৃতির।

৬১. আবূ দাউদ, হা/৪৪২০, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

৬২. নায়লুল আওত্বার, ৭/১২৩।

৬৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৭, ৬৮২৮, ৬৮৪২, ৬৮৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭, ১৬৯৮; আবূ দাউদ, হা/৪৪৪৫; তিরমিযী, হা/১৪৩৩; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৪৯; নাসাঈ, হা/৫৪১০; মিশকাত, হা/৩৫৫৫।

অতঃপর যদি মুসলিমদের মধ্য থেকে চারজন স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, তারা অমুক পুরুষের পুরুষাঙ্গকে অমুক নারীর যোনিতে প্রবেশ করতে স্বচক্ষে দেখেছে, যেমনভাবে সুরমা লাগানোর শলকা সুরমাদানিতে প্রবেশ করে এবং যেমনভাবে কূপে পানি তোলার দড়ি প্রবেশ করে; তাহলে ওই পুরুষ ও ওই নারীর উপর (যেনার) শাস্তি কার্যকর করা হবে।

আর যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে (বা সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হয়), তাহলে ঐ তিনজনের উপর 'কযফ' (মিথ্যা অপবাদ)-এর শাস্তি কার্যকর হবে। এই বিধান মহান কুরআনুল কারীমের আয়াতের ভিত্তিতে এবং কাসামাহ ইবনু যুহাইর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত বর্ণনার কারণে। তিনি বলেছেন,

لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ وَذَكَرَ الْحَدِيث قَالَ فَدَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ؟ قَالَ زِيَادٌ أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا قَالَ عُمَرُ اللهُ أَكْبَرُ حُدُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ فَهَمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ فَنَهَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ.

যখন আবূ বাকরাহ ও মুগীরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর ঘটনার বিষয়টি ঘটেছিল, যা ঘটবার ছিল এবং বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীছটি উল্লেখ করলেন, তিনি বলেন, অতঃপর (আমীরুল মুমিনীন) উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। তখন আবূ বাকরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু, শিবল ইবনু মা'বাদ ও আবূ আব্দুল্লাহ নাফে' সাক্ষ্য দিলেন। এই তিনজন যখন সাক্ষ্য দিলেন, তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। অতঃপর যখন যিয়াদ দাঁড়ালেন, তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছায় কেবল সত্যের ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিবে? যিয়াদ বললেন, যেনার বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি না; তবে আমি একটি অত্যন্ত অশ্লীল ও নিন্দনীয় কাজ দেখেছি। তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আল্লাহু আকবার! এদের উপর (কযফের) শাস্তি কার্যকর করো। অতঃপর তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবূ বাকরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে শাস্তি দেওয়া হলো, এরপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে যেনা করেছে। তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার উপর পুনরায় বেত্রাঘাত করার সংকল্প করলেন। কিন্তু আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, যদি আপনি তাকে আবার বেত্রাঘাত করেন, তবে আপনার সঙ্গীকেও রজম (পাথর নিক্ষেপ) করতে হবে। অতঃপর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে ছেড়ে দিলেন এবং আর বেত্রাঘাত করলেন না।[৬৪]

মাহরাম নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত ব্যক্তির বিধান:

যে ব্যক্তি তার মাহরাম নারীর সাথে যেনা করে, তার শাস্তি হলো হত্যা। সে বিবাহিত (মুহছান) হোক অথবা অবিবাহিত (গায়রে মুহছান) হোক। আর যদি সে তাকে (মাহরাম নারীকে) বিবাহ করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বারা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَقِيتُ عَمِّى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ بَعْدَهُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ আমি আমার চাচার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তার হাতে ছিল পতাকা। আমি বললাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছেন এমন একজন ব্যক্তির নিকট, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। যেন আমি তার শিরশ্ছেদ করি এবং সম্পদ অধিগ্রহণ করি।[৬৫]

যে ব্যক্তি কোনো পশুর সাথে যেনায় লিপ্ত হয় তার বিধান সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ 'যে ব্যক্তি পশুর সাথে সহবাস করে, তোমরা তাকেও হত্যা করো এবং পশুটিকেও হত্যা করো'।[৬৬]

সমকামিতার হদ্দ (শাস্তি):

যদি কোনো পুরুষ অন্য এক পুরুষের পায়ুপথে প্রবেশ করায়, তাহলে তাদের উভয়ের শাস্তি হলো হত্যা। তারা উভয়েই বিবাহিত (মুহছান) হোক কিংবা অবিবাহিত (হায়রে মুহছান) হোক, উভয় অবস্থাতেই। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ 'তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতোই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও, তাহলে কর্তা ও যার সাথে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো'।[৬৭]

---

৬৪. ইরওয়াউল গালীল, ৮/২৯; বায়হাক্বী, হা/১৭০৪২, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটির সনদ ছহীহ বলেছেন।

৬৫. ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩৫১; আবূ দাঊদ, হা/৪৪৫৭; নাসাঈ, হা/৩৩৩১, ৩৩৩২। এই হাদীছটি তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতেও বর্ণিত হয়েছে, তবে সেখানে (وآخذ ماله) 'এবং তার সম্পদ অধিগ্রহণ করব'—এই বাক্যটি উল্লেখ নেই' (তিরমিযী, হা/১৩৬২; ইবনু মাজাহ, হা/২৬০৭, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)।

৬৬. তিরমিযী, হা/১৪৫৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৪৬৪; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৬৪, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।

৬৭. তিরমিযী, হা/১৪৫৬; আবূ দাঊদ, হা/৪৪৬২; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৬১, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

বই থেকে স্ক্রিন: একটি জাতির নীরব পতন

-আব্দুল গাফফার মাদানী*

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল করেছেন, তা ছিল 'পড়ুন' (اِقۡرَأۡ)। এটি কেবল একটি শব্দ নয়; বরং একটি সভ্যতা নির্মাণের ঘোষণা। যে উম্মাহর সূচনা হয়েছিল পাঠ, জ্ঞান, গবেষণা ও কলমের মাধ্যমে, সেই উম্মাহরই একটি বড় অংশ আজ বই থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষণস্থায়ী বিনোদনের পর্দায় বন্দি হয়ে পড়েছে।

এক সময় মুসলিমদের ঘরে ঘরে বই ছিল, গ্রন্থাগার ছিল জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র, আলেমরা রাতের পর রাত গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন, শিক্ষার্থীরা শত শত মাইল অতিক্রম করে একটি হাদীছ সংগ্রহ করতেন। আর আজ? হাতে বইয়ের পরিবর্তে স্মার্টফোন, পাঠাগারের পরিবর্তে নিউজফিড, গবেষণার পরিবর্তে রিলস, গভীর চিন্তার পরিবর্তে অবিরাম স্ক্রলিং। এটি শুধু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়; এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও সভ্যতাগত সংকট। কারণ যে জাতি বই থেকে দূরে সরে যায়, সে জাতি ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি, গবেষণা, নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ জ্ঞানের স্থান দখল করে আবেগ, যুক্তির স্থান দখল করে গুজব, আর প্রজ্ঞার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় অগভীরতা। তাই বর্তমান বাস্তবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

শিশু থেকে বৃদ্ধ, ছাত্র থেকে শিক্ষক, ব্যবসায়ী থেকে চাকরিজীবী—প্রায় সব শ্রেণির মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করছেন। অথচ একটি ভালো বই পড়ার জন্য প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট সময়ও অনেকের কাছে কঠিন মনে হয়। যে সময়ে কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা যেত, সেই সময়ে শত শত অর্থহীন ভিডিও দেখে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত নয়; পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনেও এর গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বই বিক্রি আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে, অনেক প্রকাশনী কার্যক্রম সীমিত করেছে, কোনোটা বন্ধ হয়ে গেছে, আরও অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার লড়াই করছে, নতুন লেখক নিরুৎসাহিত হচ্ছেন, গবেষণার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে, পাঠকের সংখ্যা কমছে—এ সবকিছুই একটি জাতির ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো মুসলিম উম্মাহর এই বইবিমুখতা তাদের জ্ঞানের দুর্বলতা, মতভেদ, ভ্রান্ত আক্বীদার বিস্তার, চিন্তার দারিদ্র্য এবং বিশ্বসভ্যতায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেদিন মুসলিমরা বইকে ভালোবেসেছিল, সেদিন তারাই ছিল পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত ও সভ্যতার অগ্রদূত।

এই প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহ, সালাফে ছালেহীনের জীবন, ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটের আলোকে আলোচনা করা হবে—কেন মানুষ বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এর ভয়াবহ পরিণতি কী, মুসলিম সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটা গভীর, প্রকাশনা শিল্প কেন সংকটে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কীভাবে আবার বইমুখী হতে পারে। যে জাতির প্রথম শব্দ ছিল 'ইক্বরা' (اِقۡرَأۡ), সেই জাতির হাতে আবারও বই ফিরিয়ে দেওয়াই আজ সময়ের অন্যতম বড় দাওয়াত।

'ইক্বরা' থেকে 'স্ক্রল' একটি উম্মাহর পরিবর্তিত যাত্রা: আল্লাহ তাআলা যখন মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলাম নাযিল করলেন, তখন প্রথম নির্দেশ ছিল না ছালাত, ছিয়াম বা যাকাত; বরং নির্দেশ ছিল, ﴿اِقۡرَأۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ 'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আল-আলাক, ৯৬/১)*। এটি নিছক একটি শব্দ নয়, বরং একটি সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর। ইসলামের সূচনাই হয়েছে জ্ঞান, পাঠ, গবেষণা ও চিন্তার মাধ্যমে। যে উম্মাহর প্রথম শিক্ষা ছিল 'পড়ো', সে উম্মাহর হাতে বই থাকবে, কলম থাকবে, গবেষণা থাকবে—এটাই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿نٓ وَالۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ﴾ 'নূন। শপথ কলমের এবং তারা যা লিখে তার' *(আল-কলম, ৬৮/১)*। আবার তিনি বলেন, ﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي الَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান হতে পারে?' *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*। এ থেকেই স্পষ্ট যে, ইসলাম এমন একটি জাতি গঠন করতে চেয়েছে, যারা চিন্তা

৬৮* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

করবে, পড়বে, গবেষণা করবে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীকে আলোকিত করবে। কিন্তু আজ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের অবসর মানেই স্মার্টফোন। কয়েক মিনিটের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম খুললেও অজান্তেই ঘণ্টা দুয়েক কেটে যায়। অসংখ্য ছোট ভিডিও, রিলস, শর্টস ও অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট মানুষের মনোযোগকে এমনভাবে বন্দি করেছে যে, একটি ২০০ পৃষ্ঠার বই পড়া তো দূরের কথা, অনেকেই পাঁচ পৃষ্ঠাও একাগ্রচিত্তে পড়তে পারেন না। এ যেন 'ইক্বরা' থেকে 'স্ক্রল'-এ যাত্রা, যেখানে পাঠের পরিবর্তে পর্দা, জ্ঞানের পরিবর্তে বিনোদন, গবেষণার পরিবর্তে ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা স্থান করে নিয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো- এই পরিবর্তনকে আমরা অগ্রগতি মনে করছি, অথচ বাস্তবে এটি গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। কারণ একটি জাতির চিন্তার গভীরতা নির্ধারিত হয় তার পাঠাভ্যাস দিয়ে, স্ক্রল করার গতিতে নয়। আজ বইয়ের দোকানে ক্রেতার চেয়ে দর্শক বেশি। বইমেলায় ছবি তোলার মানুষ বেশি, বই কেনার মানুষ কম। অনেক প্রকাশনী বিক্রি কমে যাওয়ায় নতুন বই প্রকাশে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। কেউ কেউ ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে, আবার অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। এটি কেবল একটি শিল্পের সংকট নয়, বরং জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সংকট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন মুসলিমরা বইকে আপন করে নিয়েছিল, তখন তারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর যখন তারা বই ছেড়ে বিলাসিতা, অলসতা ও অনর্থক কাজে নিমগ্ন হয়েছে, তখনই তাদের নেতৃত্ব অন্যের হাতে চলে গেছে। এটি ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।[69]

দ্বীনের গভীর জ্ঞান কখনোই কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও দেখে অর্জিত হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পাঠ, চিন্তা, গবেষণা, আলেমদের সান্নিধ্য এবং উপকারী বইয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আধুনিক যুগের নীরব সময়-চোর: আজকের পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ অর্থ, সম্পত্তি বা প্রযুক্তি নয়; বরং সময় ও মনোযোগ (Attention)। কারণ যার সময় ও মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়; তার চিন্তা, সিদ্ধান্ত, অভ্যাস এমনকি জীবনধারাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আধুনিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম ঠিক এই কাজটিই করছে, আর তা হলো মানুষের মনোযোগকে দীর্ঘ সময় ধরে পর্দার সঙ্গে আটকে রাখা। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্দেশ্য কেবল তথ্য পৌঁছে দেওয়া নয়; বরং ব্যবহারকারীকে যত বেশি সময় সম্ভব সেখানে ধরে রাখা। তাই একটির পর একটি ভিডিও, রিলস, শর্টস ও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে মানুষের কৌতূহলকে ক্রমাগত উসকে দেওয়া হয়। ফলত, মানুষ নিজের অজান্তেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে ফেলে, অথচ দিন শেষে তার অর্জন থাকে খুবই সামান্য। এটি এমন এক নীরব চুরি, যার শব্দ শোনা যায় না; কিন্তু যার ক্ষতি একটি পুরো জীবনকে গ্রাস করতে পারে।

সময়ের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে শপথ করে বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ-إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ-إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

'সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আল-আছর, ১০৩/১–৩)*। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদি মানুষ কেবল সূরা আল-আছর নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করত, তবে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।[70] কারণ এই সংক্ষিপ্ত সূরাটি মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার মৌলিক নীতি তুলে ধরে।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত, তা হলো সুস্থতা ও অবসর'।[71] আজ অবসর সময়ের সবচেয়ে বড় ভোক্তা হয়ে উঠেছে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

অনর্থক কাজে সময় নষ্টের ব্যাপারে হাদীছে সতর্কবাণী করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ 'মানুষের উত্তম ইসলামের লক্ষণ হলো,

৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭।

৭০. তাফসীরুল ইমাম শাফেঈ, ৪/১৪৬১; তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/২০৩।

৭১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।

সে অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করবে'।[৭২] তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ 'কিয়ামতের দিন বান্দার পদযুগল সরবে না, যতক্ষণ না তাকে তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে- সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।[৭৩] তাহলে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা স্ক্রল করার হিসাব আমরা কীভাবে দেব?

মনোযোগের অবক্ষয়: গভীর চিন্তার শত্রু হলো অমনোযোগিতা। বই পড়া মানুষকে ধৈর্য শেখায়, চিন্তা করতে শেখায় এবং বিশ্লেষণ করতে শেখায়। কিন্তু ছোট ছোট ভিডিও মানুষকে দ্রুত উত্তেজনা ও তাৎক্ষণিক বিনোদনের সঙ্গে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে দীর্ঘ লেখা পড়া, গবেষণা করা বা মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই আজ অনেক শিক্ষার্থী একটি অধ্যায় পড়তে বিরক্তিবোধ করে, কিন্তু একই সময়ে শতাধিক ছোট ভিডিও সে দেখে ফেলতে পারে। এটি কেবল অভ্যাসের পরিবর্তন নয়; বরং মানুষের চিন্তার ধরনও পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

মুসলিম যুবসমাজ ও স্ক্রলিং: যুবসমাজই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু যখন একজন যুবকের দিনের কয়েক ঘণ্টা স্ক্রিনে হারিয়ে যায়, তখন সে— (১) জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করার সুযোগ পায় না। (২) কুরআন তিলাওয়াত থেকে দূরে সরে যায়। (৩) ইসলামী বই পড়া কমিয়ে দেয়। (৪) দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। (৫) দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হারায়। (৬) পরিবারকে সময় দিতে পারে না। (৭) আত্মউন্নয়নের পরিবর্তে অন্যদের সাথে তুলনা, বিনোদন ও অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।

এর ফলে ব্যক্তি দুর্বল হয়, পরিবার দুর্বল হয়, সমাজ দুর্বল হয়, আর শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে পুরো উম্মাহ। একটি নির্মম বাস্তবতা আজ অনেকেই দাবি করেন যে, 'আমার বই পড়ার সময় নেই'। কিন্তু একই ব্যক্তি প্রতিদিন দুই থেকে পাঁচ ঘণ্টা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কাটিয়ে দেন। অর্থাৎ সমস্যাটি সময়ের অভাব নয়; বরং সময়ের অগ্রাধিকার (Priority)-এর অভাব। যে জাতি বই পড়ার জন্য সময় বের করতে পারে না, কিন্তু বিনোদনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে পারে, সে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (Intellectual Leadership) হারানো অস্বাভাবিক নয়।

৭২. তিরমিযী, হা/২৩১৭, 'হাসান'।
৭৩. তিরমিযী, হা/২৪১৭, 'হাসান ছহীহ'।

পঠনবিমুখতা: মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো পঠনবিমুখতা বা বইবিমুখতা। কোনো জাতির শক্তি কেবল তার জনসংখ্যা, অর্থনীতি বা সামরিক সামর্থ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে তার জ্ঞান, চিন্তা, গবেষণা ও আদর্শে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতি বইকে ভালোবেসেছে, জ্ঞানকে সম্মান করেছে এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করেছে—তারাই সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যে জাতি বই থেকে দূরে সরে গেছে, তারা ধীরে ধীরে অন্যের চিন্তার অনুসারীতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহও এর ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, ভাষা, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার, আর আলেমরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারে। সেই জ্ঞানচর্চার ফলেই মুসলিমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বসভ্যতার অগ্রভাগে অবস্থান করেছে।

কিন্তু আজ পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। মুসলিম বিশ্বের বহু স্থানে বই পড়ার সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ক্ষণস্থায়ী বিনোদন এবং তাৎক্ষণিক তথ্যের প্রবাহ গভীর অধ্যয়নের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ শিরোনাম পড়ে মতামত দিচ্ছে, কিন্তু বই পড়ে বিষয়টি বুঝার আগ্রহ হারাচ্ছে। ফলে জ্ঞানের অতল গভীরে ডুব দেওয়ার চেয়ে, বিষয়ের উপরিভাগে ভাসাভাসা সাঁতার কাটার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে।

জ্ঞানচর্চা পরিত্যাগের পরিণতি: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ 'আর বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন' (*ত্বা-হা, ২০/১১৪*)। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সম্পদ বা ক্ষমতা বৃদ্ধির দু'আ শেখাননি; বরং জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ শিখিয়েছেন। এটি ইসলামে জ্ঞানের মর্যাদা কত উচ্চ, তা স্পষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।[৭৪]

এখানে 'তাফাক্কুহ' (গভীর অনুধাবন) শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। গভীর জ্ঞান অর্জন কখনোই কয়েক মিনিটের ভিডিও বা সংক্ষিপ্ত পোস্টের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি অধ্যয়ন, চিন্তা ও বইয়ের সঙ্গ।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৭৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩৭।

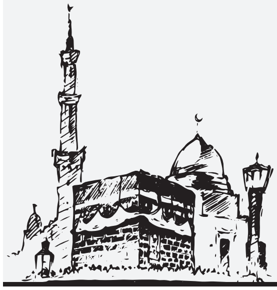

হারামাইনের মিম্বার থেকে

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা এবং নৈতিকতার দুর্গ

[১ রবীউল আউয়াল, ১৪৪৮ হি. মোতাবেক ১৪ আগস্ট, ২০২৬ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ খালেদ আল-মুহান্না** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বান্দার সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মনোনীত বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু। মহান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গ এবং নক্ষত্রতুল্য তাঁর ছাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর, হে মানবমণ্ডলী! আপনারা তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাক্বওয়াই হলো দ্বীনের ভিত্তি এবং সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যপালনীয় হক্ব।

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অর্জিত তাক্বওয়া বান্দার পক্ষ থেকে তার প্রতিপালকের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার প্রমাণ এবং তার বিশুদ্ধ ঈমানের নিদর্শন। তাই মানুষের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি তাক্বওয়া অর্জনে সহায়ক হয় এবং তার সুন্দর আদব-আখলাকও তাক্বওয়ার পথকে সুদৃঢ় করার উপায় হিসেবে কাজ করে। আর নিঃসন্দেহে ঈমান হলো আক্বীদা, কথা, আমল, চরিত্র প্রভৃতি শাখার সমষ্টি। যে ব্যক্তি এসব শাখা পূর্ণরূপে ধারণ করেছে, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে এবং প্রকৃত তাক্বওয়া অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোনো অংশে অবহেলা করেছে, সে যতটুকু অবহেলা করেছে, ততটুকু পরিমাণ ঈমান ও তাক্বওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জেনে রাখুন! ঈমানের শাখাসমূহ ও মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো লজ্জাশীলতার চরিত্র। এটি এমন একটি প্রশংসনীয় গুণ, যা সকল শরীআতেই স্বীকৃত ও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি, অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই—এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা'।[৭৫]

আল্লাহর বান্দাগণ! লজ্জাশীলতা হলো মানুষের অন্তরের এমন একটি গুণ, যা তাকে এমন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা তার অন্তরকে পবিত্র ও সুন্দর করে এবং এমন কাজ থেকে বিরত রাখে, যা তাকে কলুষিত ও লাঞ্ছিত করে। এটি মুমিনের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত একটি মহৎ চরিত্র। এই গুণ মুমিনকে তার রবের আদেশের প্রতি যত্নশীল হতে এবং তাঁর অবিরাম নেয়ামত ও অফুরন্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে এটি তাকে তার প্রতিপালকের হক্ব আদায়ে সচেষ্ট করে।

আর এই লজ্জাশীলতা তাকে অন্যায় ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে। কারণ সে তার প্রতিপালকের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকে, যিনি তাকে দেখেন এবং তার গোপন বিষয় ও অন্তরের নিভৃত কথোপকথন পর্যন্ত জানেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি লজ্জাশীলতার গুণে নিজেকে সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, সে যেন সব ধরনের কল্যাণকর গুণ নিজের মধ্যে একত্রিত করে নিয়েছে।

হে মুসলিমগণ! মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন, লজ্জাশীলতার গুণ

৭৫. ছহীহ বুখারী, হা/৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৫।

ছাড়া তা পূর্ণতা পায় না। কারণ একজন মুসলিমকে এমন সব বিষয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তার দ্বীন ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে এবং সে তার প্রতিপালকের ইচ্ছানুযায়ী বান্দার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

সেই প্রতিপালকই তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিবেক-বুদ্ধি দানের মাধ্যমে তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ইলহামের মাধ্যমে সে পাপাচারের পথ ও তাক্বওয়ার পথ সম্পর্কে জানতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎ কাজ ও তার সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন' *(আশ-শামস, ৯১/৭-৮)*।

লজ্জাশীলতা মূলত মানুষের স্বভাবজাত একটি গুণ। পাপের কাদায় নিমজ্জিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই লজ্জাশীলতার এই স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয় না। আর কারও লজ্জাশীলতা হারিয়ে গেলে তার অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায় এবং তার হৃদয় অন্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, একজন মুমিন যখন এমন কোনো কাজ করার চিন্তা করে, যা তার প্রতিপালকের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, তখন তার লজ্জাশীলতার স্বভাব সক্রিয় হয়ে তাকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখে। কেননা এই লজ্জাশীলতা তার দ্বীনেরই অংশ এবং তার উপর অবশ্যপালনীয় একটি বিষয়।

এছাড়াও মুমিনের লজ্জাশীলতা তাকে বিভিন্ন অনুচিত কাজ থেকে বিরত রাখে। এটি তাকে মানুষ নিন্দনীয় মনে করে এমন কাজ প্রকাশ্যে করা থেকে বাধা দেয়। এটি অন্যের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং প্রয়োজনের সময়ে তার ভাইকে সহযোগিতা না করার প্রবণতা থেকে রক্ষা করে। এটি মূলত তার ব্যক্তিত্ব ও শালীনতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আর দ্বীন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার মাধ্যমেই মানুষের মানবিকতা পূর্ণতা পায়। সুতরাং যার মধ্যে লজ্জাশীলতা নেই, তার মধ্যে মানবিকতার বাহ্যিক রূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং ঈমানের একটি শাখা। এর মূল মুমিনের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর এর শাখা-প্রশাখা তার ঈমানের শক্তি অনুযায়ী স্বীয় আচরণে প্রকাশ পায়।

প্রকৃত মুমিন তার প্রতিপালকের মহত্ত্ব উপলব্ধি করার কারণে তাঁর প্রতি লজ্জাশীল থাকে। কারণ সে তাঁর উত্তম নামসমূহ, গুণাবলি এবং কর্মের পরিপূর্ণতা ও মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ফলে সে তার প্রতিপালকের নেয়ামত ভোগ করে তাঁরই অবাধ্যতা করার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে। এছাড়া সে তার সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা উপলব্ধি করেও লজ্জাবোধ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় লোকটি (তার ভাইকে) লজ্জা সম্পর্কে তিরস্কার করছিল এবং বলছিল যে, তুমি বেশি লজ্জা করছ, এমনকি সে যেন এ কথাও বলছিল যে, এটা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ নিশ্চয়ই লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'।[৭৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'।[৭৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া কোনো কিছুই বয়ে আনে না'।[৭৮]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! লজ্জাশীলতা মূলত দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ করার ফল। প্রথম বিষয় হলো আল্লাহর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের অনুভূতি, যেই অনুভূতি বান্দাকে দ্বীনের সর্বোচ্চ ইহসানের মর্যাদায় উন্নীত করে। কারণ বান্দা যখন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তার সবকিছু সম্পর্কে অবগত এবং তাকে দেখছেন, তখন সে আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণে রাখে, 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১৪)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী' *(আন-নিসা, ৪/১)*।

বান্দা যখন এই বিষয়টি অন্তরে দৃঢ়ভাবে অনুভব করে এবং তার প্রতিটি কথা ও কাজের সময় আল্লাহকে নিজের সামনে উপস্থিত মনে করে, তখন তার অন্তরে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি লজ্জাশীলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সে এমন কোনো কথা বলে না বা কাজ করে না, যা তাকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বরং সে কেবল এমন কাজই করে, যা তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সহায়তা করে এবং তাঁর কাছে মর্যাদাশীল করে তোলে।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো নিজের অপরাধ ও ত্রুটির অনুভূতি। বান্দা আল্লাহর হক্ব আদায় এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাধনা ও চেষ্টা করার পরও নিজেকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করবে। কারণ তার উপর তার প্রতিপালকের হক্ব তার সাধ্যের তুলনায় অনেক বেশি।

বিশেষ করে, আল্লাহ তার উপর যে অসংখ্য নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, সেগুলো যখন সে স্মরণ করে, তখন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর প্রতি তার যে আনুগত্য ও দাসত্ব প্রকাশ করা উচিত, তার তুলনায় সে যা আদায় করছে, তা অত্যন্ত নগণ্য।

হে মুমিনগণ! যখন একজন মুমিনের সামনে আল্লাহর কোনো হক্ব কিংবা তাঁর বান্দাদের কোনো হক্ব আদায় করার সুযোগ আসে, তখন লজ্জাশীলতা তার অন্তরে জাগ্রত থাকে এবং তার উপর অর্পিত হক্ব আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। আবার যখন

৭৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৮।
৭৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৪।
৭৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৭।

কোনো ধ্বংসাত্মক কামনার বিষয় তার সামনে উপস্থিত হয়, যে বিষয়ে তার নফস তাকে আহ্বান করে, তখনও সেই লজ্জাশীলতা তাকে ছেড়ে যায় না। ফলে সে সেই কামনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং লজ্জাশীলতা তার ও সেই পাপের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সে তার কামনার অতল গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে এবং তার পাপের নিম্নতম স্তরে অধঃপতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

হে ঈমানদার ভ্রাতৃমণ্ডলী! লজ্জাশীলতা কখনও মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার মধ্যে জন্মগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এটি তখন বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনও নিজের নফসের সঙ্গে সাধনা করে এবং তাকে লজ্জাশীলতার অভ্যাস করানোর মাধ্যমে লজ্জাশীলতা অর্জিত হয়, যা একপর্যায়ে তার স্বভাবে পরিণত হয়। তখন তার নফস সকল মন্দ ও অশোভন বিষয় পরিত্যাগ করে উত্তম গুণ ও নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয়।

লজ্জাশীলতা যখন কোনো মানুষের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে মানুষের সামনে কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে নিজের দেহকে শালীনতার পোশাকে সজ্জিত করে এবং নিজের সতর আবৃত রাখে। কারণ সে মানুষের প্রতি লজ্জা করার আগে আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করে। মুআবিয়া আল-কুশাইরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থানের কতটুকু ঢেকে রাখব, আর কতটুকু খোলা রাখব? তিনি বলেন, 'তোমার লজ্জাস্থান আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাযত করবে'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কী, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বলেন, 'যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পার, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না'। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ যদি নির্জন থাকে? তিনি বলেন, 'আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হতে হবে'।[৭৯]

أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ الجليلَ لي ولكم.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা পরম স্নেহশীল ও অতি দয়ালু মহান আল্লাহর জন্য, যিনি অফুরন্ত দাতা ও অনুগ্রহকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, যাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত' *(আল-ক্বলম, ৬৮/৪)*।

অতঃপর, লজ্জাশীলতা নবী-রাসূল, আল্লাহর নেককার বান্দা এবং আল্লাহভীরু বান্দাদের অন্যতম মহান চরিত্র। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এসব বিষয় নবীকে কষ্ট দিত, কিন্তু তিনি তোমাদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করতেন' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মূসা (আলাইহিস সালাম) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, তিনি সবসময় শরীর ঢেকে রাখতেন। তার দেহের কোনো অংশ খোলা দেখা যেত না, তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। এ কারণে বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তাকে খুব কষ্ট দিত'।[৮০] আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তার কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তার চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম।[৮১] অতঃপর মহান আল্লাহ শুআইব (আলাইহিস সালাম) -এর কন্যার প্রশংসা করে বলেন, 'অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল যে, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/২৫)*।

লজ্জাশীলতা হলো বান্দা ও তার প্রতিপালকের অবাধ্যতার মাঝে একটি শক্তিশালী পর্দা। আর ব্যক্তির লজ্জাশীলতা কমে যাওয়া তার দুর্ভাগ্য, আত্মার মৃত্যু এবং অন্তর মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়ার অন্যতম লক্ষণ। কারণ 'হায়া' (الحياء) শব্দটি 'হায়াত' (الحياة বা জীবন) শব্দ থেকে উদ্ভূত। কাজেই যার মধ্যে লজ্জাশীলতা নেই, তার অন্তর মৃত। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অতঃপর 'হায়া' (الحياء) শব্দটি 'হায়াত' (الحياة) থেকে উদ্ভূত। কেননা জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে এমন লজ্জাশীলতা থাকে, যা তাকে অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখে। বস্তুত অন্তরের জীবনই মানুষকে সেসব নিকৃষ্ট কাজ থেকে বাধা দেয়, যা অন্তরকে কলুষিত করে।

সুতরাং যার কাছ থেকে লজ্জাশীলতার গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে, সব ধরনের নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক অশ্লীলতার পথে পা বাড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষ পূর্ববর্তী নবীদের উপদেশ থেকে যা লাভ করেছে তার একটি হলো যদি তুমি লজ্জাই না কর, তবে যা ইচ্ছা তাই কর'।[৮২]

তাই বলা যায়, পাপ ও গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য লজ্জাশীলতার মতো শক্তিশালী চরিত্রই যথেষ্ট। ইমাম মুজাহিদ ইবনু জাবর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুমিনের মধ্যে যদি লজ্জাশীলতা ছাড়া আর কোনো গুণ নাও থাকে, তবুও সেটিই তাকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট।

---

৭৯. তিরমিযী, হা/২৭৬৯, ২৭৯৪; আবূ দাঊদ, হা/৪০১৭, আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন।

৮০. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪০৪; তিরমিযী, হা/৩২২১।

৮১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪০৪; তিরমিযী, হা/৩২২১।

৮২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২০।

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-১০)

[সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩৯-৪০ আয়াত]

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৩৯ আয়াত]

আর যারা আমার পাঠানো হেদায়াত প্রত্যাখ্যান করবে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং নিজেদের স্বাধীনতাকে আমার অবাধ্যতায় ব্যবহার করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

আদম আলাইহিস সালাম -এর কাহিনি শুধু মানবজাতির সূচনার ইতিহাস নয়; বরং এর মধ্যেই পৃথিবীতে মানুষের সমগ্র জীবনপথের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুলের পর তার জন্য তওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত। পৃথিবীতে শয়তানের প্ররোচনা থাকবে, তবে তার মোকাবিলায় মহান আল্লাহর হেদায়াতও থাকবে।

অতএব, প্রতিটি মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কি নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ করবে, নাকি নিজের রবের পাঠানো হেদায়াত অনুসরণ করে নিরাপত্তা, সফলতা ও চিরস্থায়ী মুক্তির পথে চলবে। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের পরিণতি নির্ভর করবে এই একটিমাত্র সিদ্ধান্তের উপর।

﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৪০ আয়াত]

পূর্বের আয়াতগুলোতে মানুষকে পৃথিবীর দায়িত্বশীল হিসেবে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। তারপর মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ইবলীসের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর পাঠানো হেদায়াত অনুসরণ করলে সকল ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির সুসংবাদ জানানো হয়েছে। এবার মহান আল্লাহ মানুষদের মধ্যে এমন এক জাতির কথা আলোচনা করছেন, যারও এক সময় পৃথিবীর দায়িত্বশীল হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হেদায়াত আসার ক্ষেত্রে অসংখ্য নবী ও কিতাব এই জাতির মধ্যেই পাঠানো হয়েছে। আল্লাহর বাছাইকৃত সেই জাতি কীভাবে ইবলীসের মতো হিংসা ও অহংকারের বেড়াজালে পড়ে পদস্খলিত হয়ে গেছে, তার হৃদয়বিদারক ইতিহাস এই আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে।

হে বনূ ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করো, যা আমি বিশেষভাবে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। তোমরা একসময় ছিলে অহী বহনকারী জাতি। তোমাদের মধ্য থেকে নবী-রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে ফেরাউন, নেবুচাদনেজারের মতো যালেম শাসকের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তোমাদের জন্য কিতাব, শরীআত ও হেদায়াত নাযিল করা হয়েছে। তোমাদের হাতে মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

কিন্তু মনে রেখো, এসব মর্যাদা তোমাদের বংশগত অধিকার ছিল না। এগুলো তোমাদের নিজের শক্তি, যোগ্যতা বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ফলও ছিল না। এগুলো ছিল তোমাদের রবের দান। আর আল্লাহর নেয়ামত শুধু গর্ব করার বিষয় নয়, নেয়ামতের সঙ্গে দায়িত্বও আসে। যে জাতিকে কিতাব দেওয়া হয়, তার দায়িত্ব হলো কিতাবের সত্যকে আঁকড়ে ধরা। যে জাতি নবীদের উত্তরাধিকার পায়, তার দায়িত্ব হলো নবীদের পথ অনুসরণ করা। যে জাতি হেদায়াত চিনে, তার দায়িত্ব হলো পরিচিত সত্যকে অস্বীকার না করা।

তাই তোমরা আমার সঙ্গে করা অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমরা যে অঙ্গীকার করেছিলে তথা আমার নির্দেশ মেনে চলবে, আমার কিতাবকে বিকৃত করবে না,

বাকি অংশ ২৯নং পেজে

৮৩* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ভুল সংশোধন

-হাসান আল-বান্না মাদানী*

মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনো ভুল করে বসে, তবে তার সঙ্গে নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করা উচিত। যে ভুল করেছে, তার সমালোচনা করা, সবার সামনে অপমানিত করা কিংবা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা নম্রতার পরিপন্থি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে কোনো ভুল করতে দেখতেন, তখন তিনি তার সঙ্গে অত্যন্ত নম্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করতেন এবং সুন্দর উপায়ে তাকে শিক্ষা দিতেন। তাঁর এই উত্তম চরিত্র ও শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে আমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করতে শুরু করলেন, ছাহাবায়ে কেরাম তাকে ধমক দিলেন, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'তাকে পেশাব করতে দাও, বাধা দিয়ো না'। যখন পেশাব করা শেষ হলো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, 'এই মসজিদগুলো পেশাব করা কিংবা নোংরা কিছু ফেলার জায়গা নয়; মসজিদ তৈরি করা হয় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য, কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য এবং ছালাত আদায় করার জন্য'। অতঃপর একজনকে আদেশ করলেন যে, এক বালতি পানি এনে পেশাবের উপর ঢেলে দাও।[৮৫]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبِأَبِى هُوَ وَأُمِّى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضَرَبَنِى وَلاَ شَتَمَنِى قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম, হঠাৎ একজন হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললেন আর আমি উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে ফেললাম। লোকজন আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি বললাম, হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে দিল (আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম), আপনারা আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? তখন তারা ঊরুর উপর হাত মেরে আমাকে চুপ করাতে লাগলেন, তাই আমি চুপ হয়ে গেলাম। যখন ছালাত শেষ হলো, আমার পিতা-মাতা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জন্য উৎসর্গ হোক, আমি কোনো দিন তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদানকারী দেখিনি, না তাঁর পূর্বে, না তাঁর পরে, না তিনি আমাকে ধমক দিলেন, না প্রহার করলেন আর না কোনো গালমন্দ করলেন। তিনি (শুধু এতটুকু) বললেন, 'ছালাতে মানুষের কোনো কথা বলা যাবে না। ছালাত কেবল তাকবীর, তাসবীহ এবং কুরআন তেলাওয়াত করার নাম...'।[৮৬]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক কোণে বসে ছিলেন, একজন ব্যক্তি আসলেন, ছালাত আদায় করলেন, তারপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে সালাম করলেন। তিনি উত্তর দেওয়ার পর বললেন, 'যাও আবার ছালাত আদায় করো, তুমি ছালাত আদায় করনি'। এভাবে তিনি তাকে একাধিক বার ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় করার আদেশ করলেন। তৃতীয় বার ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়ে ভালো জানি না, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ছালাতের বহু জরুরী বিষয় শেখালেন...।[৮৭]

৮৪* কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৮৫. ছহীহ বুখারী, হা/২২১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৫।

৮৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭।

৮৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৬৭।

www.al-itisam.com

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো কটু কথা বললেন না। আর তাকে বারবার ফিরিয়ে পাঠানোর কারণ হতে পারে যে, তিনি তার নিজে নিজেই সংশোধন করে নেওয়ার আশা করছিলেন কিংবা তার মধ্যে শেখার আগ্রহ তৈরি করছিলেন অথবা বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, ছালাত কত মনোযোগ সহকারে পড়া আবশ্যক! ওয়াল্লাহু আ'লাম!

মসজিদে কাউকে ভুল করতে দেখলে কিছু মানুষ তার সঙ্গে এমন অদ্ভুত আচরণ করে, যা ইসলামী চরিত্র ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষার সঙ্গে কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কাউকে চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে দেখলে এমনভাবে কথা বলা হয় যে, এরপর তিনি কাতারের শেষ প্রান্ত ছাড়া মাঝখানে কিংবা ইমামের পেছনে দাঁড়ানোর সাহসই পান না। কোনো শিশুকে ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে দেখলে তাকে উৎসাহিত করা তো দূরের কথা, এমনভাবে তাকে ধমক দেওয়া হয় যে, এরপর সে মসজিদে আসতেই অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। আবার কোনো ছোট শিশুকে হাফপ্যান্ট পরে ছালাত আদায় করতে দেখলে তাকে বকাঝকা করা হয়, অথচ তাকে উৎসাহিত করা এবং নম্র ভাষায় সঠিক বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

সালাম ফেরানোর পর যখন যিকির-আযকারের সময়, তখন তা বাদ দিয়ে কারও ভুল নিয়ে চেঁচামেচি করা কিংবা সবার সামনে তাকে সংশোধন করা তার কল্যাণকামিতার পরিচয় নয়; বরং তা তার অবমাননা।

ভুল সংশোধন ও উপদেশ প্রদান ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তবে ভুল সংশোধন যেন ভুল পদ্ধতিতে না হয়। কারও ভুল চিহ্নিত করার সময় যেন মনে শ্রেষ্ঠত্বের ভাব না আসে। মুসলিমরা যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে সংশোধনের কাজ করেন, তাহলেই গড়ে উঠবে একটি প্রকৃত শিক্ষিত ও উন্নত মুসলিম সমাজ।

ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফে ছালেহীন প্রকাশ্যে উপদেশ প্রদান করা পছন্দ করতেন না; বরং তারা চাইতেন, তা যেন গোপনে করা হয়। কারণ অন্যের ভুল-ত্রুটি আড়াল করে তাকে সংশোধন করা তার প্রকৃত কল্যাণকামিতার পরিচয়।[৮৮]

অন্যদিকে, আমাদের চোখের সামনে বহু ভুল ও অন্যায় সংঘটিত হতে থাকে; কিন্তু আমরা অনেক সময় অযৌক্তিক নীরবতা পালন করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করুন- আমীন!

রবের বানী এর বাকি অংশ

আমার নবীদের অনুসরণ করবে এবং আমার পাঠানো সত্যকে গ্রহণ করবে সে অঙ্গীকারে ফিরে এসো। বিশেষ করে সেই শেষ রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, যার আগমনের সংবাদ তোমাদের কিতাবে পূর্ব থেকেই দেওয়া হয়েছিল। সত্যকে চিনেও গোপন করো না। পরিচিত হেদায়াত যখন তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ইবলীসের মতো নিজেদের হিংসা, গোষ্ঠীগত অহংকার, দুনিয়াবী স্বার্থ ও নেতৃত্বের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করো না।

তোমরা যদি আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, আমিও তোমাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। তোমাদেরকে পুনরায় হেদায়াত দান করব, রহমতের দরজা খুলে দেব, দুনিয়ায় সত্যের পথে দৃঢ়তা দেব এবং আখেরাতে সফলতার মর্যাদা দান করব। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ হয় না; কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি লাভের পথ হলো তাঁর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা।

আর সত্য গ্রহণের পথে মানুষের ভয়কে বড় করে দেখো না। ক্ষমতা হারানোর ভয়, নেতৃত্ব হারানোর ভয়, সমাজে অবস্থান নষ্ট হওয়ার ভয়, অনুসারী কমে যাওয়ার ভয় কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থ হারানোর ভয় যেন তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত থেকে ফিরিয়ে না দেয়। মানুষের হাতে সাময়িক লাভ-ক্ষতি থাকতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা, সম্মান, রিযিক, হেদায়াত এবং শেষ পরিণতি সবই আল্লাহর হাতে।

সুতরাং ভয় যদি করতেই হয়, তবে একমাত্র আমাকেই ভয় করো। মানুষের ভয়ে সত্য গোপন করো না। দুনিয়ার স্বার্থে আখেরাত বিক্রি করো না। যে রব তোমাদের নেয়ামত দিয়েছেন, মুক্তি দিয়েছেন, কিতাব দিয়েছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ভয়কেই সকল কিছুর উপরে প্রাধান্য দাও।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৮৮. আল-ফারকু বায়নান নছীহাতি ওয়াত তাঈর, পৃ. ১৭।

ফাযায়েলে আমল

তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠের ফযীলত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

তাসবীহ হলো ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা, তাহমীদ হলো ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলা এবং তাহলীল হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়’।[৯০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার, الْحَمْدُ لِلهِ ৩৩ বার এবং اللهُ أَكْبَرُ ৩৩ বার বললে এগুলো হলো ৯৯ বার, আর ১০০ পূর্ণ করার জন্য একবার বলবে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তাহলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়’।[৯১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফজর ছালাতের পর ১০০ বার তাসবীহ তথা سُبْحَانَ اللهِ এবং ১০০ বার তাহলীল তথা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ পড়বে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়’।[৯২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলবে অথচ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে না, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়’।[৯৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الحَمْدُ لِلهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাওয়ালা গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বললেন, ‘কোনো বান্দা যদি الْحَمْدُ لِلهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বলে, তাহলে এই যিকিরগুলো তার গুনাহসমূহ এভাবেই ঝরিয়ে দেয়, যেভাবে এ গাছের পাতাসমূহ ঝরে পড়েছে’।[৯৪]

শিক্ষা: প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল বেশি বেশি পাঠ করা। এতে আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা সজীব থাকে, হৃদয়ে ঈমান ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের পথ সুগম হয়।

৮৯* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৯০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪০৫; মিশকাত, হা/২২৯৬।
৯১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯৭।
৯২. নাসাঈ, হা/১৩৫৪, সনদ ছহীহ।
৯৩. তিরমিযী, হা/৩৪৬০, ‘হাসান’।
৯৪. তিরমিযী, হা/৩৫৩৩, ‘হাসান’।

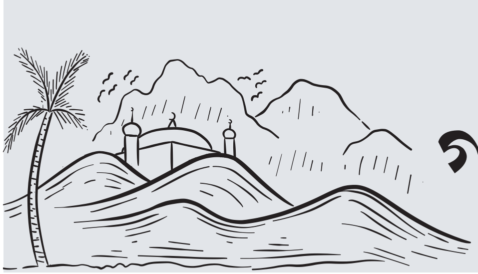

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আমার ভালো বুঝেন যিনি

-মুগনিউর রহমান তাবরীজ*

কিচেন থেকে টুংটাং শব্দ শুনে রাফি বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই রাজিয়ার কাজ। রাজিয়া হচ্ছে রাফির একমাত্র ছোট বোন। তার মা রাবেয়া বেগম দুপুরের খাবার খেয়ে একটা ভাতঘুম দেন, উঠেন আছরের আযান হলে। এখনো আছরের আযান হয়নি, তার মানে কিচেনে রাজিয়া ছাড়া কেউ নয়।

রাফি চুপিচুপি রাজিয়ার পেছনে গিয়ে মাথায় একটা ঠোক দিয়ে বলল, 'কাপের মধ্যে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নাকি জাদু বলে পানি হয়ে যাবে চা?' রাজিয়া কাপ থেকে পানি ফেলে লিকার নিয়ে চা বানাতে বানাতে বলল, 'জাদু-টাদু কিছু না, সিম্পল ফিজিক্স। চায়ের কাপ হয়ে থাকে একদম ঠাণ্ডা। যখনই ঠাণ্ডা কাপে লিকার নিয়ে চা বানাই, অল্পক্ষণেই চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। খেয়ে মজা পাই না। চা খেতে হয় গরম গরম। তাই আগে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে কাপ গরম করে নিয়েছি। এখন আর চা দ্রুত ঠাণ্ডা হবে না'।

রাফি একটা ঘুমের হাই তুলে বলল, 'মস্ত বড় আবিষ্কার। এবার ফিজিক্সে নো-বেলটা তাহলে তুই পাবি'। রাজিয়া বলল, 'নতুন আবিষ্কারের কিছু না। ল অব থার্মোডাইনামিক্স। তাপ গরম বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে চলে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ইয়ার্কি বন্ধ করে আমাকে একটা হেল্প করো ভাইয়া'।

রাজিয়া রাফির হাতেও এক কাপ চা দিয়ে একটা কাগজ নিয়ে এসে বলল, 'কী হেল্প লাগবে, সেটাও জিজ্ঞেস করলে না?' রাফি চা খেতে খেতে হেয়ালি করে বলল, 'তাতেও নাহি মিলে নিস্তার, বলেন—কী পর সমাচার?'

—আব্বু দুপুরে বাইরে যেতে আমাকে একটা গল্প দিয়ে বললেন, এই গল্পের সঙ্গে কুরআনের কোন আয়াতের সম্পর্ক আছে, সেটা জানাতে। আমি তো গল্প পড়ে আয়াত মেলাতে পারছি না।

—গল্পের বিষয়বস্তু কী?

—টাইটানিক জাহাজ ডুবে যাওয়া।

রাফি চায়ের কাপ রেখে বলল, 'টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে আবার কুরআনের আয়াতের মিল পেল কীভাবে?' বিষয়টা ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, গল্পটা পড়ে দেখি আগে। রাফি তিন পৃষ্ঠার গল্প পড়ে যা বুঝল, সংক্ষেপে এই—

১০ই এপ্রিল, ১৯১২। মাইকেল জন অতি অস্থিরতার সঙ্গে টাইটানিকে চড়তে যাত্রা করেন। প্রথম শ্রেণির সাধারণ টিকিটের মূল্য ছিল তৎকালীন ১৫০ ইউরো, বর্তমানে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এই অকল্পনীয় দামেও টিকিট সংগ্রহ করা সহজ কথা ছিল না। মাইকেল জন বড় বিজনেসম্যান হয়েও অনেক কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ তিনি খুব আনন্দিত। কারণ তিনিও টাইটানিকে ভ্রমণ করে সাক্ষী হতে যাচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাসের। কিন্তু পথিমধ্যে গাড়িতে কিছু একটা যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়ায় তিনি টাইটানিকে উঠতেই পারেননি। অথচ টাইটানিক যাত্রাস্থল সাউথ্যাম্পটন থেকে দুই ঘণ্টা দেরিতে যাত্রা শুরু করেছে।

মাইকেল জন টাইটানিক ভ্রমণ মিস করে অনেক হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বাসায় এসে নাওয়াখাওয়া একপ্রকার বন্ধ অবস্থা। সবার সঙ্গে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছে, সেই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনেক অভিযোগ আর মন্দ কথা বলে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। তার মতে, গড কেন যাত্রাপথে তার ভালো গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি করলেন, যার ফলে ভ্রমণ মিস হয়েছে, নষ্ট হয়েছে এতগুলো টাকা।

মাত্র চার দিন পর যখন তিনি খবর পেলেন, ১৫ই এপ্রিল স্বপ্নের জাহাজ টাইটানিক উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে গেছে এবং শত শত যাত্রী সাগরে মারা পড়েছে, তখন মুহূর্তের মধ্যে জন দুঃখ হতাশার চেয়ে হাজার গুণ বেশি আনন্দিত হয়ে

৯৫* আই.টি ম্যানেজার, হাবরুল উম্মাহ মডেল মাদরাসা, লক্ষ্মীপুর।

গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, গড যদি গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি দিয়ে তার যাত্রা মিস না করাতেন, তাহলে তিনিও মৃতদের একজন হতে পারতেন। তাছাড়া ১৫০ ইউরোর চেয়ে তার জীবন বেশি মূল্যবান।

জামিল সাহেব গল্পের শেষে সৃজনশীল প্রশ্নের মতো লিখে রেখেছেন, 'গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত লিখো'।

রাজিয়া এসে জিজ্ঞেস করল, 'কূলকিনারা হয়েছে, ভাইয়া? নাকি তোমার মাথাও আমার মতো হ্যাং হয়ে গেছে?' রাফি বলল, 'হ্যাংয়ের যুগ আছে এখন? চ্যাটজিপিটি-কে জিজ্ঞেস করলাম, সমুদ্রে দুর্ঘটনা বা বিপদ-আপদ নিয়ে কুরআনে কোন আয়াত আছে? চ্যাটজিপিটি আয়াত বের করে দিয়েছে। লিখে ফেল। অবশ্য গল্পে একটা ব্যাপার ভুল আছে'।

রাজিয়া কলম হাতে নিয়ে বলল, 'কোন ব্যাপার?'

—আমি গুগল করে দেখছি, প্রায় ১২ জনের বেশি টাইটানিকের টিকিট কেটেও বিভিন্ন কারণে ভ্রমণ মিস করেছে। তাদের মধ্যে মাইকেল জন নামে কেউ নেই। আব্বু মাইকেল জন পেল কোত্থেকে?

—আমার মনে হয়, এরকম হুবহু ঘটনা ঘটেনি বলে আব্বু বাস্তব চরিত্রের নাম ব্যবহার করেননি, তাঁর গল্পে একটা রূপক নাম নিয়েছেন। তুমি আয়াত বলো, লিখে রাখি।

রাফি হাতে ফোন নিয়ে বলল, সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৭ নম্বর আয়াত— 'আর যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ'।

জামিল সাহেব আছরের পর বাসায় ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে, এক কাপ চা খেয়ে সকালের বাসি পত্রিকা দেখছেন। কিছুক্ষণ পর রাজিয়া এসে আনন্দিত মনে গল্পের সঙ্গে লিখে রাখা আয়াত দেখিয়ে বলল, 'তোমার গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত আয়াত খুঁজে বের করেছি, আব্বু'।

জামিল সাহেব চশমা চোখে দিয়ে আয়াতের ওপর চোখ বুলিয়ে চুপ করে রইলেন। রাজিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'তুমি কি ভেবেছ, আমি পারব না, আব্বু?' জামিল সাহেব হাতের ইশারায় রাজিয়াকে বসতে বললেন। রাজিয়া খুশি মনে বসল।

জামিল সাহেব বললেন, 'গল্পের মূল জিনিস তুই ধরতে পারিসনি। তোর লেখা আয়াত হচ্ছে, মারাত্মক বিপদে পড়লে সবাই অন্য উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহকে ডাকে। হয়তো টাইটানিকের যাত্রীরা ডুবে যাওয়ার সময় তাই করেছিল। কিন্তু আমাদের মূল বিষয় টাইটানিক ডুবে যাওয়া নয়; টাইটানিকে উঠতে না পেরে মাইকেলের বেঁচে যাওয়াটাই মূল বিষয়। এই সহজ ব্যাপার ধরতে পারলি না কেন?'

রাজিয়া নিম্নস্বরে বলল, 'সেটা ধরতে পেরেছি'।

—ধরতে পারলে এই আয়াত তো আসার কথা না?

রাজিয়া চুপ করে রইল। জামিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, গত মাসে সূরা আল-বাক্বারাহ অর্থসহ পড়তে বলেছিলাম। পড়েছিস? রাজিয়া মেজাজ খারাপ করে মনেমনে বলল, 'ভাইয়ার ওপর নির্ভর করাটাই বিরাট ভুল হয়েছে। এআই মুফতী সেজে আছে। ছুটাচ্ছি আজ এআই মুফতীগিরি'।

জামিল সাহেব বললেন, 'বিড়বিড় করছিস কেন? পড়িসনি?' রাজিয়া সংবিৎ ফিরে বলল, 'জি, পড়েছি'।

—গল্পে আমরা কী বুঝলাম? আমাদের অনেক চাওয়া আছে, যা আমরা নিজের জন্য ভালো মনে করি, কিন্তু আল্লাহ আমাদের তা দেন না। কারণ আমাদের চাওয়া ব্যাপারটাতেই আমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণ আছে। এমন একটা আয়াত আছে না সূরা আল-বাক্বারায়?

—এখন ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি, আব্বু। এক মিনিট, আয়াতটা খুঁজে বের করছি।

রাজিয়া পটাপট বাংলা হাদিস অ্যাপস থেকে সূরা আল-বাক্বারার ২১৬ নম্বর আয়াত বের করে শুনাল, 'হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না'। তার মানে ভালো কিছু চেয়ে এবং নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি না পাওয়া যায়, রাগান্বিত হওয়া যাবে না, আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। হতে পারে সেটাতে কোনো অকল্যাণ আছে। আবার খারাপ কিছু ঘটলেও ছবর করতে হবে। হয়তো তাতেও কোনো কল্যাণ আছে, যা আল্লাহ জানেন। আমরা জানি না।

জামিল সাহেব বললেন, 'এইতো বুঝেছিস। ভবিষ্যতে ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হবে। দেখতো, তোর মাকে বলেছিলাম আরেক কাপ চা দিতে, এখনো দিচ্ছে না কেন? মনে হচ্ছে আরেকটা চা খেলে ভালো লাগবে'। রাবেয়া বেগম অনতিদূর থেকে বললেন, 'তাতে অকল্যাণ আছে, সুগার'। জামিল সাহেব চশমার ওপর দিয়ে একবার তাকিয়ে ভিন্ন কিছু বললেন না। রাজিয়া হাসতে হাসতে কিচেনের দিকে গেল।

কবিতা

যখন কাঁপবে ধরার বুকে

[সূরা আয-যিলযাল অবলম্বনে]

-মো. শাহাবুদ্দীন
সহকারী শিক্ষক, বেলেরমাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর।

যখন কাঁপবে ধরার বুকে, ভয়াল সেই দিন,
ভূমি যেন খুলে দেবে লুকানো সব ঋণ।
অন্তরে যা ছিল গোপন, প্রকাশ পাবে সব,
মানুষ তখন ভাববে শুধু—কোথায় তার রব?
পাহাড়, নদী, গাছপালা—সবই হবে স্তব্ধ,
প্রতিটি প্রাণ সাক্ষ্য দেবে, সত্য হবে স্পষ্ট।
ধরার বুকে যত আমল, ক্ষুদ্র কিংবা বড়,
এক কণাও হারাবে না, ফিরবে আবার ঘর।
যে করেছিল সৎকর্ম, বিন্দু পরিমাণ,
দেখবে সে তার প্রতিদান, দিবে তাকে সম্মান।
আর যে করেছে অন্যায়, লুকিয়ে অন্ধকারে,
সেও দেখবে ফল তার, দাঁড়িয়ে বিচারের দ্বারে।
হে মানব! আজই ভাবো—কী নিয়ে যাবে সাথে?
দুনিয়ার সব মায়া ক্ষণিক, শেষ হবে এক রাতে।
আয-যিলযাল ডাক দেয়—ফিরে আসো পথে,
মুক্তির একমাত্র উপায় সত্যের পথে।

লাগে ভীষণ ডর!

-মো. সামিউল ইসলাম রাসেল
সিরাজগঞ্জ।

সাড়ে তিন হাত মাটির খাঁচা
অন্ধকার ঐ ঘর,
থাকতে হবে এই বিছানায়
সারা জীবন ভর।
লোভ-লালসা টাকাকড়ি
দিচ্ছে যে রোজ ফাঁকি,
তবুও কেন এ তামাশায়
নানান ছবি আঁকি।
দিন চলে যায় রাত চলে যায়
কেমন করে থাকি,
অন্ধকার ঐ ঘরের খবর
কখনো কি রাখি?
আপন আপন করছি যাদের
তারাই হবে পর,
কেমন করে থাকব একা
লাগে ভীষণ ডর!

ঝলসে গেছে অন্তর

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

ঝলসে গেছে অন্তর আমার
দুনিয়ার কত পাপে!
পাহাড়সম গুনাহ আমার
প্রভু বিনে কে মাফে?
ঝলসে যাওয়া অন্তরটাকে
শান্তি দাও একটু প্রভু,
নফসের ধোঁকায় পড়ে যে
ডাকিনি তোমায় কভু!
পাপের অনলে ঝলসে যাওয়া
আমার কালো এই আত্মায়,
তোমার নূরের চেরাগ জ্বালো
যেন একটু আলো পায়।
হেদায়াত দাও গো আল্লাহ
পাপিষ্ঠ নরাধমে,
তোমার দ্বারস্থ হই আমি
রয়েছ দমে দমে।

পরিণতি

-মো. মিনারুল ইসলাম বিন ইউসুফ আলী
অধ্যয়নরত, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ধর্ষকের পরিণতি দেখতে কি পাস?
ফাঁসির রশি যে ডাকে, কেন মরতে চাস?
ধর্ষণ ও খুনে আর কেউ বাড়াস না হাত,
যদি না হয়ে থাকিস তোরা হায়নার জাত!
দেশজুড়ে এই সাজা চলমান থাক,
এই পাপীর দল কঠিন শাস্তি পাক।
বাস্তবায়ন করো খুন-ধর্ষণের আইন,
ক্ষমতার লোভে যেন তা না হয় মলিন।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশের চাহিদা মিটিয়ে অস্ত্র যাবে বিদেশে: সেনাপ্রধান

সমরাস্ত্রে বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা ও রপ্তানি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গত ২৮ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাটে দেশের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা অস্ত্র উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তর চুক্তি অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান উল্লেখ করেন, 'শুধু আমদানি করা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়'। এ লক্ষ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া জলিল টেক্সটাইল মিলের প্রায় ৫৫ একর জমিতে বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি (বিওএফ)-এর সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। নতুন এই আধুনিক কারখানায় তিন বাহিনীর পাশাপাশি অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদিত হবে। সেনাপ্রধান আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হবে, যা দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পকে একটি লাভজনক রপ্তানিমুখী শিল্পে রূপান্তর করবে এবং বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূ-রাজনৈতিক চাল: কেএনএফ ও 'র'-এর নেপথ্য তৎপরতা

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা ক্ষুণ্ন করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশি-বিদেশি চক্রের গভীর ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দালিলিক প্রমাণ ও গোয়েন্দা তথ্য মিলেছে। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে কৃত্রিম অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত তৈরিতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) এবং পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও উদ্ধারকৃত নথির তথ্যমতে, ভারতের মিজোরাম সীমান্তে সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (KNF)-কে অর্থ, আধুনিক ভারী অস্ত্র ও কৌশলগত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে 'র'। ভারতের মূল পরিকল্পনা হলো বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের একাংশ নিয়ে একটি খ্রিষ্টানপ্রধান 'বাফার স্টেট' বা 'স্বাধীন জুম্মল্যান্ড' গঠন করা। এই লক্ষ্যে ইউপিডিএফ এবং কেএনএফ-কে ব্যবহার করে পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা বাধানো এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সুপরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে। একই সাথে কিছু বিদেশি অর্থপুষ্ট এনজিও এবং ভারতের মূলধারার গণমাধ্যম পাহাড় থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে 'জাতিগত নিপীড়নের' মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই উগ্রবাদী দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে পার্বত্য অঞ্চলে কঠোর ও চিরুনি অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

হিমালয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়: দক্ষিণ এশিয়ায় বড় দুর্যোগের শঙ্কা

নেপালের ল্যাংটাং লিরুং পর্বতে সাম্প্রতিক হিমবাহ ও পাথরধসের ঘটনা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বড় প্রাকৃতিক

দুর্যোগের সংকেত দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের ‘পারমাফ্রস্ট’ বা স্থায়ী বরফস্তর দ্রুত গলে যাওয়াই এর মূল কারণ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, লাখ লাখ টন পাথর ও কাদার এই ধস নেপালের ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদীর স্বাভাবিক গতিপথ অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ফলে ভাটির দেশ ভারত ও বাংলাদেশের নদী অববাহিকায় আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। এই উজান থেকে নেমে আসা বিপুল পলি ও ঢলের কারণে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারীর চরাঞ্চল দ্রুত প্লাবিত হওয়ার সম্ভবনাকে বৃদ্ধি করছে। অতিরিক্ত পলির কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে তীব্র নদীভাঙন দেখা দেবে এবং নদীর গতিপথ বদলে কৃষিজমি ও অবকাঠামো ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে। এই নজিরবিহীন সংকট মোকাবিলায় ভারত, নেপাল ও চীনের সাথে যৌথ উপগ্রহ নজরদারি ও রিয়েল-টাইম ডাটা শেয়ারিং ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ড্রেজিং, বেড়িবাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং চরাঞ্চলের মানুষের জন্য আধুনিক আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরী। উল্লেখ্য, (তথ্য: ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) নেপালে ভয়াবহ হিমবাহ ও পাথরধসে ১৩০০ জন নিহত এবং ৫৯০ বিদেশি পর্যটকসহ প্রায় ৪০০০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। কাদার তোড়ে বাড়িঘর, ছয়টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সীমান্ত পোর্ট বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রায় ৯৩,০০০ মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

মুসলিম বিশ্ব

গাযায় সাড়ে ৩ লাখ রোগীর তীব্র ওষুধ সংকট: ধসে পড়েছে স্বাস্থ্যখাত

ফিলিস্তীনের গাযা উপত্যকায় সাড়ে ৩ লাখেরও বেশি দীর্ঘমেয়াদী রোগী তীব্র ওষুধ ও চিকিৎসা সংকটে চরম ঝুঁকিতে রয়েছেন। ফিলিস্তীনি মেডিকেল রিলিফ সোসাইটির (PMRS) তথ্যমতে, অবরোধের কারণে উপত্যকাটিতে জরুরী ওষুধের ঘাটতি ৫২% এবং প্রয়োজনীয় মেডিকেল সামগ্রীর ঘাটতি ৭০% ছাড়িয়েছে। বর্তমানে গাযার ক্রনিক রোগীদের প্রায় ৭০% নিয়মিত ওষুধ পাচ্ছেন না। ডায়াবেটিস রোগীরা ইনসুলিনের অভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া হাসপাতালগুলোর এক্স-রে ও সিটি স্ক্যানসহ ৮০% রোগ নির্ণয়কারী সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেছে। খাদ্য ও ওষুধের অভাবে গাযার ১০% শিশু চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। উন্নত চিকিৎসার অভাবে বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা ২০,০০০ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা সহায়তা না পৌঁছালে গাযার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

নতুন যুগের সম্ভাবনা : মানব মস্তিষ্কের কোষ দিয়ে ডেটা সেন্টার তৈরির উদ্যোগ

জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্কের কোষ ব্যবহার করে ডেটা সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান Cortical Labs। প্রতিষ্ঠানটির তৈরি ‘CL1’ নামের বায়োলজিক্যাল কম্পিউটারে স্টেম সেল থেকে তৈরি প্রায় ২ লাখ মানব নিউরন ব্যবহার করা হয়। এসব নিউরনকে মাইক্রোইলেকট্রোডের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ২০২৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি মেলবোর্ন ও সিঙ্গাপুরে এ ধরনের বায়োলজিক্যাল কম্পিউটিং অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগের কথা জানিয়েছে। সিঙ্গাপুরে একটি ডেটা-সেন্টার র‍্যাক ইতোমধ্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি CL1 ইউনিট প্রায় ২৫ ওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং একটি র‍্যাকের ব্যবহার প্রায় ৮০০–১,০০০ ওয়াট বলে Cortical Labs জানিয়েছে। প্রচলিত কম্পিউটারের মতো শুধু নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ না করে জীবন্ত নিউরনগুলো সংকেতের মাধ্যমে শিখতে ও প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। গবেষকদের লক্ষ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কিছু কাজ কম শক্তি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা। তবে প্রযুক্তিটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। এর বড় পরিসরে ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈতিকতা নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

জামি‘আহ সংবাদ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশ ও প্রতিষ্ঠানের গৌরব বাড়ালো আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর ১৭ কৃতী শিক্ষার্থী

সঊদী আরবের মদীনা মুনাওয়ারার ঐতিহাসিক আল-জামি‘আহ আল-ইসলামিয়্যাহ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)-তে এ বছর উচ্চ শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ’-এর ১৭ জন শিক্ষার্থী। গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত তালিকায় তাদের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ভর্তির সুযোগপ্রাপ্তদের মধ্যে আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ রাজশাহী শাখা থেকে রয়েছেন ১৩ জন শিক্ষার্থী। তারা হলেন— হুসাইন আহমাদ (রাজশাহী), মো. সিফাতুল্লাহ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মো. নাসের আলী (দিনাজপুর), মো. জুবায়ের হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মো. মাহবুব আলম (রাজশাহী), মো. সাদিকুল ইসলাম (দিনাজপুর), মো. মুস্তাকিম বিল্লাহ (জয়পুরহাট), মো. রবিউল ইসলাম (দিনাজপুর), মো. আবুজার গিফারী (রাজশাহী), সায়্যিদ তাসনীম আল আমান (রাজশাহী), মো. সেলিম রেজা (নওগাঁ), মো. ওবাইদুল্লাহ (রাজশাহী) এবং মো. তানভীর আহমেদ (নাটোর)। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানটির নারায়ণগঞ্জ শাখা থেকে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন ৪ জন শিক্ষার্থী। তারা হলেন— মো. আব্দুল্লাহ (জামালপুর), আব্দুল আজিজ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), ইয়াসিন আরাফাত (নোয়াখালী) এবং মুস্তাকিম (কিশোরগঞ্জ)। ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ দ্বারা পরিচালিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এমন গৌরবময় ও যুগান্তকারী সাফল্যে দেশজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এক প্রতিক্রিয়ায় আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর মহাপরিচালক ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এই আন্তর্জাতিক সাফল্যে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন এবং শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

দাওয়াত সংবাদ

দেশব্যাপী ‘মক্তব অলিম্পিয়াড সিজন-২’-এর অডিশন শুরু

সারা দেশের মক্তবপড়ুয়া কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে শুরু হয়েছে ‘মক্তব অলিম্পিয়াড সিজন-২’। ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক পরিচালিত ‘আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ’-এর তত্ত্বাবধানে ‘মক্তবের আঙিনা থেকে মেধার মঞ্চে’ স্লোগানকে সামনে রেখে দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতার অডিশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের তিন জেলা— রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ কেন্দ্রে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রাথমিক অডিশন ও পরীক্ষা। গত ১ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে উদ্বোধনের পর, ২ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং ৩ সেপ্টেম্বর নওগাঁর মহাদেবপুরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে ‘নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ অডিশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আয়োজকরা জানান, তৃণমূল পর্যায়ের শিশুদের ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতেই এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য জেলাতেও এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। চূড়ান্ত বাছাই শেষে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে।

ত্রাণ থেকে পুনর্বাসন: বাঁশখালীতে ৩০ বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে গরু-ছাগল বিতরণ

বাঁশখালী, ২০ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. (বৃহস্পতিবার): বন্যায় গবাদিপশু হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ৩০টি বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে গরু-ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাঁশখালী উপজেলা কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব গবাদিপশু বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবারের মধ্যে ৭টি গরুর বাছুর ও ২৩টি ছাগল বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি ও স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাকি অংশ ৫০নং পেজে

সওয়াল-জওয়াব

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১): মাঝে মাঝে ইস্তিঞ্জার পর প্রস্রাবের খুব ছোট ছোট ফোঁটা বের হওয়া, কাপড় পরিবর্তন করা এবং ওযূ করার কারণে কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হয়। সেই সময় আমার মনে হয় যে, ইসলাম খুব কঠিন; কিন্তু আমি তেমনটা অনুভব না করার চেষ্টা করি, তবুও পারি না। এটা কি কুফরের অন্তর্ভুক্ত? এমতাবস্থায় কী করব?

-আব্দুর রহীম
ঢাকা।

উত্তর: ক. ইসলামের কোনো বিধান এমন নেই, যা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ‘আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يُرِيۡدُ اللّٰهُ بِكُمُ الۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيۡدُ بِكُمُ الۡعُسۡرَ ‘আল্লাহ (বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে) তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করতে চান না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। সুতরাং ইসলামকে খুব কঠিন ভাবার কারণ হলো অজ্ঞতা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ইসলাম পালন করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ইসলাম পালন করা সহজ করে দেবেন। কোনো বিধান পালন করার সময় সেটাকে ভারী মনে হওয়া এবং এই কারণে ইসলামকে কঠিন ভাবা কুফরী নয়। এক্ষেত্রে করণীয় হলো আল্লাহর নিকট দু‘আ করা, যেন তিনি দ্বীন পালন করা সহজ করে দেন। খ. ইস্তিঞ্জার পর প্রস্রাবের ছোট ছোট ফোঁটা বের হওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে হলে এবং তা রোগ মনে করলে চিকিৎসা করবে। অন্যথায় প্রস্রাব আসলেও এভাবে ছালাত আদায় করবে।

ছালাত

প্রশ্ন (২): আমাদের এলাকায় প্রায় সব মসজিদে ফরয ছালাতের সময় অনেক ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। আমি যদি কারো পায়ের সাথে পা লাগাতে চাই, তাহলে তারা পা সরিয়ে নেয়। তারা রেগে যায়। তারা মনে করে পায়ের সাথে পা লাগালে তাদের অসম্মান করা হয়। ইমাম ছাহেবরাও এ ব্যাপারে জোরালো কোনো কথা বলে না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-সাহেল ইমতিয়াজ
চন্ডিপুর, শ্রীপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: জামাআতে ছালাত আদায় করার সময় কাতার সোজা করে পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়েই দাঁড়াতে হবে। এটাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আদেশ। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে বলতেন, ‘কাতার সোজা করো এবং পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক দিয়েও দেখি’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৭১৮, ৭১৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৪)*। অপর বর্ণনায় আছে, (রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর এ কথা শুনে) আমাদের লোকেরা একজন অপরজনের কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৮২৪; আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৫৭৯৭)*। নু‘মান ইবনু বশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৭১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা কাতার সোজা করো, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও, কাতারের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করো, ডানা নরম করো (আবূ ঈসা বিআইদি ইখওয়ানিকুম অংশটুকু বলেননি) তোমরা শয়তাদের জন্য ফাঁকা জায়গা রেখে দিয়ো না। ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। আর যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে না অথবা কাতার বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন’ *(নাসাঈ, হা/৮২৭)*। সুতরাং উক্ত সুন্নাত পালনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। যদি কেউ পায়ের সাথে পা মেলাতে সম্মত না হয়, তাহলে তাকে উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা নছীহত করতে হবে। ইমাম ছাহেবকে অনুরোধ করতে হবে, যেন তিনি মুছল্লীদের এই ব্যাপারে নছীহত করেন। এরপরও যদি দাওয়াতে কাজ না হয়, তাহলে একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না।

প্রশ্ন (৩): ইমাম ছালাতে ভুল করেছে। এখন মুক্তাদী জানা সত্ত্বেও ভুল সম্পর্কে ইমামকে অবগত করেনি। এখন কি মুক্তাদীর কোনো পাপ হবে?

-বাবু
রাজশাহী।

উত্তর: ছালাতে ইমামের কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে মুক্তাদীর উচিত তাকে অবহিত করার জন্য ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, «من نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ». ‘ছালাতে কোনো ভুল সম্পর্কে যে ব্যক্তি অবগত হবে, সে যেন অবশ্যই বলে, সুবহানাল্লাহ’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১২১৮)*। সুতরাং যদি ইমাম ছাহেবের ভুল এই পর্যায়ের হয়, যার কারণে ছালাত বাতিল হয়ে যায়, তাহলে এই ভুল সম্পর্কে তাকে অবগত করা ওয়াজিব। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে গুনাহ হয়। তবে যদি বেখেয়ালে অবগত করতে না পারে, তাহলে গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (৪): মাঝে মধ্যে কোনো কারণ ছাড়াই ছালাত জমা করে পড়া যাবে কি?

-আমিনুল
বরিশাল।

উত্তর: সফরের ওযর থাকলে যোহর ও আছর বা মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা যায়। আর যদি রাতে অতিবৃষ্টি, প্রচণ্ড শীত বা ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়; তাহলে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা যায় *(ছহীহ বুখারী, হা/১০৯১, ১১০৭)*। কোনো কারণ না থাকলেও দুই ছালাত একত্রে আদায় করা যায়। তবে নিয়মিত এমন করা যাবে না।

প্রশ্ন (৫): ভ্রমণে বের হওয়ার সময় ছালাত কি একাকী পড়বে, নাকি জামাআতে পড়তে হবে? কোনটি উত্তম?

-মোকছেদুল
পিরোজপুর।

উত্তর: ভ্রমণে বের হওয়ার সময় যদি যথেষ্ট সময় থাকে এবং জামাআতে ছালাত আদায় করলে পরিবহনে যথাসময়ে উপস্থিত হতে সমস্যা না হয়, তাহলে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা উত্তম। আর যদি সমস্যা হয়, তাহলে একাকী ছালাত আদায় করতে পারে অথবা দুই ছালাত একত্রে আদায় করতে পারে। অর্থাৎ যোহরের সময় সফরে বের হলে এবং সুযোগ থাকলে যোহরের সময়ে যোহর এবং আছর একত্রে আদায় করবে এবং কছর করবে (যোহর দুই রাকআত এবং আছর দুই রাকআত আদায় করবে)। আর যদি মাগরিবের সময় সফরে বের হয়, তাহলে এশার ওয়াক্তে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করবে। এক্ষেত্রে মাগরিব তিন রাকআত এবং এশা দুই রাকআত আদায় করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১০৯১, ১১০৭)*।

প্রশ্ন (৬): আমি একটি গ্যাস পাম্পে রাতে ডিউটি করি। আমাকে রাত একটা থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত ডিউটি করতে হয়। আমি তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে চাই। কিন্তু ছালাত আদায়ের বিশেষ জায়গা নেই। আমি কি এ অবস্থায় চেয়ারে বসে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারব?

-সাহেল ইমতিয়াজ
চণ্ডিপুর, শ্রীপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: ছালাত আদায় করার জন্য বিশেষ স্থানের প্রয়োজন হয় না। বরং পৃথিবীর সকল স্থানে (নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ব্যতীত, যেমন- কবরস্থান, অপবিত্র জায়গা ইত্যাদি) ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পুরো পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫)*। সুতরাং যদি স্থান পবিত্র হয়, তাহলে আপনি সেই স্থানে ছালাত আদায় করতে পারবেন। সুবিধার জন্য জায়নামায বা কোনো কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। উল্লেখ্য, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম হলে চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করা জায়েয নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭)*।

প্রশ্ন (৭): মাগরিব বা এশার ছালাতের জামাআত শেষ হওয়ার পর মুছল্লীগণ যখন সুন্নাত ছালাত আদায় করেন, সেই সময়ে আমরা যারা পরে মসজিদে এসে মাগরিব বা এশার ফরয ছালাত আদায় করব, তখন আমরা কিরাআত সশব্দে পড়ব, নাকি নীরবে পড়ব?

-মো. জিল্লুর রহমান
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর: মাগরিব বা এশার ছালাতের জামাআতের পরে পুনরায় কয়েকজন মিলে দ্বিতীয় জামাআত করলে ইমাম যাহরী (সশব্দে) তেলাওয়াত করবেন। কেননা মাগরিব ও এশা ছালাতে যাহরী (সশব্দে) তেলাওয়াত করা সুন্নাত *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৬৩, ৭৬৫, ৭৬৯)*। সফর থেকে ফেরার পথে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-এর ফজরের ছালাতে জাগ্রত হতে না পারা এবং নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের ফজরের ছালাত কাযা হওয়ার ঘটনায় এসেছে, তখন বেলাল রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু ছালাতের আযান দিলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে দুই রাকআত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করলেন এবং প্রতিদিনের মতো করে ফজরের ফরয ছালাত আদায় করলেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪৮)*। তবে একাকী ছালাত আদায়কারী যাহর (সশব্দে) ও ইসরারের (নীরবে) মধ্যে যে কোনোটি বেছে নিতে পারে। তবে কোনো বাধা না থাকলে যাহর করাই উত্তম *(মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া, ২৩/১১০)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৮): চা পাতা ও মেহেদি দিয়ে পাকা চুল রং করা যাবে কি? করলে কি ছালাত হবে?

-আবু বকর
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: চা-পাতা ও মেহেদি ব্যবহার করে পাকা চুল রং করা জায়েয। এতে ওযূ বা ছালাতের কোনো অসুবিধা হবে না। বরং পাকা চুল পরিবর্তনের জন্য মেহেদি ও কাতাম (এক ধরনের ঘাসের রস) ব্যবহার করার ব্যাপারে হাদীছে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা পাকা চুল পরিবর্তনের জন্য যে বস্তু ব্যবহার কর, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো মেহেদি ও কাতাম (এক ধরনের ঘাসের রস)’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪২০৫)*। তবে পাকা চুল খাঁটি কালো রং করা থেকে বিরত থাকতে হবে। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবূ কুহাফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মাথা ও দাড়ির চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এটিকে কোনো কিছু দ্বারা পরিবর্তন করো, তবে কালো রং থেকে বেঁচে থাকো’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১০২)*। অতএব, মেহেদি ও চা-পাতাসহ বৈধ উপকরণ দ্বারা পাকা চুল রং করা জায়েয এবং এতে ছালাতের কোনো সমস্যা নেই; তবে খাঁটি কালো রং ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৯): ছালাত আদায়কালীন সময়ে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞা কি ছালাতের বাইরে অন্যান্য সময়েও প্রযোজ্য হবে?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: না, এ বিধান শুধু ছালাতের জন্য প্রযোজ্য। তাই ছালাত আদায়কালীন সময়ে ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না।

যাকাত-ছাদাকা

প্রশ্ন (১০): আমি মূলত ২০ টাকা দেওয়ার নিয়্যত করেছি সেটাই দিতাম। কিন্তু পাশে বসা ব্যক্তি বেশি দেওয়ায় আমিও ৫০ টাকা দান করি। পরে মনে হলো, এটা কি রিয়া হলো? এমন কাজ করা যাবে কি? এটা কি রিয়া হবে?

-সবীরুল হক
রংপুর।

উত্তর: অন্যকে ভালো কাজ করতে দেখে উৎসাহিত হওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে উক্ত কাজটির প্রতি প্রতিযোগিতা করা ইসলামী শরীআতের নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা কল্যাণকর কাজে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করে, তার জন্য সেই কাজের ছওয়াব রয়েছে এবং তার পরে যারা সেই অনুযায়ী আমল করবে, তাদের ছওয়াবও সে পাবে; তবে এতে তাদের ছওয়াবের সামান্য পরিমাণও কমানো হবে না’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭)*। সুতরাং ২০ টাকা দান করার নিয়্যত করে কেউ যদি ৫০ টাকা দান করে, তাহলে তা রিয়া হবে না। তবে মানুষকে দেখানো ও মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি এমনটি করে, তাহলে তা রিয়া ও শিরক হবে।

হজ্জ

প্রশ্ন (১১): যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়নি তার দ্বারা বদলি হজ্জ করানো যাবে কি?

-শরীফ আহমেদ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়নি, তাকে দিয়ে বদলি হজ্জ করানো জায়েয, যদি সে পূর্বে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে, সে যদি পূর্বে নিজের হজ্জ আদায় না করে থাকে, তাহলে তার দ্বারা অন্যের বদলি হজ্জ করানো জায়েয নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে শুনে তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ আদায় করার নির্দেশ দেন *(আবূ দাঊদ, হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ, হা/২৯০৩)*।

প্রশ্ন (১২): কোনো ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হওয়ার পরে কি নফল উমরা করা যাবে, নাকি আগে হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে? অনেকেই দেখি, আর্থিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উমরা করতে যান, কিন্তু হজ্জ করার ব্যাপারে গাফলতি বা বিলম্ব করেন।

-মামুনুর রশীদ
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: হজ্জ ইসলামের অন্যতম রুকন *(ছহীহ বুখারী, হা/০৮)*। সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ আদায় করা ফরয *(আলে ইমরান, ৩/৯৭)*। সুতরাং হজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করে দ্রুত হজ্জ পালন করা ফরয। আর হজ্জ বিলম্ব করে উমরা পালন করতে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৩): মেয়েরা যদি পর্দা করে, তাহলে বালিকা স্কুল বা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করা কি জায়েয?

-আনিছুর রহমান
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: শারঈ পর্দা, দৃষ্টি সংযম, খালওয়া (নির্জনতা) পরিহার, প্রয়োজনীয় সীমিত যোগাযোগ এবং শরীআতবিরোধী পরিবেশ থেকে মুক্ত বালিকা স্কুল/মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করা জায়েয। আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা আপনার সান্নিধ্য লাভের ক্ষেত্রে আমাদের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিলেন। সেই নির্দিষ্ট দিনে তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের উপদেশ দিলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করলেন। তিনি তাদের যা বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল, 'তোমাদের মধ্যে যে কোনো নারী তার তিনজন সন্তানকে হারায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে যাবে'। তখন একজন নারী জিজ্ঞাসা করলেন, দুজন সন্তান হলে? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দুজন সন্তান হলেও' *(ছহীহ বুখারী, হা/১০১)*। তবে নারী শিক্ষিকা হলে বিষয়টি অধিকতর নিরাপদ ও উত্তম।

প্রশ্ন (১৪): আমার বিয়ের ১ বছর পার হয়ে গেছে। বাচ্চা নিতে চাচ্ছি, কিন্তু কনসিভ হচ্ছে না। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ বা চিকিৎসা নিয়ে বাচ্চা নেওয়া জায়েয হবে কি? নাকি অপেক্ষা করব?

-মোকছেদুল
পিরোজপুর।

উত্তর: বাচ্চা দেওয়ার মালিক আল্লাহ তাআলা। বান্দার করণীয় হলো নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা চাইলে কখনো অল্প সময়ের ব্যবধানে বাচ্চা পেটে চলে আসে। আবার যখন তিনি চান বিলম্ব করে বাচ্চা দান করেন। তাই বান্দার করণীয় হলো ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর আস্থা রাখা। তবে বিলম্ব হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো শারিরীক অসুস্থতা বা জটিলতা আছে কি-না তা জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ এবং ঔষধ গ্রহণ করা জায়েয। এরপর যদি বাচ্চা হয়, তাহলে তা ঔষধের কারণে হয়েছে এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না। এমন বিশ্বাস রাখা শিরক *(আশ-শূরা, ৪২/৪৯)*।

প্রশ্ন (১৫): আমাদের গ্রামে আগে হিন্দুদের পূজাকে কেন্দ্র করে একটি মেলা হতো। বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর এ বছর আবার মেলা হয়েছে, তবে এবার কোনো পূজা নেই। মুসলিমরাই আয়োজন করছে। কিন্তু মেলায় লাঠিখেলা, ঢোল, গান-বাজনা ইত্যাদি রয়েছে। প্রশ্ন হলো এই মেলাকে কেন্দ্র করে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো কি জায়েয? শুধু কেনাকাটার জন্য মেলায় যাওয়া বা বাচ্চাদের জন্য খেলনা কেনা কি জায়েয?

-আলমাছ আকন্দ
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: যেসব মেলা বিধর্মীদের ধর্মীয় বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে গান-বাজনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা বা অন্যান্য শরীআতবিরোধী কর্মকাণ্ডের আয়োজন থাকে, সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। কারণ এসব কার্যক্রম মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনী জীবন থেকে গাফেল করে এবং গুনাহের কাজে সহযোগিতার কারণ হতে পারে। সুতরাং এ ধরনের মেলা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া, মেলায় যাওয়া বা সেখানে অনুষ্ঠিত হারাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অনুরূপভাবে, এমন আয়োজনকে সমর্থন বা উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সেখানে কেনাকাটা করাও পরিহার করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৬): ফ্ল্যাট বিক্রির ৫০ লাখ টাকা একটি সূদী ব্যাংকে জমা ছিল। একই হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিটের প্রায় ৫ লাখ টাকা সূদ জমা হয়েছে, তবে এখন সূদ নেওয়া বন্ধ করেছি। এই অবস্থায় মূল ৫০ লাখ টাকা দিয়ে কি হজ্জ বা উমরা করা যাবে? আর সূদের ৫ লাখ টাকা কী করতে হবে?

-মামুনুর রশীদ
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: ফ্ল্যাট বিক্রির ৫০ লাখ টাকা যদি সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও হালাল উপায়ে অর্জিত মূলধন হয়, তাহলে সেই টাকা দিয়ে হজ্জ বা উমরা পালন করা জায়েয। একই ব্যাংক হিসাবে অতিরিক্ত ৫ লাখ টাকা সূদ জমা হওয়ার কারণে বৈধ মূলধন হারাম হয়ে যায় না। বরং হালাল মূলধন এবং সূদের অর্থ পৃথক করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫)*। অতএব, ৫০ লাখ টাকা হালাল মূলধন থেকে হজ্জ বা উমরা করা যাবে। পক্ষান্তরে সূদের ৫ লাখ টাকা ব্যক্তিগত ভোগ বা নিজের

কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয নয়। বরং হারাম সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে অথবা মুসলিমদের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে, যেমন- রাস্তা মেরামত, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে। এ অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে ছওয়াবের নিয়্যত করা হবে না, বরং হারাম সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়ার নিয়্যত করতে হবে *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৯/৩২১)*।

প্রশ্ন (১৭): আমাদের এলাকায় ধান কাটার পর জমির নাড়ায় সবাই গরু-ছাগল চরায়, মালিকও কিছু বলেন না। তাহলে মালিকের অনুমতি ছাড়া নাড়া/খড় কেটে আনা কি জায়েয?

-আসাদুজ্জামান
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: যদি কোনো এলাকায় প্রচলিত রীতি এমন হয় যে, জমির মালিকেরা সাধারণভাবে ধান কাটার পর অবশিষ্ট নাড়া গরু-ছাগল চরানোর জন্য ছেড়ে দেন এবং মানুষকে তা কেটে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি হিসেবে গণ্য করেন, তাহলে প্রচলিত রীতিতে মালিককে না বলেই উক্ত নাড়া কেটে নেওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে অংশীদার—ঘাস, পানি ও আগুনে' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৪৭৭)*। তবে জমির মালিক যদি নাড়া/খড় নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেন অথবা স্থানীয় রীতিতে তা অনুমোদিত না হয়, তাহলে মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা নেওয়া জায়েয হবে না। কেননা মানুষের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন (১৮): বর্তমানে দেখা যায়, অনেকে জিন হাজির করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে, বিভিন্ন চিকিৎসা প্রদান করে এগুলো কি ইসলামসম্মত?

-সাজ্জাদ
মাগুরা।

উত্তর: জিনের সাহায্য নেওয়া শরীআতসম্মত নয়। কারণ অদৃশ্য জগতের জিনদের সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই শিরকী ও কুফরী পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়, যেমন- জিনের উদ্দেশ্যে পূজা বা মানত করা, তাদের সন্তুষ্টির জন্য পশু উৎসর্গ করা, কুফরী বা অজ্ঞাত শব্দ উচ্চারণ করা কিংবা শিরকী মন্ত্র দ্বারা তাবীয-কবচ তৈরি করা। এসব কর্মকাণ্ডে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জিনদের অহংকার ও সীমালঙ্ঘন বৃদ্ধি করে দিত' *(আল-জিন, ৭২/৬)*। অতএব, জিনের সাহায্যে কবিরাজি করা, তাবীয-কবচ তৈরি করা বা চিকিৎসা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দু'আ ও যিকিরের মাধ্যমে শারঈ রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক করে চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ঝাড়ফুঁকে শিরক নেই, তাতে কোনো অসুবিধা নেই' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও রুকইয়াহ করেছেন এবং রুকইয়াহ করার অনুমতি দিয়েছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৩৬)*। অতএব, চিকিৎসার ক্ষেত্রে জিনের সাহায্য বা শিরকী-কুফরী পন্থা পরিহার করে কেবল কুরআন-সুন্নাহসম্মত রুকইয়াহ গ্রহণ করাই একজন মুসলিমের করণীয়। তবে সেন্টার খুলে রুকইয়াহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৯): ট্রেনে সাধারণ বগিতে সিট কাটি। কিন্তু এসি বগি ফাঁকা থাকায় সেখানে বসে ভ্রমণ করি। কারণ সেটা ফাঁকায় যাবে। এমন করা যাবে কি, নাকি এটি প্রতারণা? এসি সিটের ভাড়া সাধারণ সিটের দ্বিগুণেরও বেশি।

-সুমাইয়া
বুয়েট কোয়ার্টার।

উত্তর : সাধারণ শ্রেণির টিকিট নিয়ে এসি বগিতে বসা জায়েয নয়, যদিও এসি বগির আসনগুলো খালি থাকে। তাতে চুক্তি ভঙ্গ, প্রতারণা এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিয়ম পরিপন্থী, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়। কারণ টিকিট হলো একটি চুক্তি, যা পরিশোধ করা মূল্যের ভিত্তিতে সেবা ও বসার স্থান নির্ধারণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো' *(আল-মায়েদা, ৫/১)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমগণ তাদের পারস্পরিক শর্তসমূহের ওপর অটল থাকবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৯৪)*। আর এমতাবস্থায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপমান হওয়ার বিষয় থাকে। তবে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অনুমতি নিতে পারে বা এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম থাকলে তা মেনে এ সুবিধা নিতে পারে।

প্রশ্ন (২০): অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় মোবাইল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যদি কোনো ছাত্রের কাছে মোবাইল পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কোনো শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষ ভেঙে ফেলে বা অন্য কাউকে দিয়ে দেয়। এটা করা কী শরীআতসম্মত?

-মামুন
রাজশাহী।

উত্তর: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদের শিক্ষা, আদব-আখলাক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করা। বর্তমানে মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পড়াশোনায় অমনোযোগ, সময়ের অপচয়, অশ্লীলতা, অনৈতিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, ছাত্রদের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ মোবাইল

ব্যবহার নিষিদ্ধ করার নীতিমালা প্রণয়ন শরীআতসম্মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বাধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯)*। ছাত্র নিয়ম ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী কল্যাণকর যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

প্রশ্ন (২১): আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু স্ত্রীকে পর্দায় রাখার মতো উপযুক্ত ও নিজস্ব বাড়ি আমার নেই। আমাদের জমি নদীভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে, বর্তমানে আমরা অন্যের জমিতে বসবাস করছি। অন্যদিকে, বিয়ে না করে নিজের ঈমান ও চরিত্র সংযত রাখা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। ছিয়াম রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ১২ ঘণ্টার চাকরির কারণে তা নিয়মিত পালন করাও কষ্টকর। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মো. ছালেকুর ইসলাম।

উত্তর: এমতাবস্থায় বিবাহ করাই উচিত। কেননা যে ব্যক্তি পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিবাহ করেন, আল্লাহ তাআলা বিয়ের মাধ্যমে তার অভাব দূর করা, তাকে সাহায্য করা ও তার জীবনে বরকতের দরজা খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয়, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(আন-নূর, ২৪/৩২)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহ সাহায্য করবেন- ১. আল্লাহর পথে মুজাহিদ, ২. যে মুকাতাব তার ঋণ পরিশোধ করতে চায় এবং ৩. যে ব্যক্তি পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে' *(তিরমিযী, হা/১৬৫৫)*। সুতরাং নিজস্ব বাড়ি নেই বা আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত নয়—শুধু এ কারণে বিবাহ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, বরং বিবাহ করাই উচিত।

প্রশ্ন (২২): বর্তমানে সালাফী কিছু লোক সামান্য পড়াশোনা ও কিছু কুরআন-হাদীছ মুখস্থ করে দাওয়াতী কাজ করে বা জুমআর খুৎবা দেয়। আবার ফতওয়াও দেয়। এই কাজ কতটুকু শরীআতসম্মত?

-সাফিউল হক
জয়পুরহাট।

উত্তর: ক. দাওয়াতী কাজ অর্থাৎ ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই কাজের পূর্বশর্ত হচ্ছে ইলম অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي '(হে নবী!) বলুন, এটা আমার পথ, যা দ্বারা আমি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি পূর্ণ জ্ঞান ও স্পষ্ট প্রমাণসহ। এ পথে আমি এবং আমার অনুসারীরা আহ্বান করে' *(ইউসুফ, ১২/১০৮)*। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেছেন, باب العلم قبل القول والعمل অর্থাৎ 'কোনো বিষয়ে বলা এবং আমল করার পূর্বে সেই বিষয়ে ইলম অর্জন করা আবশ্যক অধ্যায়' *(ছহীহ বুখারী, ১/২৪)*। সুতরাং পর্যাপ্ত ইলম অর্জন ব্যতীত দাওয়াতী কাজ করা উচিত নয়। খ. ফাতওয়া প্রদান অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ফাতওয়া প্রদানকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, قل الله يفتيكم فيهن '(হে নবী!) বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফাতওয়া প্রদান করেন নারীদের ব্যাপারে' *(আন-নিসা, ৪/১২৭)*। আর এজন্যই ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম রেখেছেন إعلام الموقعين عن رب العالمين অর্থাৎ 'বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করে তাদেরকে (গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে) অবগত করা'। অর্থাৎ যেহেতু ফাতওয়া প্রদান মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাই যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করে, তারা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে। তাহলে অনুধাবন করা উচিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করার কাজটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে! অতএব, এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার-তার করা উচিত নয়। পর্যাপ্ত ইলম অর্জন, নির্ভরযোগ্য আলেমদের স্বীকৃতি লাভের পরই ফাতওয়া প্রদানের মতো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তখনই ফাতওয়া প্রদান শুরু করেছিলেন, যখন বড় বড় প্রায় ৭০ জন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ তাকে এ কাজের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَن أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ 'যাকে ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে, তার পাপের ভাগীদার হবে সেই ব্যক্তি, যে ইলম ছাড়াই তাকে ফাতওয়া প্রদান করেছে' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৬৫৭)*।

প্রশ্ন (২৩): ভূমি অফিসে কয়েক বছর থেকে এক কাজ আটকে আছে। আমি এখন পর্যন্ত ঘুষ দেইনি। কিন্তু কাজটা করা প্রয়োজন। ঘুষ দিলে পরেরদিন কাজ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঘুষ দিতে পারব কি?

-শামিম
নোয়াখালী।

উত্তর: ঘুষ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতার উপর অভিসম্পাত করেছেন *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)*। সুতরাং কোনো কাজ দ্রুত করিয়ে নেওয়ার জন্য ঘুষ প্রদান করা জায়েয নয়। মানুষের কাজ চেষ্টা করা। ফলাফল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর নিকট দু'আ করা উচিত, যাতে দ্রুত কার্য সম্পাদন হয়ে যায়। তবে অনেক সময় মানুষ তার ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। সেক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য এবং যুলম থেকে নিজেকে বাঁচাতে মাযলুম অবস্থায় এটি করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় গ্রহণকারী পাপী হবে।

প্রশ্ন (২৪): আমি শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক উদ্দেশ্যে Artificial Intelligence (AI) ব্যবহার করে ভিডিও তৈরি করি। এসব ভিডিওতে মানুষের চরিত্র AI-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে আমার দুটি প্রশ্ন রয়েছে— ১. কোনো মানুষের রেফারেন্স ছবি ব্যবহার করে AI-এর মাধ্যমে সেই ছবিকে বিভিন্ন স্টাইলে সম্পাদনা (Edit) করা কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয? ২. কোনো মানুষের রেফারেন্স ছবি ব্যবহার করে AI-এর মাধ্যমে ভিডিও তৈরি করা কি জায়েয?

-মো. আল আমিন
সাতক্ষীরা।

উত্তর: AI (Artificial Intelligence অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-এর মাধ্যমে মানুষ বা পশু-প্রাণীর ছবি ও ভিডিও তৈরি করা এবং সেগুলো প্রচার করা জায়েয নয়। কেননা AI দিয়ে হুবহু মানুষ ও প্রাণীর মতো ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হয়। ছবি অঙ্কনকারী যেমন ছবির বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করে, তেমনি AI ব্যবহার করে বিভিন্ন নির্দেশনা (Prompt) দিয়ে ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হয় এবং AI-এর ব্যবহারে মূল ছবির বিকৃতি চলে আসে। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বা প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম, সেহেতু মূল ছবি বিকৃত করে ভিডিও তৈরি করা আরও জঘন্যরূপে হারাম হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা হবে ছবি অঙ্কনকারীদের' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোনো ছবি অঙ্কন করবে তাকে কিয়ামতের দিন তার রূহ দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)*।

প্রশ্ন (২৫): বিউটি পার্লারে গিয়ে বিবাহ বা কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই সাজগোজ করা যাবে কি? যেমন- ফেসিয়াল ও হেয়ার ট্রিটমেন্ট।

-তাইবা রহমান
বননী, ঢাকা।

উত্তর: বিউটি পার্লারে গিয়ে সাধারণ ফেসিয়াল করাতে কোনো সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে সাধারণ হেয়ার ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করতেও সমস্যা নেই। কিন্তু হেয়ার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে নকল চুল লাগানো, চুল অস্বাভাবিক ছোট করা বা বিধর্মী নারীদের মতো হেয়ার কাট করা জায়েয নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৩; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিউটি পার্লারকে কেন্দ্র করে নানা অনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং পার্লারে যাওয়া জায়েয হওয়ার জন্য পরিবেশ ফিতনামুক্ত হওয়া এবং অভিভাবকের অনুমতি থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৬): হারবাল লাইফ কোম্পানি, মাল্টিলেভেল কোম্পানি ও চেইন মার্কেটিং কি বৈধ? এটি হলো ফুড প্রোডাক্ট, যার মাধ্যমে ওয়েট কন্ট্রোলে থাকে।

-রাকিবুল হাসান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বা বহুজাতবিশিষ্ট পণ্য বাজারজাত ব্যবসা পদ্ধতি বর্তমান বাংলাদেশে নতুন একটি ব্যবসা পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করছে। এটি মাল্টিলেভেল মার্কেটিং, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা চেইন মার্কেটিং নামে পরিচিত। এটি এমন একটি ব্যবসা, যাতে ডিস্ট্রিবিউটরদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রি করার এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাঝে আপলাইন ও ডাউনলাইন নামের বহু স্তরের ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হয়। ডাউনলাইনের কোনো ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক বিক্রিত পণ্যদ্রব্যের নির্দিষ্ট কমিশন আপলাইনের ডিস্ট্রিবিউটররা অটোমেটিক পেয়ে থাকেন। এ ব্যবসায় পদ্ধতি ইসলামের মূল শ্রমনীতির সাথে দুই দিক হতে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বৈধ নয়- ১. ভিত্তিগত দিক (Substantive and Theoretical): এম.এল. এম এর পদ্ধতি বিভিন্ন সময় ভিন্ন হলেও ভিত্তিগত দিক সবসময় একই থাকে। তা হলো, নিম্ন লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটরের বিক্রিত পণ্যদ্রব্যের একটি কমিশন সর্বোচ্চ লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটর পর্যন্ত পায়। অর্থাৎ শ্রমবিহীন লাভ তারা পায়, যা ইসলামের শ্রমনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহ বলেন, 'কোনো মানুষই অপরের বোঝা বহন করবে না। মানুষ ততটুকুই পাবে সে যতটুকু চেষ্টা করে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৮-৩৯)*। আর তা বিবেক বহির্ভূতও বটে। কারণ একজন শ্রম ও সময় ব্যয় করবে আর অপরজন যাকে সে চেনেও না, সে তার শ্রমের কমিশনের অংশ ভোগ করবে, এটা অযৌক্তিক। ২. পদ্ধতিগত দিক: (ক) শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম, যা ইসলামী আইন বহির্ভূত। প্রথমত, এতে একজনের শ্রমের লাভ আরেকজন পায়, যা

ইসলাম সমর্থন করে না। দ্বিতীয়ত, বিনিময়বিহীন শ্রম অর্থাৎ একজন ডিস্ট্রিবিউটরের ডান ও বাম উভয় চেইন বা নেট না চললে সে শ্রম দিয়েও পারিশ্রমিক পাবে না, যা ইসলামে হারাম। হাদীছে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তিন শ্রেণির মানুষের সাথে ক্বিয়ামতের দিন ঝগড়া করব। তার একজন হলো, যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার নিকট থেকে কাজ আদায় করার পর মজুরি পরিশোধ করে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/২২২৭; ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪২)*। (খ) সূদের সাদৃশ্য ও দৃঢ় সন্দেহ: ইসলাম সন্দেহযুক্ত বিষয়কে সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সন্দেহযুক্ত বিষয়কে ত্যাগ করো এবং সন্দেহমুক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হও' *(মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৩; তিরমিযী, হা/২৫১৮; নাসাঈ, হা/৫৭১১)*। (গ) জুয়ার সাদৃশ্য: মহান আল্লাহ জুয়াকে হারাম করেছেন' *(আল-মায়েদা, ৫/৯০)*। (ঘ) বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ করা: মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। (ঙ) প্রতারণা বা ধোঁকা: ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য ধোঁকামুক্ত হওয়া শর্ত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(ইবনু মাজাহ, হা/২২২৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৮৭১)*। (চ) বর্ধিত মূল্যে বিক্রয়: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বর্ধিত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য পণ্য আটকে রাখে, সে পাপী' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)*। (ছ) একটি চুক্তির জন্য আরেকটিকে শর্ত করা: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'একই আক্বদের (চুক্তি) জন্য আরেকটিকে শর্ত করা বৈধ নয়' *(তিরমিযী, হা/৩৫০৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬৭১)*। এ ছাড়া আরও বহু কারণ রয়েছে, যেগুলো ইসলামী ব্যবসানীতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। তাই এই ব্যবসা ইসলামে বৈধ নয়।

প্রশ্ন (২৭): সরকারী চাকরি করার বিধান কী? যেমন- বিসিএস প্রশাসন বা অন্যান্য ক্যাডার। কারণ এতে অনেক হারামের সাথে যুক্ত হতে হয়। কোনো এক শায়খ এক বক্তব্যে দেশের সংস্কার করার বিষয় এনে এতে উৎসাহিত করেছেন।

-মোহাম্মদ
ঢাকা।

উত্তর: সরকারি চাকরি করা (যেমন- বিসিএস প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশ, অন্যান্য ক্যাডার ইত্যাদি) যোগ্য ব্যক্তির জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায় কমানো, বৈধ দায়িত্ব পালন, মানুষের অধিকার রক্ষা এবং হারাম কাজে সহযোগিতা না করার উদ্দেশ্যে জায়েয। তবে চাকরির মধ্যে যে নির্দিষ্ট কাজটি শরীআতবিরোধী (যেমন- শিরক, বিদআত, সূদ, ঘুষ ইত্যাদি), তাতে সরাসরি অংশ নেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর নেক কাজ ও তাক্বওয়ায় সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো গুনাহের কাজে আনুগত্য করা যাবে না; আনুগত্য তো কেবল সৎ ও শরীআতসম্মত কাজে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪০)*।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৮): হাসপাতালের রোগী মার্কেটিং করা কি বৈধ উপার্জন? রোগী হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ৪০% রিপোর্টের বিল থেকে দেয়, এটা কি হালাল?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: রোগী মার্কেটিং করে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পক্ষ থেকে রেফারেন্সদাতা কমিশন বা পার্সেন্ট গ্রহণ করা সম্পূর্ণ প্রতারণা-যুলম এবং ঘুষের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। কেননা তাতে রোগীর জন্য উপযুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্বাচন না করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ন্যায্য ব্যয়ের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নেওয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টেস্ট দেওয়া এবং রোগীর সাথে খেয়ানত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর অভিশাপ করেছেন *(আবূ দাঊদ, ৩৫৮০)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে কোনো পরামর্শ দিল, অথচ সে জানে তার জন্য অন্য কিছু বেশি কল্যাণকর, তাহলে সে তার সাথে খেয়ানত করল' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৬৫৭)*।

প্রশ্ন (২৯): সূরা আল-হুজুরাতের ১১ নম্বর আয়াত এবং তাফসীর পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, 'বাঙালি' শব্দকে বিকৃত করে 'বাঙ্গু' বলে সম্বোধন করা উপহাস, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবমাননাকর উপাধি হওয়ায় এটি হারাম। এ বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট করলে কেউ বলেন, আমি নাকি নিজে কুরআন বুঝে হারাম-হালালের ফাতওয়া দিচ্ছি। আমার প্রশ্ন হলো, 'বাঙ্গু' শব্দটি অবমাননাকর অর্থে ব্যবহার করা কি শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম? আর এ বিষয়ে আমার মন্তব্য কি ফাতওয়া দেওয়ার শামিল?

-ইকবাল হোসাইন
পিরোজপুর।

উত্তর: কাউকে বাঙ্গু বলে অবমাননা করা হারাম *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১১)*। এধরনের কথা বলা ঈমানদারের উচিত নয়। এটা অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত। আর কোনো বিষয়কে হারাম বা হালাল বলা ফাতওয়া প্রদানের শামিল *(কিতাবুত তা'রীফাত, ১/৩২)*।

প্রশ্ন (৩০): ফার্মেসিতে আমি ন্যায্য মূল্য নেওয়ার কারণে সমিতি থেকে আমার দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের কথা অনুযায়ী লাভ করলে এটা আমার মতে যুলম হয়ে যায়। কোনো পণ্যে ৫০-৭০% এর বেশি লাভ নেয় তারা। বেশি টাকায় বিক্রি না করলে আমার দোকান খুলতে দিবে না। আমি কি তাদের কথা অনুযায়ী লাভ করে ব্যবসা করতে পারব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এটা যুলম। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সেক্টরে সিন্ডিকেট পদ্ধতি চালু হওয়ায় ক্রেতারা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রশ্নে বর্ণিত ফার্মেসি মালিক সমিতি যেন এমন সিন্ডিকেটের মতোই। কেউ হালাল উপায়ে উপার্জন করতে চাইলেও তাকে হারাম উপায়ে উপার্জন করতে বাধ্য করছে তারা। ফার্মেসি ব্যবসায় লাভ করতে অসুবিধা নেই; কিন্তু এত অতিরিক্ত লাভ করা, যাকে শারঈ পরিভাষায় غبن فاحش (গাবনে ফাহিশ তথা মাত্রাতিরিক্ত লাভ) বলা হয়, এটা জায়েয নয়। এছাড়াও অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এমন কাজ হাদীছের ভাষ্যমতে গুনাহ *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৩)*। অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ন্যায্য মূল্যে ঔষধ বিক্রি করবেন। আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তারা কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে হালাল উপায়ে উপার্জন করলে আল্লাহ বারাকাহ দান করবেন এবং পথ সহজ করবেন, ইন-শা-আল্লাহ!

পারিবারিক বিষয়

প্রশ্ন (৩১): স্বামীর অবিবাহিত বড় বোনের তার সমবয়সী ছোট ভাইয়ের কাছে কী কী হক্ব রয়েছে? ননাস দ্বারা কটু কথা এবং অপবাদের স্বীকার হয়ে একসাথে বসবাসের জন্য নিজেকে বুঝাতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমরা স্বামী-স্ত্রী আলাদা বাসায় থাকলে কি বোনের প্রতি যুলম হবে?

-সাওদা
রাজশাহী।

উত্তর: অবিবাহিত বড় বোনের প্রতি ভাইয়ের শারঈ দায়িত্ব হলো, বোনের নিরাপত্তা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সদাচরণ করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো' *(আল-ইসরা, ১৭/২৬)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬১৩৮)*। তাই অবিবাহিত বোনের নিরাপত্তা, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকলে এবং একই বাড়িতে বসবাসের কারণে যদি অপবাদ, কটু কথা, পারিবারিক কলহ বা অন্য কোনো ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকা যায়। অনথ্যায় কষ্ট হলেও স্ত্রীকে বুঝিয়ে একই বাসায় থাকবে।

প্রশ্ন (৩২): যদি কোনো কারণবশত স্বামী-স্ত্রীর তালাক হয়ে যায়। তাহলে তাদের সন্তানগুলো কার হবে? দলীলসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

-ছাবির আহমেদ
গাজীপুর।

উত্তর: তালাক হয়ে গেলে সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুধু বাবার বা শুধু মায়ের হয়ে যায় না। সন্তানের হিযানত (লালন-পালন ও দেখাশোনার অধিকার)-এর ক্ষেত্রে শুধু মা বা বাবার অধিকার দেখাই মূল বিষয় নয়; সন্তানের কল্যাণ ও ক্ষতি থেকে তার সুরক্ষা হলো প্রধান বিবেচ্য *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩৪/১৩১)*। ছোট সন্তানের দৈনন্দিন লালন-পালনের অধিকার সাধারণত মায়ের, যতক্ষণ মা তার যোগ্যতা না হারায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বলেছেন, 'তুমি তার ব্যাপারে অধিক হক্বদার, যতক্ষণ না তুমি বিবাহ কর' *(আবূ দাঊদ, ২২৭৬)*। সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপরই থাকে, সন্তান মায়ের কাছে থাকলেও। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সন্তানের পিতার উপর তাদের (মায়েদের) খাদ্য ও পোশাকের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৩)*। আর শিশু যখন এমন বয়সে পৌঁছে যে, সে বুঝে পছন্দ করতে পারে, তখন সে তার কল্যাণ ও পছন্দ অনুযায়ী পিতা বা মাতার কাছে অবস্থান করবে *(আবূ দাঊদ, হা/২২৭৭)*। তবে সন্তান পিতা বা মাতা যার কাছেই থাকুক না কেন অপরের (পিতা/মাতা) সাথে সাক্ষাতে বাধা দেওয়া জায়েয নয়। কেননা তাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৬)*।

প্রশ্ন (৩৩): আমি প্রবাসী ও তিন ভাইয়ের মধ্যে পরিবারের বড় ছেলে। বিদেশে এসে বাবার ঋণ পরিশোধ করছি, ফলে নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে পারছি না। এখন আমার করণীয় কী? বাবার ঋণ শোধ করাই কি আগে উচিত, নাকি নিজের ভবিষ্যতের জন্যও সঞ্চয় করা উচিত? বাবার ঋণ শোধের ব্যাপারে কি শরীআতের বাধ্যবাধকতা আছে? আর এ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে কি বাবা-মায়ের হক্ব আদায় হয়েছে?

-হাসান সজীব
কুমিল্লা।

উত্তর: পিতা মৃত্যুবরণ করে সম্পদ রেখে গেলে সর্বপ্রথম তার সম্পদ থেকেই তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এ সবই (কাফন-দাফন) সে যা অছীয়ত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর’ *(আন-নিসা, ৪/১১)*। পিতার সম্পদ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হলে সন্তানদের নিজস্ব সম্পদ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, ‘তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করো’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৩০)*। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর পিতা একজন ইয়াহূদীর কাছে থেকে নেওয়া ত্রিশ ওয়াসাক (খেজুর) ঋণ রেখে ইন্তেকাল করেন। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু নিজ বাগানের খেজুরের মাধ্যমে তার পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৪): বিয়ের আগে এক ছেলে এক মেয়েকে বলেছে, ‘কিন্তু যদি কোনোদিন দেখি এমন কিছু করছো যেটা আমি না করছি, তাহলে ঐদিনই তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব’। এখন বর্তমানে ঐ ছেলে আর মেয়ে স্বামী-স্ত্রী। বর্তমানে কি স্ত্রী স্বামীর কথা না শুনলে বিয়ের আগের বলা কথা বাস্তবায়ন হবে?

-রিহাম
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

উত্তর: প্রথমত: বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের নির্জনতা গ্রহণ করা ও একাকিত্বে কথা বলা হারাম। কারণ এ ধরনের নির্জনতা শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহ ও অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে একাকী না থাকে; কারণ তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান’ *(তিরমিযী, হা/২১৬৫)*। দ্বিতীয়ত, বিবাহের পূর্বে তালাককে শর্তযুক্ত করা সহীহ নয় *(মুগনী, ৮/২৩২)*। তৃতীয়ত, যদি কোনো ছেলে বিয়ের আগে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মেয়েকে একথা বলে থাকে, ‘তুমি যদি এমন করো, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব’, তাহলে বিয়ের পর স্ত্রী তার কথা না শুনলে পূর্বের সেই কথার কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হবে না। আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিবাহের পূর্বে কোনো তালাক নেই’ *(ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৯)*। অর্থাৎ কোনো নারী যখন কোনো ব্যক্তির স্ত্রীই হয়নি, তখন তাকে দেওয়া তালাক কার্যকর হবে না। এছাড়া শরীআতে এ সমস্ত কথা বলা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৫): স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের পর দীর্ঘদিন প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করেননি, তবে কখনো তালাকও দেননি। এখন দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর প্রথম স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে রাজি নন। এ অবস্থায় প্রথম স্ত্রী কি গুনাহগার হবেন? শরীআতের দৃষ্টিতে উভয়ের করণীয় কী?

-আব্দুল করিম
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: বছরের পর বছর প্রথম স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে কার্যত পরিত্যক্ত করে রেখে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা এবং স্ত্রীর প্রতি যুলম করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা সম্পূর্ণভাবে একদিকে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দাও’ *(আন-নিসা, ৪/১২৯)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী রয়েছে, অতঃপর সে তাদের একজনের প্রতি (অন্যায়ভাবে) ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পাশ বেঁকে থাকবে’ *(আবূ দাঊদ, হা/২১৩৩)*। এখানেও পরিস্থিতিতে স্বামীর দীর্ঘদিনের অবহেলা, মানসিক কষ্ট, নিরাপত্তাহীনতা, স্বামীর প্রতি আস্থার অভাব ও পুনরায় যুলমের আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে স্ত্রী স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকৃতি জানালে সে গুনাহগার হবে না *(ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪০)*। তবে উভয় পরিবারের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দিয়ে সালিশের মাধ্যমে সমাধান করে নেওয়া উচিত *(আন-নিসা, ৪/৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৬): মেয়েদের বিয়ে হওয়ার পরও কি তারা নিজেদের পড়াশোনা (হতে পারে সেটা ধর্মীয় কিংবা দুনিয়াবী পড়াশোনা) চালিয়ে যাবে, নাকি পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্নের প্রতি মনোনিবেশ করবে? অথবা স্বামীর কি উচিত হবে, বিয়ের পরেও স্ত্রীকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: বিয়ের পর স্ত্রীর অভিভাবক হন তার স্বামী। স্বামী যদি স্ত্রীর পড়াশোনাকে কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারেন। আর যদি মনে করেন, পড়াশোনার তুলনায় সন্তান প্রতিপালন এবং পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন করা অধিক কল্যাণকর, তাহলে তিনি পড়াশোনার অনুমতি দেবেন না। অনুরূপভাবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ফিতনামুক্ত না হয়, তাহলে স্বামীর উচিত এমন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার অনুমতি না দেওয়া *(আন-নিসা, ৪/৩৪; আবূ দাঊদ, হা/২১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৭): স্বামী তার স্ত্রীর হক্ব যথাযথ আদায় করছে না। স্বামীর অবৈধ ইনকাম, যৌতুকের অত্যাচার, অবৈধ সম্পর্ক এবং শিরকী আক্বীদা (আল্লাহর চেয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বড়) পোষণ করায় স্ত্রী খোলা তালাক নিতে চায়। এমতাবস্থায় মোহরানার ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার কীরূপ হবে?

-কামরুল হাসান
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: এক্ষেত্রে কাযী বা গ্রামের দায়িত্বশীল ব্যক্তির মাধ্যমে খোলা তালাক নিতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী মোহর পাবে না। ছাবিত ইবনু কায়স রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর স্ত্রী নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছাবিত ইবনু কায়স রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু ইসলামের ছায়ায় থেকে আমার দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে কি তুমি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে?' সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার বাগান গ্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৭২৫; মিশকাত, ৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৮): স্বামীর পরিবারে অশান্তি হওয়ার কারণে স্ত্রী যদি স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে কি গুনাহ হবে?

-উম্মে আদিবা
রংপুর।

উত্তর: শরীআত সমর্থিত ওযর (যেমন- শারীরিক অসুস্থতা বা ঋতু চলাকালীন অবস্থা) ব্যতীত স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে স্ত্রীর গুনাহ হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ 'যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয় এবং স্বামী তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত কাটিয়ে দেয়, তখন ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩২৩৭)*। উল্লেখ্য, স্বামীর পরিবারে অশান্তি হওয়ায় স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়ার সুযোগ নেই। পারিবারিক অশান্তি দূর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯): স্বামী ছালাত আদায় করে না, অনেক অনিয়ম, বাজে চলাফেরার কারণে অশান্তি লেগে থাকে। সে ঠিকমতো বাসায় আসে না, অন্য মেয়েদের সাথে যোগাযোগ রাখে, গালিগালাজ করে কথা বলে, মারমুখী হয়। কিছুদিন আগে মোবাইল চেক করায় গায়েও হাত তুলেছে। এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিত? আমার কি এই সংসার করা ঠিক হবে? সে ছালাত না পড়ায় কি আমাদের বিবাহ ঠিক আছে?

-সাওদা
রাজশাহী।

উত্তর: ক. স্বামী দ্বীনের অনুশাসন না মেনে জীবনযাপন করছেন। স্ত্রীর করণীয় হলো, দ্বীন বুঝানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, বিনয় অবলম্বন করে নম্রভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা। প্রয়োজনে এমন কাউকে দিয়ে নছীহত করানো, যাকে তিনি মান্য করেন। আশা করা যায়, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত দান করবেন। খ. যদি স্বামী ছালাতকে অস্বীকার না করেন, তাহলে তিনি কাফির নন। এক্ষেত্রে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যদি তিনি ছালাতকে অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি কাফির হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ৭/৬০৯-৬১০)*। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী তার স্বামী অমুসলিম নয়, তাই তার সাথে সংসার করতে পারে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্ত্রীর খোলা তালাক নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪০): আমার মা নানাবাড়ি থেকে সামান্য সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা এনেছে এবং বাবা-মা জীবিত আছে। সেই টাকা কি আমার মা নিজ ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে, নাকি ওয়ারিছদের মাঝে ভাগ করে দিতে হবে জীবিত থাকা অবস্থায়? উল্লেখ্য যে, আমার মা-বাবাকে আমি ছাড়া কোনো সন্তান নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনেও দেয় না বা ওষুধপত্রও কিনে দেয় না। এখন যদি মা সব টাকা আমার সাংসারিক কাজে ব্যয় করে, এতে কি মা-বাবা ও আমি গুনাহগার হব? অর্থাৎ আমি, বাবা ও মা তিনজনই ওই টাকা ভোগ করছি।

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: মায়ের নিজস্ব পৈতৃক বা নানাবাড়ি থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা তার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদ। তিনি জীবিত অবস্থায় নিজের প্রয়োজন, চিকিৎসা, ভরণপোষণ এবং প্রয়োজনে স্বামী-সন্তানদের জন্য তা ব্যয় করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের জন্য নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫৫)*। অতএব, মায়ের জীবদ্দশায় তার মালিকানাধীন সম্পদকে ওয়ারিছদের মধ্যে মীরাছ হিসেবে বণ্টন করা সঠিক নয়। কেননা মীরাছের অধিকার ব্যক্তির মৃত্যুর পরই কার্যকর হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/৭)*। সুতরাং

মা জীবিত থাকাকালে তার সম্পদ সম্পূর্ণ তার মালিকানাধীন থাকবে। তিনি মৃত্যুবরণ করার পর তার রেখে যাওয়া অবশিষ্ট সম্পদ শারঈ বিধান অনুযায়ী ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

প্রশ্ন (৪১): পাগল যদি সম্পদ নষ্ট করে, এর জন্য কি সে দায়ী থাকবে নাকি তার ওয়ারিছরা দায়ী থাকবে? উল্লেখ্য, পাগলের যা সম্পদ ছিল, সকলে ভাগ করে নিয়েছে।

-মাতিনুর রহমান
নরসিংদী।

উত্তর: ইসলামী শরীআত মানসিক ভারসাম্যহীন (পাগল) ব্যক্তির হাতে তার সম্পদ তুলে দিতে নিষেধ করেছে। বরং তার সম্পদ সংরক্ষণ করে তার প্রয়োজন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ তুলে দিও না...' *(আন-নিসা, ৪/৫)*। পাগল ব্যক্তি তার জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকা অবস্থায় গুনাহের জন্য দায়ী নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে—তন্মধ্যে পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৯)*। তবে তার দ্বারা কারও সম্পদ নষ্ট হলে বা আর্থিক ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ তার নিজস্ব সম্পদ থেকেই আদায় করা হবে। পাগল ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তার সম্পদ অন্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবে না। কারণ জীবিত অবস্থায় কারও সম্পদ মীরছ হিসেবে বণ্টিত হয় না। তার মৃত্যুর পর ঋণ ও বৈধ অছিয়ত পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ শরীআত নির্ধারিত নিয়মে ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায়, তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/৭)*।

প্রশ্ন (৪২): আমার বাবা ছোটকাল থেকে এক বাড়িতে দত্তক পুত্র হিসেবে থাকে, তাদের সব ধরনের দেখাশোনা করে এবং তাদের যেকোনো আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করে। এখন তারা আমার বাবাকে তাদের সম্পত্তি লিখে দিয়েছে, এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? তাছাড়া তাদের ওয়ারিছ আছে তাদের তেমন খোঁজখবর, দেখাশুনা করে না।

-আসাদুজ্জামান
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: যদি তারা জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় স্বেচ্ছায় নিজেদের মালিকানাধীন সম্পত্তি আপনার বাবাকে দান করতে চায়, তাহলে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ দিতে পারে। এক-তৃতীয়াংশের বেশি দেওয়া যাবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৬৮)*। ওয়ারিছরা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তারা দায়ী থাকবে, কিন্তু তাদের বঞ্চিত করে এর চেয়ে বেশি সম্পদ দিলে তা হবে যুলম এবং দাতা গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (৪৩): মৃত রেজিয়া বিবি, তার কোনো নিজের সন্তান নেই; তবে ২ জন পালক পুত্র আছে। তার এক সহোদর ভাই (মৃত আব্দুল গফুর) ও এক সহোদর বোন (মৃত সায়মন) আছে। মৃত আব্দুল গফুর এর ৩ জন পুত্র (১. আব্দুল জলিল, ২. আব্দুস সবুর ও ৩. আব্দুর রহমান) এবং ৪ জন কন্যা (১. ফজিলা, ২. রসিদা, ৩. মোসলেমা ও ৪. আজুবা)। মৃত সায়মন এর ১ জন পুত্র রেজাউল। মৃত রেজিয়ার কে কে কত ভাগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?

-আব্দুল্লাহ
জয়পুরহাট সদর।

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে পালক পুত্র ওয়ারিছ হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী মৃত রেজিয়া বিবির ওয়ারিছ শুধুমাত্র তার একজন আপন ভাই (মৃত আব্দুল গফুর) ও একজন আপন বোন (মৃত সায়মন)। এক্ষেত্রে মৃত রেজিয়া বিবির মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তার ভাই মৃত আব্দুল গফুর পাবে, আর অবশিষ্ট এক ভাগ পাবে তার বোন মৃত সায়মন। যদি উক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার পূর্বেই আব্দুল গফুর ও সায়মনের মৃত্যু হয়, তাহলে এই সম্পত্তি তাদের ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে এভাবে যে, আব্দুল গফুর এর প্রাপ্ত দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিকে দশ ভাগে ভাগ করে তার ৩ জন ছেলের প্রত্যেককে দুই-দশমাংশ প্রদান করা হবে এবং তার ৪ জন কন্যার প্রত্যেককে এক-দশমাংশ প্রদান করা হবে। আর মৃত সায়মনের যেহেতু ওয়ারিছ একজনই অর্থাৎ তার পুত্র রেজাউল, তাই মৃত সায়মনের প্রাপ্ত এক-তৃতীয়াংশের পুরোটাই রেজাউল পাবে।

দু'আ

প্রশ্ন (৪৪): ভালোবাসা বৃদ্ধির দু'আ, টাকা বৃদ্ধির দু'আ, সংসার সুখের করার দু'আ, সংসারে অশান্তি বন্ধের দু'আ। এরকম কোনো দু'আ থাকলে জানতে চাই।

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: দাম্পত্য-পারিবারিক ভালোবাসা বৃদ্ধি ও রিযিক বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যম হলো- ১. বেশি ইস্তিগফার করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করবেন *(নূহ, ৭১/১০-*

১২)। ২. ছাদাকা করা। ৩. তাসবীহ পাঠ করা। ৪. সকাল-সন্ধ্যার পঠিতব্য দু‘আগুলো পাঠ করা। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবারে ভালোবাসা, বরকত ও শান্তি বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন (৪৫): যেকোনো সময় যেকোনো প্রয়োজনে যেকোনো স্থানে দুই হাত তুলে দু‘আ করা কি শরীআতসম্মত?

-মাইনুল ইসলাম
ফরিদপুর।

উত্তর: দু‘আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত (*আবূ দাঊদ, হা/১৪৭৯*)। আর ইবাদত সুন্নাহসম্মতভাবে পালন করা আবশ্যক। সুতরাং যেসব স্থানে বা প্রেক্ষাপটে হাত তুলে দু‘আ করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, সেসব স্থানে বা প্রেক্ষাপটে হাত তুলে দু‘আ করা সুন্নাত। এর বাইরে নিজের খেয়াল-খুশি মতো যখন তখন সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করা বিদআত (*ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭*)। উল্লেখ্য, দু‘আ করার জন্য হাত তোলা আবশ্যক নয়; বরং হাত তোলা ছাড়াও দু‘আ করা যায়।

কুরআন হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬): আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর বর্ণনা করা বেশ কিছু হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কথা কি ঠিক? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবু হুরায়রা সিফাত
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর বর্ণনাকৃত কোনো হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং তার সূত্রে বর্ণিত কিছু হাদীছের ব্যাপারে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ইস্তিদরাক করেছেন। ইস্তিদরাক অর্থ কোনো বিষয় বুঝতে ভুল হলে তা শুধরিয়ে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে তার আলোচনায় বলতে শুনেছি যে, ‘জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় কারো ভোর হলে তার ছিয়াম হবে না’। এরপর এ কথাটি আমি আব্দুর রহমান ইবনু হারিছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। এরপর আব্দুর রহমান চললেন। আমিও তার সাথে সাথে চললাম। আমরা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ও উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -এর নিকট গেলাম। এরপর আব্দুর রহমান তাদের উভয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) ব্যতীত জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন। তারপর আমরা মারওয়ানের নিকট আসলাম এবং আব্দুর রহমান তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর মারওয়ান বললেন, আমি তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলছি, তুমি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর নিকট যাও এবং তার বক্তব্য তার সামনে উপস্থাপন করো। এরপর আমি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর নিকট গেলাম। এ সময় আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু আব্দুর রহমানের সাথে ছিলেন। আব্দুর রহমান এ নিয়ে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তোমাকে তারা (আয়েশা এবং উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) উভয়েই কি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যা, তারা উভয়েই এ কথা বলেছেন। তখন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, বস্তুত তারাই এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত। তারপর আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার এ কথাটিকে ফাজল ইবনু আব্বাসের প্রতি সম্পর্কিত করে বললেন, আমি এ কথাটি ফাজলের (ইবনু আব্বাস) থেকে শুনেছিলাম, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে শুনিনি। রাবী বলেন, এরপর আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ বিষয়ে তার পূর্বের মত থেকে ফিরে আসেন (*ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৯*)। এ হাদীছে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তার একাধিক ব্যাখ্যা মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেছেন। অধিকতর উপযুক্ত ব্যাখ্যা হলো, ইমাম বায়হাক্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত এই বিধানটি ইসলামের শুরুর যুগে ছিল, যখন রামাযান মাসের রাতে ঘুমিয়ে যাবার পর ঘুম থেকে উঠে সহবাস করা জায়েয ছিল না। পরবর্তীতে এই বিধান মানসূখ তথা রহিত হয়ে যায় (*শারহু মুসলিম, ইমাম নববী, ৭/২২১*)।

প্রশ্ন (৪৭): ইসলামের ১৩০ ফরয বলতে কী বুঝায়? এর কোনো দলীল আছে কি?

-ফাতিমা
ঝালকাঠি।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ ফরয করেছেন সেসব কাজই ইসলামের ফরয কাজ। কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই যেখানে লিখা আছে, ইসলামের ফরয ১৩০টি। সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামের ফরযকে ১৩০ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা ভিত্তিহীন।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): বর্তমানে এই ঘটনা অনেক ঘটছে যে, স্ত্রী স্বামীর গোপনাঙ্গ কর্তন করছে। ইসলামে এই মহিলার শাস্তি কী?

-জিহাদ
কুষ্টিয়া।

উত্তর: এমন কাজ নেহায়াত অন্যায়। স্বামীর সংসার ভালো না লাগলে তালাক নিয়ে চলে যাবে। স্ত্রী যদি স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে ফেলে, তাহলে ইসলামের বিধান হলো তাকে পূর্ণ দিয়াত প্রদান করতে হবে। পূর্ণ দিয়াত হলো ১০০ উট বা এর সমমূল্য অর্থ প্রদান করা (*আল-মুগনী, ৮/৪৬১*)।

প্রশ্ন (৪৯): আমি পড়ালেখা ঠিক মতোই করি, কিন্তু রেজাল্ট ভালো করতে পারি না। এই জন্য আমার ভিতরে ভীষণ হতাশা কাজ করে। হতাশা থেকে কীভাবে বের হব? কীভাবে এড়িয়ে চলব?

-আব্দুল মজিদ
চট্টগ্রাম।

উত্তর: প্রথমত, মানুষের কাজ হলো চেষ্টা করা। ফলাফল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি রেজাল্ট ভালো না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এটাই তাকদীর। আর তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়- এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রুকন *(ছহীহ মুসলিম, হা/৮)*। দ্বিতীয়ত, হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়গুলো নিম্নরূপ- ১. আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*। ২. আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রাখা *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*। ৩. আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফিল বা উদাসীন না হওয়া *(ত্ব-হা, ২০/১২৪)*। ৪. উক্ত বিষয়ে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দু'আগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করা। তন্মধ্যে একটি দু'আ হলো, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ **উচ্চারণ:** আল্ল-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযান। **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি বর্তমান এবং অতীত সংক্রান্ত যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬৯)*।

প্রশ্ন (৫০): ২০২৬ বিশ্বকাপে কোনো কোনো খেলোয়াড় গোল করার পর অথবা বিজয়ী হওয়ার পর মাঠে সিজদা দিয়েছেন। এভাবে সিজদা দেওয়া সঠিক হয়েছে কি? নাকি এটি ইসলামকে অবমাননা করার শামিল?

-আলী হোসেন
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন শয়তানের পরিকল্পিত চক্রান্তের অন্যতম অংশ। গোপনে পাপ করিয়ে অভ্যস্ত করার পর শয়তান চক্রান্ত করে কীভাবে বিশ্বপরিসরে পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষকে একসঙ্গে পাপ করানো যায়। তখন সে তারই অনুসারী পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মোড়লদের মস্তিষ্কে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের পরিকল্পনা ঢুকিয়ে দেয়। এই মোড়লরা নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রক্ষণশীলতা ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে গরীবদের পকেট থেকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বাগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তানের উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। আবার এদের সঙ্গে যোগ দেয় স্বার্থবাদী ও ভণ্ড রাজনীতিবিদরা। কারণ জনগণকে বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় মত্ত রাখতে পারলে তারা রাজনৈতিক বহু ফায়েদা লুটে নিতে সক্ষম হবে। বর্তমানে হচ্ছেও তাই। মানুষ এতটাই মত্ত হয়েছে যে, পুরো দেশ রসাতলে গেলেও কোনো পরোয়া নেই। এছাড়াও বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনে রয়েছে নানা ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। সুতরাং এমন আয়োজনে অংশগ্রহণ করে গোল বা বিজয় উদযাপন করতে গিয়ে সিজদা করা হারাম, ঈমানবিধ্বংসী কাজ এবং ইসলাম অবমাননার শামিল।

দাওয়াহ সংবাদের বাকি অংশ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁশখালী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহ-সেক্রেটারি ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ-এর পরিচালক শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক এবং আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর সহ-পরিচালক আব্দুর রহীম বিন আব্দুর রাযযাক।

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বন্যার শুরু থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে প্রায় ২ হাজার প্যাকেট প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরে বন্যায় স্বজন হারানো আরও ২০টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থসহায়তা প্রদান করা হয়। তাৎক্ষণিক ত্রাণ কার্যক্রমের পর এবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বন্যায় গবাদিপশু হারানো পরিবারগুলোর মাঝে গরু ও ছাগল বিতরণ করা হয়। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এসব গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমন পরিবারগুলোকে এ সহায়তার জন্য বাছাই করা হয়েছে, যাদের জন্য পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তিনি বলেন, 'আমরা এমন মানুষদের বাছাই করেছি, যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং যাদের জন্য ঘুরে দাঁড়ানো অনেক চ্যালেঞ্জিং। তাদের জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র সহায়তার হাত আমরা এগিয়ে দিয়েছি'। তিনি আরও বলেন, এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং যাদের দানের অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে এ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সহযোগীদের অবদানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অনেক মানুষ নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছেন।

বর্ষসূচি-১০ম

(১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নভেম্বর' ২০২৫ ইং হতে ১০ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টোবর' ২০২৬ ইং পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হামাস-ইসরাঈল যুদ্ধবিরতি: গাযার ভবিষ্যৎ কী?	নভেম্বর'২৫	৭	দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা	মে'২৬
২	জাতীয়তাবাদের আগুনে জ্বলছে মুসলিম বিশ্ব: প্রেক্ষিত পাক-আফগান ও সুদান গৃহযুদ্ধ	ডিসেম্বর'২৫	৮	পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিজয়: হুমকির মুখে বাঙালি মুসলিমদের অস্তিত্ব	জুন'২৬
৩	উসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা: হুমকির মুখে জুলাই বিপ্লব	জানুয়ারি'২৬	৯	ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনা: কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম উম্মাহ?	জুলাই'২৬
৪	নির্বাচনকেন্দ্রিক যত গুনাহ	ফেব্রুয়ারি'২৬	১০	চীন-আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বঙ্গোপসাগরের নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা	আগস্ট'২৬
৫	গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ইসলামপন্থিদের ভবিষ্যৎ পথরেখা	মার্চ'২৬	১১	সঊদী-তুরস্ক-পাকিস্তান সামরিক চুক্তি বনাম ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ	সেপ্টেম্বর'২৬
৬	ইরান বনাম আমেরিকা ও ইসরাঈল: উপসাগরীয় সংঘাত ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	এপ্রিল'২৬	১২	মাদরাসার নৈতিক আস্থা রক্ষায় যা করা জরুরী	অক্টোবর'২৬

দারসে কুরআন

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতের ধারাবাহিকতা: একটি বিশ্লেষণ	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	নভেম্বর'২৫
২	আত্মার পরিবর্তন: আল্লাহর সাহায্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভের মাধ্যম	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	ডিসেম্বর'২৫ ও জানুয়ারি'২৬ (১-২ পর্ব)
৩	কুরআনের মর্মবাণী	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	এপ্রিল'২৬
৪	সূরা আল-ফাতিহার মর্যাদা	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	মে'২৬
৫	ন্যায়ের উপর অবিচল অবস্থান: ঈমানের অপরিহার্য দাবি	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	জুন'২৬
৬	বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা: কুরআনের আলোকে এক চিরন্তন আখ্যান	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	জুলাই'২৬
৭	সূরা ইউসুফ: হতাশাগ্রস্ত যুবকের জন্য আল্লাহর এক নীরব পাঠশালা	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	আগস্ট'২৬ ও সেপ্টেম্বর'২৬ (১-২ পর্ব)
৮	সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের দর্শন	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক	অক্টোবর'২৬

দারসে হাদীছ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ছিয়ামের ফযীলত	মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল	ফেব্রুয়ারি'২৬

প্রবন্ধ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ইসলামে মুরদান (দাড়িবিহীন কিশোর-যুবক) সম্পর্কিত বিধিবিধান	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	নভেম্বর'২৫-ফেব্রুয়ারি'২৬ ও এপ্রিল'২৬ (৮-১২ পর্ব)
২	আদ-দাওয়া ইলাল্লহ: এসো! আল্লাহর পথে...	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	নভেম্বর'২৫
৩	মসজিদের আদব-কায়দা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল	ড. আবুল কালাম আযাদ	নভেম্বর'২৫
৪	ছোট স্বপ্ন নয়, মহৎ উদ্দেশ্যের পথে	সায়্যিদ তাসনীম আল আমান	নভেম্বর'২৫
৫	দাওয়াত ও তাবলীগ	শাহাদাত হোসেন সামি	নভেম্বর'২৫

৬	আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	জিশান মাহমূদ	নভেম্বর'২৫
৭	তাক্বদীরে বিশ্বাস	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	নভেম্বর'২৫
৮	সফলতার সূত্র	সাব্বির আহমাদ	নভেম্বর'২৫
৯	কলুষিত অন্তরকে বিশুদ্ধকরণ	রাকিব আলী	নভেম্বর'২৫
১০	কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ (মিন্নাতুল বারী)	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	ডিসেম্বর'২৫-ফেব্রুয়ারি'২৬ ও এপ্রিল'২৬-জুলাই'২৬ (৯-১৫ পর্ব) [চলবে...]
১১	ছালাত শেষে আল্লাহু আকবার বলতে হবে, না-কি আসতাগফিরুল্লাহ?	আব্দুল্লাহ মাহমূদ	ডিসেম্বর'২৫
১২	আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ভূমিকা	সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী	ডিসেম্বর'২৫ ও জানুয়ারি'২৬ (১-২ পর্ব)
১৩	বিনয়-নম্রতা: মর্যাদার সোপান	আবু আল-মিনান মো. আল-আমিন	ডিসেম্বর'২৫
১৪	রবের বাণী	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	ডিসেম্বর'২৫-ফেব্রুয়ারি'২৬ ও এপ্রিল'২৬-অক্টোবর'২৬ (১-১০ পর্ব) [চলবে...]
১৫	শান্তির ভিত্তি: নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন	আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ	ডিসেম্বর'২৫
১৬	ইসকনের আদ্যোপান্ত	ইবনু মাসঊদ	ডিসেম্বর'২৫ ও জানুয়ারি'২৬ (১-২ পর্ব)
১৭	অক্টোবর ২০২৫: তিনটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এবং আমাদের শিক্ষা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	ডিসেম্বর'২৫
১৮	সংশোধনের মূলমন্ত্র ভালোবাসা	রাকিব আলী	ডিসেম্বর'২৫
১৯	শীত: আল্লাহর রহমতের বারিধারা, মুমিনের ছওয়াবের মৌসুম	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জানুয়ারি'২৬
২০	নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন 'আমি' কি হতে পেরেছি?	রাকিব আলী	জানুয়ারি'২৬
২১	শা'বান মাসের গুরুত্ব ও প্রচলিত শবেবরাত	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	ফেব্রুয়ারি'২৬
২২	রামাযানের আগমনে আমাদের প্রস্তুতি	মো. আকরাম হোসেন	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৩	সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৪	নতুন বছর ২০২৬ ও সময়ের সদ্ব্যবহার	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৫	সমাগত মহিমান্বিত রামাযান: স্বাগত জানানোর পদ্ধতি	অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৬	ছিয়াম সাধনা: শরীর, মন ও আত্মার পূর্ণতা	সায়্যিদ তানভীর নদবি	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৭	এআই ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নতুন বছর: ২০২৬ ও আমাদের করণীয়	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	ফেব্রুয়ারি'২৬
২৮	ছিয়াম বিষয়ক আধুনিক মাসআলা-মাসায়েল	আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	মার্চ'২৬
২৯	ছিয়ামের ইতিহাস: তাক্বওয়া ও আত্মশুদ্ধি	আবু আল-মিনান মো. আল-আমিন	মার্চ'২৬
৩০	ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী	মার্চ'২৬
৩১	শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাস রামাযান	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক	মার্চ'২৬
৩২	ছিয়াম পালনকারীর জন্য দশটি নছীহত	পরিমার্জিত অনুবাদ : তাওহীদুর রহমান সালাফী	মার্চ'২৬
৩৩	রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত	আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস	মার্চ'২৬
৩৪	ই'তিকাফ প্রসঙ্গ	অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	মার্চ'২৬
৩৫	লায়লাতুল ক্বদর: সুযোগ হারাবার আগেই জেগে উঠুন!	হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী	মার্চ'২৬
৩৬	ছোটদের ছিয়াম	রাকিব আলী	মার্চ'২৬
৩৭	রামাযানের শিক্ষা সারা বছরের পাথেয়	অনুবাদ: আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক	মার্চ'২৬
৩৮	ঈদের মাসায়েল	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মার্চ'২৬
৩৯	শাওয়াল মাসের ছিয়ামের গুরুত্ব	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মার্চ'২৬
৪০	যাকাত দিলে সম্পদ যেভাবে বাড়ে	রাকিব আলী	মার্চ'২৬
৪১	নারীর ছিয়াম: শরীআত ও বাস্তব দিকনির্দেশনা	মো. আকরাম হোসেন	মার্চ'২৬
৪২	রামাযানের শিক্ষায় বছরের বাকী দিনগুলোতে করণীয়	মো. শাহাবুদ্দিন	এপ্রিল'২৬
৪৩	নফল ছিয়াম	অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	এপ্রিল'২৬

৪৪	চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম	মো. মাযহারুল ইসলাম	এপ্রিল'২৬
৪৫	পরকীয়া: সমাজ বিধ্বংসী এক নীরব ঘাতক	সাঈদুর রহমান	এপ্রিল'২৬
৪৬	নববর্ষ: উচ্ছ্বাস নয়, আত্মসমালোচনার সময়	খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী	এপ্রিল'২৬
৪৭	বর্ষবরণ, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বাঙালিয়ানা	মুস্তফা মনজুর	এপ্রিল'২৬
৪৮	বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম	অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী	মে'২৬-অক্টোবর'২৬ (১-৬ পর্ব) [চলবে...]
৪৯	যিলহজ্জ মাস: পরিচয়, ফযীলত, তাৎপর্য ও করণীয় ইবাদতের পথচিত্র	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	মে'২৬
৫০	কুরবানীর ইতিহাস, গুরুত্ব ও করণীয় আমল	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	মে'২৬
৫১	যেসব দিনে ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ	অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	মে'২৬
৫২	কুরবানীর পশুর হাটে সতর্কতা প্রয়োজন	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মে'২৬
৫৩	ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘাত	সায়্যিদ তানভীর নদবি	মে'২৬
৫৪	প্রসঙ্গ: দণ্ডবিধি	অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	জুন'২৬
৫৫	কুরবানীর পর পরিচ্ছন্নতা: সচেতনতা ও ইসলামী দিকনির্দেশনা	মো. আকরাম হোসেন	জুন'২৬
৫৬	মুহাররম ও আশূরা: গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়	আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ	জুন'২৬
৫৭	তীব্র গরমে মুমিনের পরীক্ষা: ইসলামের আলোকে তাপপ্রবাহের তাৎপর্য	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জুন'২৬
৫৮	পাপ-পুণ্য	সাঈদুর রহমান	জুন'২৬
৫৯	দুই ঈদের মোহনা: স্মৃতির সেই অমলিন ঘ্রাণ আর আজকের যান্ত্রিক রোশনাই	আতাউল্লাহ বিন আবুল কালাম আজাদ	জুন'২৬
৬০	অন্ধ অনুসরণের বেড়াজালে ইসলাম	আব্দুল গাফফার মাদানী	জুলাই'২৬
৬১	আল্লাহ তাআলার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নছীহত	পরিমার্জিত অনুবাদ : তাওহীদুর রহমান সালাফী	জুলাই'২৬ ও আগস্ট'২৬ (১-২ পর্ব)
৬২	ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	জুলাই'২৬
৬৩	ইসলামে নারীর হিজাবের বিধান ও তার যৌক্তিকতা	আয়েশা হুমায়রা	জুলাই'২৬
৬৪	আল-কুরআনে নৃতত্ত্ব: একটি বিশ্লেষণ	ড. এস এম আব্দুর রঊফ	আগস্ট'২৬
৬৫	ঈদে মীলাদুন নবী: শারঈ মূল্যায়ন	মো. আকরাম হোসেন	আগস্ট'২৬
৬৬	জন্মদিন পালনের উৎপত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	আহমাদ বিন আব্দুস সালাম	আগস্ট'২৬
৬৭	সমকামিতা: মানববিধ্বংষী পদক্ষেপ	মেরাজুল ইসলাম প্রিয়	আগস্ট'২৬
৬৮	রাশিফল: মনস্তত্ত্ব, বাজারনীতি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	নাফিউল হাসান	আগস্ট'২৬
৬৯	বন্যায় সাপের উপদ্রব: প্রয়োজন সতর্কতা ও সচেতনতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	আগস্ট'২৬
৭০	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অতঃপর...	রাকিব আলী	আগস্ট'২৬
৭১	মহিলাদের মসজিদে ছালাত আদায়: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	মো. মাযহারুল ইসলাম	আগস্ট'২৬
৭২	কুরআন তেলাওয়াতের আদব	আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস	সেপ্টেম্বর'২৬
৭৩	দাম্পত্য জীবনের অবক্ষয় ও ইসলামী সমাধান	আয়াজ আহমাদ	সেপ্টেম্বর'২৬
৭৪	যেনার দণ্ডবিধি (শাস্তি)	অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন	সেপ্টেম্বর'২৬ ও অক্টোবর'২৬ (১-২ পর্ব)
৭৫	সফল জীবনের তিন অমূল্য সম্পদ	আব্দুল গাফফার মাদানী	সেপ্টেম্বর'২৬
৭৬	মাঠের উন্মাদনা আর ছালাতে উদাসীনতা: এক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	সেপ্টেম্বর'২৬
৭৭	সালাফদের গোপন ইবাদত ও বর্তমান আলেম সমাজের অবস্থা	মো. মাযহারুল ইসলাম	অক্টোবর'২৬
৭৮	প্রশ্ন থেকে প্রজ্ঞা: কুরআনের জীবনদর্শন	ড. এস এম আব্দুর রঊফ	অক্টোবর'২৬
৭৯	হারামমুক্ত বিয়ে: বরকতময় সংসার গঠনের অপরিহার্য শর্ত	এম. এ. আলীম	অক্টোবর'২৬
৮০	বই থেকে স্ক্রিন: একটি জাতির নীরব পতন	আব্দুল গাফফার মাদানী	অক্টোবর'২৬

হারামাইনের মিম্বার থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	সত্য রক্ষা করে, মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	নভেম্বর'২৫
২	প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকাই পরিপূর্ণ বুদ্ধির পরিচয়	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ডিসেম্বর'২৫
৩	আমল কবুলের পূর্বশর্ত ইখলাছ	অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জানুয়ারি'২৬
৪	তাক্বওয়া ও সুন্দর চরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	ফেব্রুয়ারি'২৬
৫	বৃষ্টি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	এপ্রিল'২৬
৬	দু'আ: আদব, আহকাম ও ফযীলত	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	মে'২৬
৭	ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের উপদেশ	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুন'২৬
৮	ঈমান ও নিরাপত্তা লাভ: পবিত্র জীবনের ভিত্তি	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	জুলাই'২৬
৯	দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান!	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	আগস্ট'২৬
১০	আল্লাহর সান্নিধ্যই মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্বল	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	সেপ্টেম্বর'২৬
১১	লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা এবং নৈতিকতার দুর্গ	অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ	অক্টোবর'২৬

উসওয়াতুন হাসানাহ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	মানুষকে ক্ষমা করা শিখতে হবে!	হাসান আল-বান্না মাদানী	নভেম্বর'২৫
২	গুনাহ ও অশ্লীলতা	হাসান আল-বান্না মাদানী	জানুয়ারি'২৬
৩	রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর জীবনে লজ্জাশীলতা	হাসান আল-বান্না মাদানী	এপ্রিল'২৬
৪	রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অতুলনীয় বিনয়	হাসান আল-বান্না মাদানী	জুন'২৬
৫	কুরআনুল কারীমের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ভালোবাসা	হাসান আল-বান্না মাদানী	আগস্ট'২৬
৬	ভুল সংশোধন	হাসান আল-বান্না মাদানী	অক্টোবর'২৬

খুলুকুল মুসলিম

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ	অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী	এপ্রিল'২৬
২	রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ	অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী	মে'২৬
৩	ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম -এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ	অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান	জুন'২৬
৪	উলামায়ে কেরামের সাথে একজন মুসলিমের আচরণ	অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান	জুলাই'২৬
৫	পিতা-মাতার সাথে একজন মুসলিমের আচরণ	অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান	সেপ্টেম্বর'২৬

ফাযায়েলে আমল

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	তাওহীদের মাহাত্ম্য ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠকারীর শ্রেষ্ঠত্ব	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	জানুয়ারি'২৬
২	কুরআন পাঠকারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও পরকালে মর্যাদা	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	ফেব্রুয়ারি'২৬
৩	রামাযান ও ছিয়াম সংক্রান্ত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	মার্চ'২৬
৪	আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাক্বারার শেষ দুই আয়াত এবং সূরা আল-কাহফ পাঠের ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	এপ্রিল'২৬
৫	যুলহিজ্জাহ মাসের ইবাদত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	মে'২৬
৬	মানবকল্যাণে নেক আমল	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	জুন'২৬
৭	মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মাক্বদিস ও মসজিদে কুবায় ছালাত আদায়ের ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	জুলাই'২৬
৮	সূরা আল-ইখলাছ, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-মুলক পাঠের ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	আগস্ট'২৬
৯	ফরয ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	সেপ্টেম্বর'২৬
১০	তাসবীহ, তাহমীদ ও তাহলীল পাঠের ফযীলত	মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)	অক্টোবর'২৬

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	ফজরের পূর্বের সময়	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জানুয়ারি'২৬
২	ওযূর সুন্নাতসমূহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	ফেব্রুয়ারি'২৬
৩	ক্বিয়ামুল লায়ল ও বিতর	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মার্চ'২৬
৪	আযান সংক্রান্ত সুন্নাত	আল-ইতিছাম ডেস্ক	এপ্রিল'২৬
৫	সুন্নাতে রাতেবা ও ফজরের সুন্নাত	আল-ইতিছাম ডেস্ক	মে'২৬
৬	মসজিদে গমন ও অবস্থানের সুন্নাতসমূহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুন'২৬
৭	ছালাতে সুতরা ও তার সুন্নাতসমূহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	জুলাই'২৬
৮	ছালাতের ক্বিয়াম অবস্থার সুন্নাতসমূহ	আল-ইতিছাম ডেস্ক	সেপ্টেম্বর'২৬

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	শিশুদের মোবাইল আসক্তির কারণ ও প্রতিকার	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	নভেম্বর'২৫
২	থার্টি ফাস্ট নাইট বা ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন: ইসলাম কী বলে?	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জানুয়ারি'২৬
৩	বিশ্বকাপ ফুটবল: বিনোদনের আড়ালে ঈমান বিধ্বংসী সংস্কৃতি?	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	জুলাই'২৬
৪	শিশুদের পর্নো আসক্তি থেকে মুক্তির উপায়	সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী	সেপ্টেম্বর'২৬

হেলথ কর্নার

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা: রোগ প্রতিরোধে সচেতন জীবনযাপন	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জানুয়ারি'২৬
২	রামাযানে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস: সুস্থভাবে ছিয়াম পালনের উপায়	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মার্চ'২৬
৩	হঠাৎ অসুস্থতা: কারণ, প্রতিকার ও সুস্থ জীবনের পথনির্দেশনা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	এপ্রিল'২৬
৪	কাঁচা আমের উপকারিতা ও সতর্কতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	মে'২৬
৫	গরমে জন্ডিস: সচেতনতা হোক সুরক্ষার প্রথম ধাপ	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জুন'২৬
৬	বর্ষায় বাড়ছে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রকোপ: প্রয়োজন সচেতনতা	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	জুলাই'২৬
৭	হাম: লক্ষণ, জটিলতা ও প্রতিরোধে করণীয়	ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ	আগস্ট'২৬

জামি'আহ পাতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	হিংসা: নীরব ঘাতক	হুসাইন আহমাদ	ডিসেম্বর'২৫
২	অন্ধকার!	মাজহারুল ইসলাম আবির	জানুয়ারি'২৬
৩	রামাযান: তাক্বওয়া নির্মাণের নববী কর্মশালা	আদিল বিন ফোরকান	মার্চ'২৬
৪	তাওহীদ বনাম শিরক: ঈমানের মূল চেতনায় সতর্কবার্তা	আবু সাঈদ সারোয়ার	জুন'২৬

ইতিহাসের পাতা থেকে

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ: যেখানে আমরা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে	সাঈদ আল মাহমুদ	নভেম্বর'২৫

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	কন্যা দায়বদ্ধ পিতা	সাদিয়া আফরোজ	ডিসেম্বর'২৫
২	আমিও ছিয়াম রাখব!	আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৬
৩	সাদা পাঞ্জাবী	মাজহারুল ইসলাম আবির	মার্চ'২৬
৪	কুরবানীর হাট	আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান	মে'২৬
৫	ফিলিস্তীনের কান্না	খাশিউর রহমান বিন মনছূর আলী	আগস্ট'২৬
৬	মাতৃত্ব	সুপ্ত রায়হান সজিব	সেপ্টেম্বর'২৬
৭	আমার ভালো বুঝেন যিনি	মুগনিউর রহমান তাবরীজ	অক্টোবর'২৬

কবিতা

ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা	ক্রমিক	শিরোনাম	লেখক	প্রকাশিত সংখ্যা
১	জলবায়ুর রোজনামচা	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	নভেম্বর'২৫	২৭	কুরবানী ঈদ	মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ	মে'২৬
২	প্রতিবাদ	আব্দুল্লাহ আল নুমান	নভেম্বর'২৫	২৮	এলো কুরবানীর ঈদ	মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন	মে'২৬
৩	হিংসা নয়, হোক প্রেমের গান	মো. শাহাবুদ্দীন	নভেম্বর'২৫	২৯	গ্রীষ্মের দিন	আব্দুল্লাহ আল-নুমান	মে'২৬
৪	জামি'আহ তুমি!	আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবু বকর	ডিসেম্বর'২৫	৩০	জৈষ্ঠ্যমাসে	শফিকুল ইসলাম	মে'২৬
৫	স্মরি মৃত্যুকে	সাদিয়া আফরোজ	ডিসেম্বর'২৫	৩১	পড়ন্ত বিকাল	মিহাদ হাসান	মে'২৬
৬	একটি শীতের সকাল	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	ডিসেম্বর'২৫	৩২	ঈদের খুশি	গোলাম আযম	মে'২৬
৭	শীতের ছবি	আনিছুর রহমান	জানুয়ারি'২৬	৩৩	এলো ঈদুল আযাহা	রমজান বিন শামসুল	জুন'২৬
৮	সৃষ্টি	মো. রুম্মান ইসলাম	জানুয়ারি'২৬	৩৪	জীবন ব্যাকরণ	নিশাত তাসনিম তুবা	জুন'২৬
৯	ঘুম থেকে ছালাত উত্তম	গোলাম আযম	জানুয়ারি'২৬	৩৫	ঈদের স্বাদ	সাদিয়া আফরোজ	জুন'২৬
১০	শীত পড়েছে	মিজানুর রহমান	জানুয়ারি'২৬	৩৬	অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	জুন'২৬
১১	আহলান ওয়া সাহলান	সাদিয়া আফরোজ	ফেব্রুয়ারি'২৬	৩৭	বর্ষাকাল	আনিছুর রহমান	জুলাই'২৬
১২	সাদরে গ্রহণ রামাযান	মুরসালিন বিন শরিফুল ইসলাম	ফেব্রুয়ারি'২৬	৩৮	বৃষ্টির আত্মকথা	সাব্বির আহমাদ	জুলাই'২৬
১৩	ছিয়ামের মাহাত্ম্য	মো. আবু বকর সিদ্দিক	ফেব্রুয়ারি'২৬	৩৯	ফজরের আলো	মিহাদ হাসান	জুলাই'২৬
১৪	শীতের মৌসুম	মিজানুর রহমান	ফেব্রুয়ারি'২৬	৪০	কবরস্থান	জুবাইদা আফরোজ	জুলাই'২৬
১৫	রামাযানের ডাক	আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবু বকর	মার্চ'২৬	৪১	দুষ্ট লোকের জয়	শামসুল আরেফীন	আগস্ট'২৬
১৬	তুহফায়ে রামাযান	হাফেয আব্দুর রহমান বিন জাহাঙ্গীর	মার্চ'২৬	৪২	যুবতিদের সাজ	মো. আশরাফুল হক	আগস্ট'২৬
১৭	ছিয়ামের অনলে	আনিছুর রহমান	মার্চ'২৬	৪৩	সেজদার শান্তি	মুহাম্মাদ রিযওয়ানুল হক	আগস্ট'২৬
১৮	লায়লাতুল ক্বদর	রমজান বিন শামসুল	মার্চ'২৬	৪৪	শরৎ এলো	শফিকুল ইসলাম	আগস্ট'২৬
১৯	ঈদ এলো	মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন	মার্চ'২৬	৪৫	শরতের রূপ	শফিকুল ইসলাম	সেপ্টেম্বর'২৬
২০	ঈদ সালামী	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি	মার্চ'২৬	৪৬	রূপে ভরা আশ্বিন	শাকেরা বেগম শিমু	সেপ্টেম্বর'২৬
২১	ঈদ আসেনি	শাহিন ইসলাম	মার্চ'২৬	৪৭	বন্যা	রমজান বিন শামসুল	সেপ্টেম্বর'২৬
২২	শাওয়ালের বাঁকা হাসি	বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম	মার্চ'২৬	৪৮	আর্তের পাশে আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ	মুহাম্মদ মাহাফুজ আরিফ	সেপ্টেম্বর'২৬
২৩	ঈমানের আলো	মিহাদ হাসান	এপ্রিল'২৬	৪৯	যখন কাঁপবে ধরার বুকে	মো. শাহাবুদ্দীন	অক্টোবর'২৬
২৪	অভাগিনির দুঃখ	আব্দুল হাসিব বিন আব্দুর রহমান	এপ্রিল'২৬	৫০	লাগে ভীষণ ডর!	মো. সামিউল ইসলাম রাসেল	অক্টোবর'২৬
২৫	আমার দেশ	শামসুন্নাহার সুমনা	এপ্রিল'২৬	৫১	ঝলসে গেছে অন্তর	সাদিয়া আফরোজ	অক্টোবর'২৬
২৬	আরাফার ময়দান	আনিছুর রহমান	মে'২৬	৫২	পরিণতি	মো. মিনারুল ইসলাম বিন ইউসুফ আলী	অক্টোবর'২৬

বি. দ্র. মাসিক আল-ইতিছাম **'সওয়াল-জওয়াব'** বিভাগে প্রতি মাসে ৫০টি করে ১২ মাসে মোট ৬০০টি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। **'সওয়াল-জওয়াব'**-এর পুরো লিস্টটি একসাথে দেখতে www.al-itisam.com ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

মাসিক আল-ইতিছামের ১০ম বর্ষপূর্তিতে শুভেচ্ছাবাণী

আল-হামদুলিল্লাহ! ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা' শ্লোগান নিয়ে 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর যে পথচলা শুরু হয়েছিল, অক্টোবর ২০২৬-এ এসে তা পূর্ণ করেছে এক গৌরবময় দশক। দীর্ঘ এই পথচলা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফীকের এক অনন্য নিদর্শন।

'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকীদার প্রচার, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে আকীদা ও আমলের সংশোধন, সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি ও আদর্শের প্রচার এবং বিভেদ ও অন্তঃকোন্দলের ঊর্ধ্বে উঠে উম্মাহকে হক ও হেদায়াতের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। এক দশক ধরে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, দলীলভিত্তিক প্রামাণ্যতা, সমকালীন বিষয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিরক ও বিদআতের অপনোদনসহ বহুমাত্রিক জ্ঞানগর্ভ বিষয় পাঠকের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে পত্রিকাটি ইসলামী অঙ্গনে একটি স্বতন্ত্র ও নির্ভরযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এই অর্জনের পেছনে রয়েছেন অসংখ্য প্রাজ্ঞ লেখক, নিবেদিতপ্রাণ এজেন্ট, একনিষ্ঠ পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের জ্ঞান, মেধা, শ্রম, সময়, আন্তরিকতা, সহযোগিতা, ভালোবাসা ও দু'আ 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর এক দশকের পথচলার অন্যতম পাথেয়। তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ।

১০ম বর্ষপূর্তির এই স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের একান্ত দু'আ, তিনি যেন 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর অতীতের সকল প্রচেষ্টা কবুল করেন, এর দাওয়াতকে ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেন এবং ভবিষ্যৎ পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ, সুদৃঢ় ও ফলপ্রসূ করেন। পত্রিকার মান, উন্নতি ও অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন এবং এর প্রতিটি প্রয়াসকে তাঁর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের খেদমতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

আল্লাহ তাআলা 'মাসিক আল-ইতিছাম'-কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচার, উম্মাহর আকীদা ও আমলের সংশোধন এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণে আরও দীর্ঘকাল কার্যকর ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের খেদমত কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

প্রধান সম্পাদক,

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সূচিপত্র

সালাফী
কনফারেন্স
২০২৬-২৭
অনুষ্ঠানের সময়সূচি
১০ম বার্ষিক রাজশাহী
১২ ও ১৩
নভেম্বর, ২০২৬ ইং
৬ষ্ঠ বার্ষিক দিনাজপুর
১৮
ডিসেম্বর, ২০২৬ ইং
১০ম বার্ষিক নারায়ণগঞ্জ
২৮ ও ২৯
জানুয়ারি, ২০২৭ ইং
সভাপতিত্ব করবেন
শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ
বক্তব্য পেশ করবেন:
সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ